SEWAM

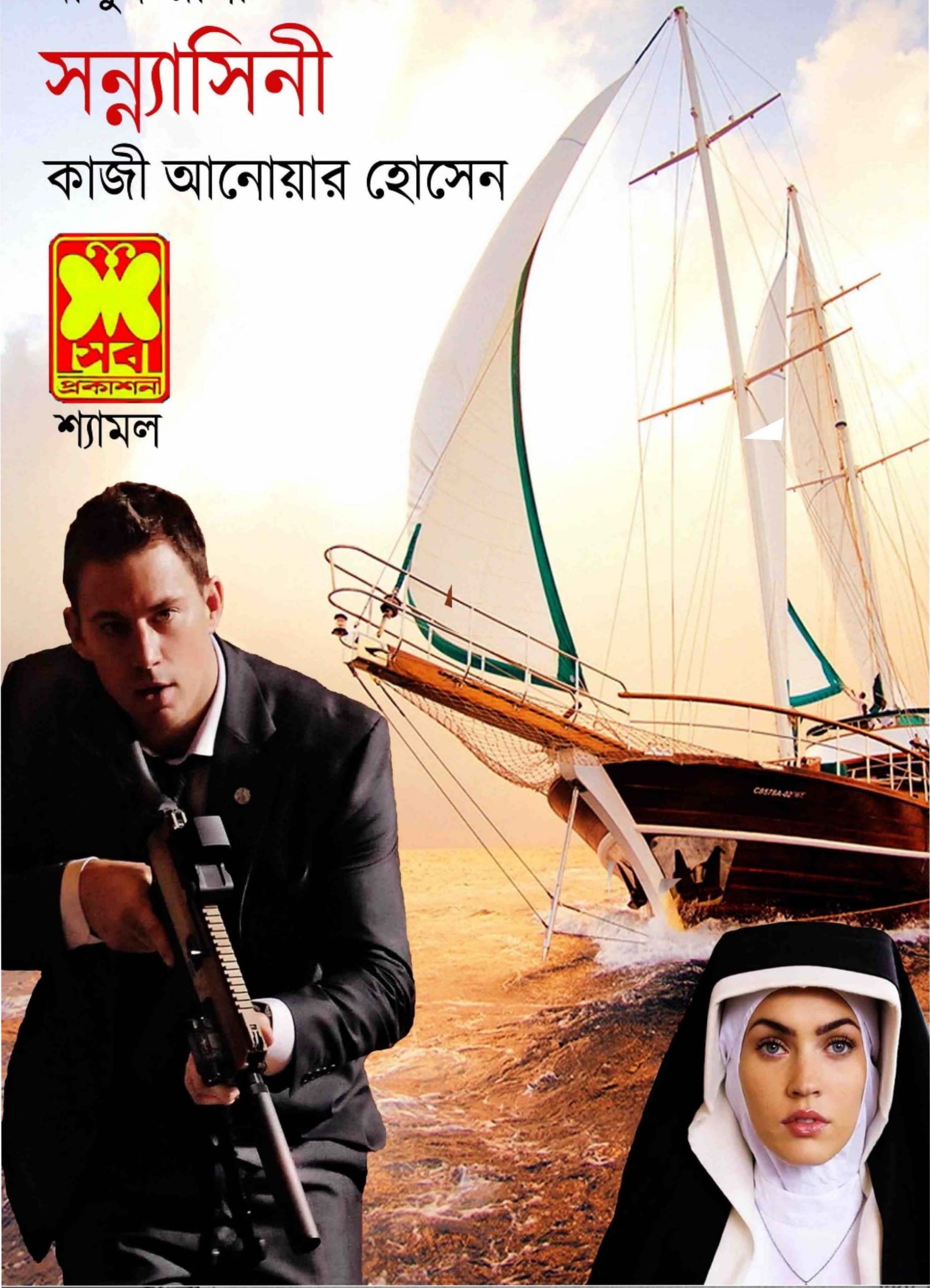
মাসুদ রানা

সন্ন্যাসিনী

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শ্যামল



মাসুদ রানা

সন্ন্যাসিনী

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিরোধ মোনা এলিসনের বাবার এক মিলিয়ন পাউন্ড নিয়ে। ১৯৬৫ সালে আলজিরিয়া থেকে পালাবার সময় কুফরা মার্শে ডুবে গিয়েছিল সেটা।
সিস্টার মোনা কি চায়?
ঢাকার অদূরে ওদের আশ্রম আর হাসপাতাল জ্বালিয়ে দিয়েছিল পাক আর্মি। সে চায় এই টাকা দিয়ে আবার চালু করবে প্রতিষ্ঠানটা, সেবা করবে বাংলাদেশী জনগণের।
কর্নেল আবু তালেব কি চায়?
টাকাগুলো চায় স্রেফ ছিনিয়ে নিতে।
এ টাকায় নাকি হক আছে তার।
কি করবে রানা? বুঝতেই পারছেন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

আটত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7614-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ১৯৮১—২
চতুর্থ প্রকাশ ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি পি. ও বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
SANNYASINI

PASHER KAMRA
Two Thriller Novels
By Qazi Anwar Husain

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট *কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে* অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন শেষ চাল।

সন্ন্যাসিনী

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮১

এক

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছে রানা-সোহানা। রানার হাতে বড়সড় একটা প্যাকেট। ওতে কি আছে জানে না সোহানা, শুধু জানে ওটা কোথাও পৌঁছে দেবে রানা, তারপর সিনেমা দেখে চাইনিজ খেয়ে যে যার বাড়ি ফিরবে ওরা।

ঠিক রূপমহলের সামনে রিকশাটা ছেড়ে দিল রানা। বরাবরের মতই লক্ষ করল তার প্রিয় সেই কাঠের দোতলা রেস্তোরাঁ দুটো আর নেই। সেই ছেলেবেলা থেকে কতদিন ওই দোকানে পরোটা-তরকারি খেয়েছে তার ঠিক নেই। অপূর্ব স্বাদ ছিল ওদের খাবারে, সেই শৈশবের স্মৃতিমাখা স্বাদ। একমাত্র রূপমহলেই তখন বাংলা ছবি চলত। কতদিন স্কুল ফাঁকি দিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বাংলা ছবি দেখতে এসেছে এখানে। প্রতিবারই হলে ঢোকার আগে পরোটা-তরকারি খেয়েছে ওই দোকানে। এখন জায়গাটা পাকা করা হয়েছে—উঠে গেছে রেস্তোরাঁ দুটো। যখনই এখান দিয়ে যায়, কেমন যেন একটু বেদনা অনুভব করে। আজও খচ্ করে কি যেন বিঁধল বুকে, পরক্ষণেই আবার নিজের মনেই হাসল রানা। বেদনা কুড়িয়ে লাভ কি, এমন কত বেদনাই তো আছে। যায় দিন ভালা, যা গেছে তা কোনদিন ফিরে আসবে না আর।

সদরঘাটের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। ডান ধারে স্যান্ডেল আর জুতোর দোকানের সারি। ফুটপাথেও স্পঞ্জ আর প্লাস্টিকের স্যান্ডেল নিয়ে বসেছে আর এক সারি দোকান। শেষের দোকানটা কাপড় ধোয়া সাবানের। সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ দোকানদারি করছেন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে।

অনেক বদলে গেছে সদরঘাটও। বুড়ীগঙ্গার বেশ কিছুটা জায়গা বাঁধ দিয়ে ঘিরে মাটি ফেলা হয়েছে। একটা সব্জী ও গাছ-গাছড়ার নার্সারি মত করেছে ওখানে। ফলের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে নদীর পাড় ধরে বামে এগোল ওরা। রানা লক্ষ করল সেই সদরঘাট জামে মসজিদ—১৯৪৭, এখনও তৈরি হচ্ছে। নবযুগ শরীর চর্চা কেন্দ্রের কাছাকাছি রাস্তাটা একখানা বাঁশ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। বাঁশের গায়ে সাইনবোর্ড ঝুলছে: চলাচল নিষিদ্ধ। ডান দিকেই গুদারা ঘাট। এখানেও সাইনবোর্ড টাঙানো। তাতে লেখা: জন প্রতি দশ পয়সা—সাইকেল দশ পয়সা।

রানাকে ওদিকে এগোতে দেখে একটু অবাক হয়ে চট করে ওর মুখের দিকে তাকাল সোহানা, কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে অনুসরণ করল ওকে। ঘাটে

ভিড় করে রয়েছে দশ-বারোটা নৌকো। নৌকোয় সবার সঙ্গে পার হলে চার আনা, আর রিজার্ভ করে একা পার হলে লাগে এক টাকা। রিজার্ভই করল রানা। হাত ধরে নৌকোয় উঠতে সাহায্য করল সোহানাকে। বিস্মিত হলেও কিছুই বলল না সোহানা—রানার অনেক পাগলামিই দেখেছে সে, বুঝল এটা নতুন আর একটা খেয়াল।

কিশোর ছেলেটা লগির ঠেলায় নৌকোটা বের করে নিয়েই বৈঠা ধরল। মাঝ নদীতে পৌছানোর আগেই আই ডাব্লিউ টি এ-র লঞ্চটা ওদের নৌকোর সামনে দিয়ে ঢেউ তুলে পার হয়ে গেল। ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল নৌকো ওপারের দিকে। নদীর খোলা হাওয়ায় মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল সোহানার। ভাবল, মাঝে মাঝে এখানে আসতে হবে তো—কম সময়ে ঢাকা নগরীর কোলাহল পেছনে ফেলে প্রকৃতির এত কাছে চলে আসা যায়, জানাই ছিল না ওর।

চর কালিগঞ্জ। নৌকো থেকে নামল রানা। কিশোর মাঝির হাতে পাঁচ টাকার নোটটা দিতেই সে অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, 'মোটে বউনি করছি, স্যার—ভাঙতি তো নাই।'

'ভাঙতি দিতে হবে না, পুরোটাই তুমি রাখো,' হাসি মুখে বলল রানা।

চোখে-মুখে বিস্ময় প্রকাশ পেল কিশোর মাঝির। 'সালাম আলাইকুম, স্যার।' অভিভূত মাঝি এ ছাড়া আর বলার কিছু খুঁজে পেল না।

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

কালিগঞ্জ বাজার পার হয়ে চুনকুটিয়া। হাঁটছে রানা। চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটছে সোহানা। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে রানাকে। সুভাড্ডাও পেছনে ফেলে খেজুরবাগে পৌছল ওরা। কয়েকটা গেরস্তবাড়ি ছাড়িয়েই হাতের ডানদিকে পড়ল 'সিস্টার মোনা স্মৃতি আশ্রম'।

আগেও ছিল এই আশ্রম, অন্য নামে। একাত্তরে খান সেনারা পুড়িয়ে দেয়ার পর অনেকদিন সেই অবস্থাতেই পড়ে ছিল, ইদানীং আবার সংস্কার করে চালু করা হয়েছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। দেয়াল-ঘেরা বিরাট মাঠে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে খেলছে। ছয় থেকে বারোর মধ্যে বয়স। ছেলেরা বলের পেছনে দৌড়াচ্ছে, মেয়েরা দল বেঁধে খেলছে কানামাছি আর গোল্লাছুট। মাঠের ওপাশেই দেখা যাচ্ছে আশ্রমের অফিস ঘর। দরজাটা খোলা।

গেট দিয়ে ঢুকেই মিষ্টি একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখে ঝুঁকে কোলে তুলে নিতে গেল সোহানা, রানা এগিয়ে গেল সামনে। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল রানা। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে ছুটল ডানদিকে। হৈ-হৈ করে ওর পেছনে ছুটল পনেরো-বিশটা ছেলে। রানা ভেবেছিল মেয়েদের পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু তাদেরকেও উল্লসিত চিৎকার দিয়ে ধাওয়া করতে দেখেই দিক বদলাল।

অবাক হয়ে দেখছে সোহানা, এঁকে বেঁকে প্রাণপণ ছুটছে রানা, হৈ-হল্লা

করতে করতে ওর পেছনে ছুটছে ছেলে-মেয়ের দল। শেষ কালে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল ওরা রানাকে। হাতের প্যাকেট থেকে বের করে করে কি যেন বিলাচ্ছে রানা ওদের মাঝে। গোটা দলটা শোরগোল করতে করতে এগোচ্ছে অফিস ঘরের দিকে। প্রত্যেককে দুটো তিনটে করে দিয়ে শেষে ওদের হাত থেকে ছাড়া পেল রানা। ওদিকে অফিস বিল্ডিঙের খোলা দরজায় ধবধবে সাদা পোশাক পরা এক ক্যাথলিক বৃদ্ধা মাদার এসে দাঁড়িয়েছেন। সোহানা দেখল, সহাস্যে চেয়ে আছেন তিনি রানার দিকে। এগিয়ে গেল রানা। দুটো চকোলেট বাড়িয়ে ধরল মাদারের দিকে। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে তাঁকে মোড়ক খুলতে দেখে হেসে ফেলল সোহানা।

রানাকে সঙ্গে নিয়ে অফিস ঘরে ঢুকলেন মাদার। সোহানা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের। কথা বলছে ওরা। একটু পর পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ (নাকি চেক?) বের করে মাদারের হাতে দিল রানা। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছে এবার। ছেলে-মেয়েরা হাত নেড়ে 'বাই বাই' জানাচ্ছে ওকে। সে-ও হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

গেটের সামনে পৌঁছে সোহানার কোলে ওঠা বাচ্চাটার দুই হাতে চারটে চকোলেট দিয়ে ডাকল রানা, 'চলো, সোহানা। সাঁঝ হয়ে যাবে ঢাকায় পৌঁছতে পৌঁছতে।'

বাচ্চাটাকে নামিয়ে দিয়ে রানার সঙ্গে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল সোহানা। কৌতূহল আর চাপতে পারল না সে। 'ব্যাপার কি বলো তো? মনে হচ্ছে প্রায়ই আসো তুমি এখানে? কি দিলে মাদারকে?'

'চকোলেট।' দুটো চকোলেট বের করে ধরিয়ে দিল রানা সোহানার হাতে। 'খাও।'

স্পেনের ইবিযা দ্বীপের ছোট্ট শহর ইবিযা।

সাগর তীরের পরিপাটি একটা একতলা বাংলোর সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপল রানা। একটু পরেই খুলে গেল দরজা।

'আরে, জেনারেল যে!' দু'হাতে জাপটে জড়িয়ে ধরে রানাকে ভিতরে নিয়ে গেল জন ম্যাকেনরো।

'চেহারার এ কি হাল হয়েছে তোমার?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'ও কিছু না, জেনারেল—আজকাল একটু নেশা-টেশা করছি, তাই।' জবাব দিল জন।

ইউ এস আর্মির মেজর জন ম্যাকেনরো। ভিয়েতনাম যুদ্ধে চারটে ইউ এস অ্যামিউনিশন সাপ্লাই জাহাজ হারিয়ে যায়। ওগুলো হাইফং হারবারে নোঙর করা অবস্থায় দেখা যায়। একটা ফ্রগম্যানের দল নিয়ে ওই জাহাজগুলো ধ্বংস করে দেয় জন ম্যাকেনরো। ওই জাহাজগুলো বিপক্ষে ব্যবহৃত হলে যুদ্ধের গতিধারা অনেকটা পালটে যেতে পারত। এজন্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওকে কংগ্রেশনাল মেডাল অভ অনার দিয়ে সম্মানিত করে।

বছর দুই আগে জনের সঙ্গে শেষ দেখা হয় রানার। ওই মেডেল পাওয়ার পরপরই ইউ এস আর্মি ছেড়ে দেয় জন। রানার কাছে এসেছিল সহজ কিস্তিতে একটা জাহাজ কিনে দেয়ার জন্যে। 'সাউল শিপিং করপোরেশন' থেকে 'মেরী অ্যান' নামে একটা ছোট্ট জাহাজ খুব সহজ কিস্তিতে কেনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল রানা তাকে।

ইবিযা দ্বীপ থেকেই 'মেরী অ্যান'-এর সাহায্যে দু'একটা ছোটখাট ব্যবসা করে মোটামুটি চলে যায় জনের।

বছর খানেক হলো নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করছে জন। প্রতিদিনই একটু একটু করে ফুরিয়ে যাচ্ছে সে। মদ আর ড্রাগ্‌স।

'ব্যাপারটা কি—এইভাবে নিজেকে তিলে তিলে শেষ করছ কেন তুমি?' প্রশ্ন করল রানা।

'আজ ওসব কথা থাক।' হাসতে হাসতে বলল জন। 'জেনারেলের কি খবর শুনি।'

'দেশে ফিরছি—ভাবলাম ইবিযায় দু'চারদিন থেকে তোমার আর রানীর খবরটা নিয়ে যাই।'

'কোন্ রানী—দিলারা দুররানী?' জিজ্ঞেস করল জন।

'হ্যাঁ।'

'ওর সাথে পরিচয় আছে? খুব চমৎকার মেয়ে রানী। গানও গায় বড় ভাল। ওর সাথে কি করে পরিচয়…'

'পাকিস্তানে,' হাসল রানা। 'একবার একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম ওর সাথে—তখনই পরিচয়। শেষ পর্যন্ত একটা মাইনের ভেতর দিয়ে পালিয়েছিলাম আমরা পাকিস্তান থেকে।'

'তা সাথে মালপত্র দেখছি না যে?'

'হোটেলে রেখে এসেছি। আভেনিদা…'

'তাই কি হয় নাকি? আমি এখনই তোমার মালপত্র নিয়ে আসছি!' ক্যাসেট প্লেয়ারটা অন করে দিল জন। 'তুমি ততক্ষণ গান শোনো—আর কাবার্ডে হুইস্কি আছে, ঢেলে নিয়ো।' তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল জন জীপ নিয়ে।

ধীর গতিতে জীপ চালাচ্ছে রানা। এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা। এই রাস্তা ধরে চারমাইল গেলে তবে রানীর ভিলার দেখা পাওয়া যাবে—ওখানে পৌঁছবার আর বিকল্প কোন পথ নেই। এঁকেবেঁকে চলে গেছে সরু রাস্তাটা টিলাগুলোর ভিতর দিয়ে। সারি সারি পাইন গাছ নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে টিলার ওপর।

হেঁটেই আসতে চেয়েছিল রানা—কিন্তু জন কিছুতেই ছাড়ল না—বাধ্য হয়ে জীপ নিয়ে আসতে হয়েছে তাকে।

ডানদিকে মাইল দুই দূরে পাথরের একটা বিশাল চাঁই সোজা হাজার ফুট

উঠে গেছে সমুদ্রের মাঝ থেকে। চাঁদের আলোয় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

পুরানো অকেজো মিলটার ধারে জীপ থামাল রানা। চারপাশের সুন্দর দৃশ্যটা দুচোখ ভরে উপভোগ করে নিতে চায় সে। গাড়ি থেকে নেমে একটা সিগারেট ধরাল রানা। এমনি সময় খুব কাছেই মেয়েলী কণ্ঠের একটা তীক্ষ্ণ আতঙ্কিত চিৎকার রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিল।

পর মুহূর্তেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক মেয়েকে দেখা গেল হেডলাইটের আলোয়। উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে ছুটে আসছে এক উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী।

দুই

ক্যামেরা যেন মুহূর্তের জন্যে দৃশ্যটাকে ধরে রেখেছে একই অবস্থায়। কালো চুল—অস্বাভাবিক রকম ছোট করে ছাঁটা—ছেলেদের চুলও এর চেয়ে অনেক বড় থাকে। চোয়ালের উঁচু হাড়ের ওপরেই দুটো বিস্ফারিত চোখ—চোখ দুটোতে ভয়ের চেয়ে বেপরোয়া ভাবই বেশি।

বাকিটা শ্বাসরুদ্ধকর। সুন্দর সুগঠিত বুক, ছোট কিন্তু উদ্ধত। ফর্সা, মসৃণ তলপেট। পা দুটো যে কোন বিউটি কুইনের পায়ের গড়নকে হার মানাবার মত।

দৌড়ের গতি সামলাতে না পেরে রানার ওপর এসে আছড়ে পড়ল মেয়েটা। মুহূর্তকাল রানার সোয়েটার খামছে ধরে রইল, তারপরই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানাকে। ওর হাতের কব্জি দুটো শক্ত করে ধরে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল রানা, বলল, 'কোন ভয় নেই তোমার। বলো, কি হয়েছে?'

একেবারে স্থির হয়ে গেল মেয়েটা। রানার চোখে চোখ রাখল—হাউন্ডের তাড়িয়ে আনা শিকারের মতই হাঁপাচ্ছে সে, মুখে কোন কথা নেই। একটা লোক দৌড়ে বেরিয়ে এল অন্ধকার ভেদ করে।

হিপ্পী! ওরা নিজেরাই বলে ওরা খোদার নিজ হাতে বাছাই করা লোক। ফুলের মানুষ, তারা চায় আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজের নরক থেকে বেরিয়ে আসতে। এককালে হয়তো ওদের কথায় কিছু সত্য ছিল—যখন ওরা কেবল গাঁজাতেই সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু এখন পাল্টে গেছে সব। ওদের হাতে এসেছে মরফিন আর এল এস ডি-র মত জিনিস। বর্তমানে ইবিযায় যে-সব হিপ্পী আছে তাদের বেশির ভাগ সত্যি-সত্যিই নরক থেকে উঠে এসেছে।

যে ছোকরাটা রানার দু'তিন গজ দূরে হাপরের মত হাঁপাচ্ছে তাকে দেখেই বোঝা যায় সে সাধারণ কোন নরক নয়, একেবারে হাবিয়া নরক থেকে আমদানী। মাথার কালো চুল কাঁধ ছাড়িয়ে আরও নিচে নেমেছে। ঝালর কাটা চামড়ার একটা ব্যান্ড মাথায় পরা। উজ্জ্বল লাল রঙের শার্ট—কোমরে মোটা বেল্ট, পিতলের বক্‌লেসটা হেডলাইটের আলোয় সূর্যের

মত জ্বলছে। চোখে তারের চশমা—তার পেছনে শেয়ালের মত ধূর্ত দুটো চোখ। মুরগী ধরতে এসে যেন গৃহস্থের সামনে পড়েছে, এমনি ভাব।

লোকটা নেশা করে তুঙ্গে আছে, পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। এই সময়ে আরও দু'জন এসে হাজির হলো জলপাই গাছের ভেতর থেকে। লাল শার্টের পাশে এসে দাঁড়াল ওরা দু'জন।

দেখার মতই বটে! একেবারে এক চেহারা—যমজ ভাই হবে। দুজনেই খালি পায়ে। নোংরা চেহারা—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লম্বা চুলে জট বেঁধে আরও বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। ছেলেবেলায় স্বপ্নে দেখা ভয়ঙ্কর পাগলা যেন বাস্তব রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'হাত তুলে যমজ ভাইকে থামাল লাল শার্ট। তারপর আশ্চর্য মোলায়েম স্বরে বলল, 'ঝগড়া বিবাদের কিছু নেই—পালা করে নিলেই হলো।'

গাড়িতে ওঠো, 'পেছনে একটা রেইন কোট পাবে।' একরকম ধাক্কা দিয়েই মেয়েটাকে জীপে তুলে দিল রানা।

দ্রুত এগিয়ে এল লাল শার্ট—রানার লাথিটা পড়ল ওর পাঁজরে। রানার পায়ে নরম ফিতের রোমান স্যান্ডেল থাকায় পাঁজরের হাড় ভাঙল না ছোকরার—কিন্তু কাজ হলো। হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল কয়েক পা, তারপর তাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়ল নিচের খাদটাতে।

মেয়েটাকে ঠেলে সরিয়ে রানা তাড়াতাড়ি জীপে উঠতে যাবে এমন সময়ে যমজ দু'ভাই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। প্রথম জন লাথি খেল দুই উরুর মাঝে—দ্বিতীয় জন খেল বিরাশি সিক্কার এক ঘুসি ঠিক বাম চোখের ওপর।

ওদের কার কি অবস্থা দেখার জন্যে দাঁড়াল না রানা—জীপে উঠেই ছেড়ে দিল গাড়ি। মেয়েটা তখনও রেইন কোটটা খুঁজছে। নিরাপদ দূরত্বে এসে গাড়ি থামাল রানা। পিছনের সীটের তলা থেকে বের করে দিল রেইন কোট। গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটার দিকে পেছন ফিরে একটা সিগারেট ধরাল।

গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দে ঘুরে তাকাল রানা। সতর্ক দৃষ্টিতে রানাকে যাচাই করছে মেয়েটা। এরই মধ্যে রেইনকোটের গলা পর্যন্ত সব ক'টা বোতাম এঁটে দিয়েছে সে, হাতা লম্বা বলে একটু গুটিয়ে নিয়েছে। বেঢপ সাইজের কোট পরা মেয়েটাকে দেখতে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

রানার দিকে এগিয়ে এল মেয়েটা—হাত দুটো রেইনকোটের পকেটে। একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বোধ করছ এখন?'

জবাবে কোন কথা না বলে একটা অস্ফুট শব্দ করে টলে উঠল মেয়েটা। শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরল রানা ওকে।

একটু পরে নিজেকে রানার কাছ থেকে সরিয়ে নিল সে, 'ধন্যবাদ, অনেকটা সুস্থ বোধ করছি এখন।' সুন্দর ইংরেজী বলে মেয়েটা—একটু ফ্রেঞ্চ অ্যাকসেন্ট আছে বলে মনে হলো রানার।

'সঙ্গী নির্বাচনে তোমার আগামীতে আরও সতর্ক হওয়া উচিত।' একটু

খোঁচা দিল রানা।

খোঁচাটা গায়ে বিঁধল না ওর। সমুদ্রের বেশ কাছে গাড়িটা পার্ক করা হয়েছে। কথার কোন জবাব না দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে মেয়েটা চেয়ে রইল বিশাল সমুদ্রের দিকে। তারপর হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে বিড়বিড় করে কি যেন প্রার্থনা করল। হয়তো আজ রাতে এভাবে বেঁচে যাওয়ায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল।

'আশ্চর্য মানুষ আপনি! ভদ্র, নম্র, সভ্য, অথচ সময়ে কি ভয়ঙ্কর! আর এখানে…'

'জানি, আমার এমন সব স্কুলে শিক্ষা নিতে হয়েছে যেখানে দুর্বলের কোন জায়গা নেই।'

'কিন্তু বল প্রয়োগ, নিষ্ঠুরতা—এগুলো তো পাপ?'

'আমি আজ নিষ্ঠুর না হলে যা ঘটত তাতে কি কারও পুণ্য হত?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

আজ কি ঘটতে পারত সেটা অনুধাবন করেই হয়তো শিউরে উঠল মেয়েটা। 'বোকার মত কথা বলেছি আমি—ক্ষমা করবেন।' হাত বাড়িয়ে দিল সে হ্যান্ডশেক করার জন্যে, 'আমি মোনা এলিসন।'

মোনার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে হ্যান্ডশেক করল রানা। একটু বেশিক্ষণই হাতটা ধরে থাকল রানা। না, মন গলেছে বলে নয়, হাতটা কাজ করে করে এত শক্ত হয়েছে, সেই বিস্ময়েই।

'রানা, মাসুদ রানা,' বলল রানা। চেহারা দেখে মনেই হয় না মেয়েটা জীবনে কখনও কোন কাজ করেছে। 'বিজনেস ম্যান।'

'আপনার অনেক ঝামেলা বাড়ালাম বলে আমি দুঃখিত,' কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল মোনা।

'ও কিছু না, আমি সময় মত পৌঁছেছিলাম তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো ঠিকই আছে—কোথায় থাকো তুমি?'

'অ্যাভেনিদা আনদেনেস হোটেলে—জেটির খুব কাছে—ওই জেটি থেকেই ফরমেনতেরার জাহাজ ছাড়ে।'

'কি আশ্চর্য! আমিও তো ওই হোটেলেই উঠেছিলাম আজ। আমার পরিচিত এক বন্ধু কিছুতেই থাকতে দিল না ওখানে—নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল জোর করে।'

'তাই আপনার চেহারাটা পরিচিত মনে হচ্ছিল আমার কাছে। আজ সকালে আপনাকে দেখেছি আমি হোটেলে।'

'যাক সে কথা,' বাস্তবে ফিরে এল রানা, 'আমি আমার এক বান্ধবীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। ওখানে তোমার কিছু জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করা যাবে—কিন্তু তারপর? হোটেলে না পুলিস?'

'হোটেল।' কোন সন্দেহের অবকাশ না রেখেই বলল মোনা।

'কেন? যেমন অবস্থায় ওদের ফেলে এসেছি আমরা, তাতে জলদি পুলিসে খবর দিলে ওদের সহজেই ধরা সম্ভব হবে,' বলল রানা।

'না, আমার বিশ্বাস ওদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা বাইরে থেকে দেখে যেমন মনে হয় ঠিক তেমন নয়।'

রানার মনে হলো ও যেন আরও কি বলতে চায়। কিন্তু এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলার বোঝা আছে রানার কাঁধে, তাই আর কথা না বাড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এটা তোমার ব্যাপার, আমি নাক গলাতে চাই না। চলো যাওয়া যাক।'

জীপের দরজা খুলে রানা লক্ষ করল মোনা এখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমুদ্রের কাছে টিলার ধারে।

'আমার খারাপ কোন উদ্দেশ্য থাকলে আগেই তার আভাস পাওয়া যেত!'

দ্বিধান্বিত অবস্থায় মেয়েটাকে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন যেন খারাপ লাগল রানার। অবাধ্য বাচ্চার মত ঠায় দাঁড়িয়েই রইল মেয়েটা, এক চুল নড়ল না।

বাজে কিছু বলতে গিয়েও মুখ সামলে নিল রানা। এক রাতের জন্য যথেষ্ট ঝড় গেছে মেয়েটার ওপর দিয়ে। এগিয়ে গেল ওর কাছে। দুই বাহুমূল শক্ত করে ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'জানি তোমার একটা ভয়ানক ফাঁড়া কেটেছে আজ। কিন্তু আবার মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে তোমার। যত শীঘ্রি পারো ততই মঙ্গল। আমার বান্ধবীর বাড়ি এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে—তার নাম দিলারা ফ্রেজার।'

'বিখ্যাত স্প্যানিশ রেস ড্রাইভারের স্ত্রী?'

'হ্যাঁ, বছর তিনেক আগে ফ্রেঞ্চ গ্রাঁপ্রিতে একটা দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় সে।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মোনা। ম্যাকিনটশের ভিতর থেকে হাত বের করে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'আবার ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। এবার বুঝেছি আপনি ভয়ঙ্কর হলেও ভাল মানুষ।'

গাড়িতে উঠে রওনা হলো ওরা রানীর ভিলার উদ্দেশে।

রানীর ভিলাটা নেহাতই ইবিযীয়। স্পেনে একে বলা হয় ফিঙ্কা। কিন্তু রানীর ভিলাটা একটু বড় ধরনের—এই যা তফাৎ। গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদোপম 'রোজ ভিলা'। অনেক এলাকা নিয়ে তৈরি এই প্রাসাদ। রাজকীয় খিলান, গ্রিল বসানো জানালা—ধবধবে সাদা দেয়াল, এত সাদা যে রোদের আলোয় এর দিকে চেয়ে থাকা সত্যিই কষ্টসাধ্য হবে। বেশ উঁচু একটা দেয়াল দিয়ে পুরো জায়গাটা ঘেরা।

বেল বাজাতেই পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকতে দিল বটে কিন্তু সন্দিগ্ধ চোখে বারবার মোনার ম্যাকিনটশকে দেখল। তারপর ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল রানীকে খবর দিতে।

ঘরে ঢুকেই মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল দিলারা দুররানী, তারপর ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে।

'ইশ, কতদিন পরে আবার দেখা হলো! কি সৌভাগ্য আমার, কেমন আছ—কোথায় উঠেছ?' খুশির আতিশয্যে এক সঙ্গে অনেক কটা প্রশ্ন করল রানী। তারপর বলল, 'হোটেল-ফোটেল চলবে না, লোক পাঠাচ্ছি এক্ষুণি তোমার মালপত্র নিয়ে···' হঠাৎ জড়সড় হয়ে বসে থাকা মোনার দিকে নজর গেল রানীর। 'কই, পরিচয় করিয়ে দেবে না?' অনুযোগ করল সে।

'পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ পেলাম কই? সব কথা তো তুমি একাই বললে এতক্ষণ।'

সলজ্জ হাসি হেসে পাশের সোফায় বসল রানী।

সংক্ষেপে পুরো ঘটনা বলল রানা। মোনাকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল রানী ওর ব্যবস্থা করতে।

রানীর বসার ঘরটা খুবই সুন্দর। প্রাচীন মূরিশ ছাঁদে তৈরি। মেঝেতে কালো আর সাদা সিরামিক টাইল। দেয়ালগুলো সাদা আর ঘরের ওপরটা নীল। ফায়ারপ্লেসে বড় কাঠের গুঁড়ির আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। রানার সামনে টেবিলে হুইস্কি। একটু আগে বিশাল দানব লুইস এসে দিয়ে গেছে। লুইস একাধারে রানীর বডিগার্ড, শোফার আর বারটেন্ডার। ওর হাতের পেশী দেখলেই বোঝা যায় কী অসম্ভব শক্তি ধরে লোকটা।

ঘর আলো করে রানী ঢুকল—পিছনে মোনা। সত্যি এতটুকু বদলায়নি রানী। ঠিক সেই আগের মতই রয়েছে। বরং বয়সের পরিপূর্ণতায় এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

শাড়ি পরেছে মোনা। সম্ভবত এই প্রথম—একটু কেমন আড়ষ্ট ভাবে হাঁটছে। মাথায় আবার ঘোমটাও দিয়েছে! সাদা চামড়ার মানুষ শাড়ি পরলে কেমন যেন বেমানান লাগে—কিন্তু মোনাকে বেশ মানিয়েছে শাড়িতে।

'বেশ মানিয়েছে না ওকে শাড়িতে?' প্রশ্ন করল রানী।

'হ্যাঁ, চমৎকার,' বলল রানা।

কুণ্ঠিত ভাবে সোফায় বসল মোনা।

'হিপ্পীরা এই কাজ করেছে? ব্যাটাদের বেত মেরে এখান থেকে বিদায় করা উচিত।' রোষের সঙ্গে বলল রানী।

'লুইস থাকতে তোমার ভয় কি?'

'লুইস থাকলেই বা কি—এরা এমন ভয়ঙ্কর যে কোন নাগরিকের পক্ষেই নিরাপদ বোধ করা অসম্ভব।'

মোনাকে উসখুস করতে দেখে রানা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বেচারীর কঠিন একটা দিন গেছে—ওকে হোটেলে পৌঁছে দিই, কাল আবার আসব।'

এত জলদি রানাকে যেতে দেয়ার ইচ্ছে ছিল না রানীর—কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা মেনে নিতে হলো তাকে।

'আগামী কালই আমি এই পোশাক ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করব।' উঠে দাঁড়িয়ে রানীকে বলল মোনা।

'কোন ভাবনার কারণ নেই—তোমার শাড়ি পরার এত শখ, ওটা আমি তোমায় উপহার দিলাম। ফেরত দেয়ার দরকার নেই।'

'ধন্যবাদ। রানার যোগ্য বান্ধবী বটে রানী।'

মিষ্টি করে একটু হাসল রানী। 'রানাকে কতটুকু জেনেছ বা চিনেছ জানি না—তবে আমার বিশ্বাস ওকে পুরোটা চিনতে সারা জীবন লাগবে মানুষের। আর তার পরেও কেউ কোনদিন পুরোপুরি পাবে না ওকে।' শেষের কথাগুলো বলার সময়ে কেমন যেন ছলছলিয়ে উঠল রানীর চোখ। একান্তভাবেই সে চেয়েছিল রানাকে এক সময়। ধরা দেয়নি মানুষটা। তেহরানে বিদায় নেবার পর আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে ওদের, কিন্তু রানী জানে, বাঁধা পড়ার জন্যে জন্ম হয়নি রানার। মুক্ত বিহঙ্গ ও, ধরা ছোঁয়ার বাইরে—কল্পনার মানুষ।

চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে রানা। মোনাও চুপচাপ উদাস নেত্রে বাইরে চেয়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রানা জিজ্ঞেস করল, 'এত রাতে একা এমন নির্জন জায়গায় কি করছিলে?'

'ওখানে একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল আমার।'

'সে আসেনি?'

'না। ওরা তিনজন অপেক্ষা করছিল।'

শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। এভেনিদা ডি ইসপানার পথ ধরল রানা। রাত হলেও স্পেনের মত দেশের জন্যে এটা কিছুই না। প্রচুর বার এখনও খোলা। হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল রানা। দুজনেই নামল।

হাত বাড়িয়ে দিল মোনা, 'কি বলব? আকণ্ঠ ঋণী রইলাম আমি আপনার কাছে।'

'অন্তত আমার কৌতূহলটা মেটাতে পারতে তুমি।'

বেশ অনেকক্ষণ ভেবে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল সে, 'হ্যাঁ। একটা কৈফিয়ত অবশ্যই আপনার পাওনা হয়েছে! ইগলেসিয়া ডি জিযাস চেনেন?'

'হ্যাঁ, দ্বীপের সবচেয়ে সুন্দর চার্চ।'

'কাল সকালে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?'

'না পারার কোন কারণ দেখি না।'

'তাহলে সেই কথাই রইল—সকাল দশটায়।'

'ঠিক আছে। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় গিয়ে হাজির হব আমি।'

রানার হাতটা অল্পক্ষণের জন্যে ধরে বলল, 'ধন্যবাদ, প্রিয় বন্ধু।' তারপর মুখ তুলে রানার গালে আলতো করে একটা চুমু দিয়ে হোটেলে ঢুকে গেল মোনা।

রানার মাথায় মেয়েটার কথাই ঘুরপাক খেতে লাগল। কি যেন একটা

রহস্য আছে মেয়েটার মাঝে। বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। আসলে, শরীরের কোথাও চুলকাচ্ছে কিন্তু হাত যাচ্ছে না বলে চুলকাতে না পারলে যেমন অসহ্য লাগে—এটাও অনেকটা তেমনি। রানা বুঝতে পারছে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু ব্যাপার কি জানতে ইচ্ছে করছে খুব। মেয়েটা সত্যি অদ্ভুত।

ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল রানা। একটা ফোর্ড ট্রাক প্রচণ্ড শব্দে আসছিল, হঠাৎ দুই চাকার ওপর বাঁক ঘুরে সোজা রানার দিকে ছুটে এল।

একলাফে ফুটপাথ পেরিয়ে একটা তিনফুট উঁচু বারান্দায় উঠে পড়ল রানা। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল সে এ যাত্রা। চাকা দুটো নেমে গেল ফুটপাথ থেকে রাস্তায়। লক্ষ করেছে রানা, লাল শার্ট পরা ড্রাইভার ঝাঁকড়া-চুলো মাথা বের করে পাগলের মত হাসছিল। মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রাকটা।

পিছু নিল না রানা। ভাল ঝামেলাতেই জড়ানো গেছে তো!—ভাবল সে। তবে আজ আর না। এক রাতের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে। পরে আবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ডিজোলায় একটা বীচ্ বারে ঢুকে ডাবল ব্র্যান্ডি খেল রানা। স্থানীয় জিনিস—গলা দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নামল। জনের বাঙলোয় ফিরে দেখল জানালা দিয়ে লাইট দেখা যাচ্ছে। দরজা খোলা। হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে আছে জন। হেরোইন আর স্প্যানিশ ব্র্যান্ডি। এই রেটে চলতে থাকলে আর কতদিন টিকবে—ভাবল রানা। কম্বল দিয়ে ওকে ঢেকে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল দরজার সঙ্গে ছুরি দিয়ে গাঁথা কাগজটা। লেখা, 'অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর শাস্তি হিসেবে মেরী অ্যান ডুবিয়ে দিয়ে গেলাম। আবার পেছনে লাগলে ডুববে তুমি।'

ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল রানা—মেরী অ্যান অদৃশ্য হয়েছে!

তিন

ইগলেসিয়া ডি জিযাস ইবিযা শহর থেকে গাড়িতে মাত্র দশ মিনিটের পথ। চার্চের আশপাশে বিস্তীর্ণ উর্বর চাষের জমি। প্রত্যেক টুকরো জমির পাশ দিয়েই ছোট ছোট সেচের নালা গেছে। সাদা চুনকাম করা খামার ঘরগুলো দৃশ্যের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়েছে। লেবুর কুঞ্জ আর গমের মাঠ চারদিকে। মাঝে মাঝে পান গাছও রয়েছে। মূর স্থাপত্য শিল্পের ছাপ প্রত্যেকটা বাড়িতে। এই দৃশ্য দেখে এটাকে উত্তর আফ্রিকা বলে ভ্রম হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মাঝখানে মস্ত উঁচু ধবধবে সাদা চার্চটা শোভা পাচ্ছে। খুব সহজ সরল ছাঁদে তৈরি, অথচ খুবই সুন্দর।

চার্চের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। মনে হলো যেন ঠাণ্ডা পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে সে। নীরবতা এতই প্রচণ্ড যে ভিতরে নড়াচড়া করতেও দ্বিধা হয়।

ধূপের গন্ধ বাতাসে। বেদির ওপর মোমের শিখাগুলো কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। কেউ নেই। মেয়েটা হয়তো আসবেই না।

না, চার্চের মধ্যে রানা একা নয়—লক্ষ করল একজন নান্ হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে। মোনা এলিসনের ওপর রাগ হলো ওর।

ফিরবার জন্যে পা বাড়াতেই পাশ থেকে পরিচিত নরম গলায় কেউ ডাকল, 'মিস্টার রানা।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। বিস্ময়ে মুখ দিয়ে কথা সরছে না তার। ধবধবে সাদা নানের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে মোনা এলিসন!

নিজের চোখকে প্রথমে বিশ্বাস করতে না পারলেও রানা বুঝল এটাই সত্যি। হতেই হবে—এই কারণেই মোনার চুল এত ছোট করে ছাঁটা। ধপ করে বসে পড়ল সে কাছের বেঞ্চটায়।

'আমাকে এই পোশাকে দেখে খুব অবাক হয়েছেন, না?'

'শুধু অবাক বললে কম বলা হবে,' জবাব দিল রানা।

'ঘটনাচক্র খুবই অস্বাভাবিক ছিল অস্বীকার করার উপায় নেই।' পাশের বেঞ্চের ওপর বসল মোনা। হাত দুটো ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখা। মুখ তুলে চাইল সে রেরিডস পেইন্টিংগুলোর দিকে। 'আমি ভাবতেই পারিনি এটা এত সুন্দর! মনকে আকুল করে দেয়। সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে—বিশেষ করে ভার্জিন মেরীর জীবনের দৃশ্যগুলো অপূর্ব।'

'ওসব কথা থাক—এখন প্রথম প্রশ্ন, আমি তোমাকে কি বলে ডাকব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি এখনও মোনা এলিসনই আছি। আমাকে সিস্টার মোনাও ডাকতে পারেন, আবার শুধু মোনাতেও আমার আপত্তি নেই। ছুটিতে এখানে এসেছি।'

'ছুটি!' অবাক হলো রানা। 'সেটা কি একটু অস্বাভাবিক হলো না?'

'বিশেষ পরিস্থিতিতে ছুটি দেয়া হয়,' জবাব দিল মোনা।

'আচ্ছা গতকালও কি তুমি এই পোশাকেই ছিলে যখন ওরা হামলা করে?'

'হ্যাঁ, এই পোশাকেই ছিলাম আমি।'

রেগে গেল রানা। 'যারা একজন নানের ওপর...' থেমে গেল রানা। তারপর বলল, 'তুমি পুলিসের কাছে যেতে অসম্মতি জানালে—এটা কেমন ব্যাপার হলো? কি কারণ?'

হঠাৎ উঠে বেদির কাছে রেলিং ধরে দাঁড়াল মোনা।

রানা বলল, 'সেই লাল শার্ট পরা ছোকরা গতরাতে আমাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করেছিল, তুমি হোটেলে ঢুকে যেতেই। ডিজোলায় বাঙলোতে ফিরে একটা ছোট্ট নোট পেলাম, তাতে অন্যের ব্যাপারে নাক

গলাতে বারণ করা হয়েছে আমাকে।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মোনা, 'নোটটা কার কাছ থেকে এসেছে?' উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

'ওই লাল শার্ট আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গই হবে নিশ্চয়ই। শুধু তাই না আমি যার ওখানে উঠেছি তার বোটটা ডুবিয়ে দিয়ে ওরা ওকে সর্বস্বান্ত করেছে।'

রানার কথায় স্পষ্ট ভীতির ছাপ ফুটে উঠল মুনার মুখে। ফিরে আবার রেলিং খামচে ধরল সে। জোরে চেপে ধরায় আঙুলের গাঁটগুলো সাদা হয়ে গেছে।

কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরাল ওকে রানা। 'ওই বোট ভাড়া খাটিয়েই কোনমতে জীবন ধারণ করছিল জন ম্যাকেনরো। কাল রাতের একটা ঘটনার সূত্র ধরে এত কিছু ঘটল। কিন্তু কেন—সেটা জানার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে?'

শান্তভাবে মুখ তুলে চাইল মোনা। মাথা ঝাঁকাল সে, 'ঠিক। সে অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে। নিরিবিলি কথা বলা যায় এমন কোন জায়গা জানা আছে আপনার?'

টালামাস্কার রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়ে গরুর গাড়ির রাস্তা ধরে দু' মাইল গিয়ে ওরা পৌঁছল একটা পুরানো পরিত্যক্ত ফার্মহাউসে, সামনে সারি সারি জলপাই গাছ। ডান পাশে সমুদ্র—পাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে।

একটা নিচু পাথরের দেয়ালের ওপর বসেছে মোনা। জলপাই বাগানের সীমা নির্দেশ করছে ওই দেয়াল। রানা সামনে মাটিতে বসে একটা সিগারেট ধরাল। আশপাশে কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই।

দিনটা খুব সুন্দর। একটা চিল ডানা দুটো একটু গুটিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে ছোঁ মেরে নামছে সমুদ্রের পানিতে।

'আচ্ছা, সত্যিই কি জন সর্বস্ব হারিয়েছে?'

'একরকম তাই বলা যায়,' জবাব দিল রানা। 'বোটটা ইনশিওর করা ছিল না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মোনা, 'আমিও জানি সর্বস্ব খোয়ানোর কষ্ট।'

'কিন্তু তাতে জনের কোন উপকার হচ্ছে না।'

ঝট করে তাকাল মোনা রানার দিকে। এই প্রথমবারের মত তার মুখে রাগের আভাস দেখল রানা। কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিল মেয়েটা।

'পুরো ব্যাপারটা শুনলে বুঝবেন।'

'এই ঘটনার সঙ্গে তোমার কাহিনীর কোন যোগ আছে?'

'পুরোপুরি,' একটা লম্বা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে নখ দিয়ে কুটি কুটি করতে করতে বলল, 'আমার জন্ম আলজিরিয়ায়। আমার বাবা ফ্রেঞ্চ, মা বেদু। আমার বাবা খুব বড়লোক ছিলেন। বিরাট বিষয়-সম্পত্তি ছিল বাবার। দুটো আঙুরের বাগান ছিল, আর ছিল জুয়েলারী ব্যবসা। ১৯৬২ সালে দ্যগল যখন

আলজিরিয়াকে স্বাধীনতা দিল তখন আমরা ওখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু ১৯৬৫ সালে পরিস্থিতির অবনতি ঘটল। বিদেশী যারা ছিল তাদের সবার জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। বেশির ভাগ ফরাসীই আলজিরিয়া ছেড়ে চলে গেছে। মা মারা যাবার পর বাবা ঠিক করলেন, আমাদেরও যাবার সময় এসেছে।'

'তোমার বয়স তখন কত?' প্রশ্ন করল রানা।

'চোদ্দ। গোপনে দেশ ছেড়ে যাবার ব্যবস্থা করা হলো। কারণ আলজিরিয়ার সরকার জানতে পারলে কোন মূল্যবান জিনিস নিয়ে কিছুতেই দেশের বাইরে যেতে দেবে না। সোনা আর রুপার বার তৈরি করানো হলো।'

'কত টাকা দাম হবে আন্দাজ?'

'আন্দাজ করা মুশকিল। তবে সব সোনা-রুপার দাম কম করে হলেও এক মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং হবে। আরও কিছু জিনিস আছে, সেগুলো অমূল্য।'

'কি রকম?'

'ভার্জিন মেরীর একটা মূর্তি আছে রুপো পিটিয়ে তৈরি—আমাদের এলাকায় "তিনি বেনুর মেরী মাতা" বলে পরিচিত। এটা বানিয়েছিল আসলে দামেস্কাসের বিখ্যাত সারাসেন রৌপ্যকার ওমর খালিফ। একাদশ শতাব্দীতে তৈরি।'

'এত টাকা নিয়ে সরে পড়লে তোমরা আলজিরিয়া থেকে?'

'না, সেটাই তো আসল কথা—ওগুলো এখনও সেখানেই আছে।'

'বাবা যাকে পাইলট হিসেবে ঠিক করেছিলেন তার নাম র‍্যালফ ওকোলো। দক্ষিণ আফ্রিকান। রাতের অন্ধকারে ফ্রান্স থেকে রওনা হয়ে মাত্র চারশো ফুট ওপর দিয়ে ফ্লাই করে এসে পৌঁছায় সে তিজি বেনুতে। রাডার এড়াবার জন্যেই নাকি এই ব্যবস্থা।' মাথা নাড়ল মোনা—কেমন একটা বিষাদের ছায়া তার সারা মুখে। 'এমন প্রাণবন্ত ছিল কালো দাড়িওয়ালা বিশাল লোকটা—সর্বক্ষণ হাসি লেগেই থাকত ওর মুখে। শোল্ডার হোলস্টারে একটা পিস্তল রাখত সে। আমার মনে হয় ওর মত রোমান্টিক লোক আর জীবনে দেখিনি আমি।'

'কি প্লেন ছিল ওটা?'

'হিরন বা এইরকম কি নাম।'

'হ্যাঁ, তাই। চার ইঞ্জিন—ইংল্যান্ডের রানীকে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছানোর জন্যে কয়েক বছর আগেও এই প্লেন ব্যবহার করা হত। তা যাত্রী কে কে ছিল?'

'আমার বাবা, আমি আর রুবেন, আমাদের আঙুর বাগানের দেখাশোনা করত সে। আলজিরীয়।'

'রুবেন কেন?'

'অনেক বছর কাজ করেছে সে বাবার কাছে। খ্রিস্টান। বাবার খুব ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়পাত্র ছিল সে। আলজিরিয়ায় থাকার চেয়ে আমাদের সঙ্গে আসাই সে ভাল মনে করেছে—বাবাও না করেননি। আরও লোকের আসার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের তাড়াহুড়ো করে রওনা হতে হয়েছিল বলে ওরা কেউ আসতে পারেনি।'

'কেন? কি হয়েছিল যে তাড়াহুড়ো করে পালাতে হলো?'

'ঠিক জানি না। কেমন করে যেন স্থানীয় কমান্ডার—মেজর আবু তালেব জেনে যায়। বাবার সঙ্গে তার কোন সময়েই ভাল সম্পর্ক ছিল না। তার মা ছিল ফ্রেঞ্চ—কিন্তু কেন জানি ফ্রান্সকে দেখতে পারত না সে।'

'তারপর?'

'মেজর তালেব যখন আমাদের গ্রেপ্তার করতে আসে তখন আমাদের প্লেন মাত্র আকাশে উড়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই এয়ার ফোর্সকে খবর দেয়া হয়।'

'এয়ার ফোর্স তোমাদের বাধা দিল?'

'হ্যাঁ। আলজিরিয়ার উপকূলে কেপ জিনেটের কাছে। কুফ্‌রা মার্শের নাম শুনেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। শুনেছে।

'র‍্যালফ ওকোলো কোনমতে একটা ল্যাগুনে ক্র্যাশ ল্যান্ড করে। ওই ক্র্যাশেই সে আর আমার বাবা মারা যায়। প্লেনটা তলিয়ে যায় পানির তলায়। রুবেন আমাকে কোনমতে প্লেন থেকে বের করে কাছেই জারা নামে একটা জেলে গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে কিছু দিন থাকার পর একটু সুস্থ হলে রুবেন আমাকে ফ্রান্সে নিয়ে গ্রীনোবলের লিটল সিস্টারদের হাতে তুলে দেয়।'

'তুমি কি কাউকে বলেছ এসব কথা?' জানতে চাইল রানা।

'সিস্টারদের বলেছি—কিন্তু করার কিছুই ছিল না। আলজিরিয়ানদের কাছে আমরা সবাই মৃত।'

'পরে কি হলো?'

'চার্চ কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রভাব খাটিয়ে রুবেনকে মার্সেই শহরে একটা কাজ জোগাড় করে দিলেন। আমি ওঁদের সঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলাম। এই সময়েই আমি ঈশ্বরের ডাক শুনতে পাই। আমার নার্সিং ট্রেনিং শেষ হতেই আমাকে ঢাকায় পাঠানো হয়।'

'ঢাকায় কোথায়?' প্রশ্ন করলেও মুখে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করল না রানা।

'কেন, ঢাকা চেনেন আপনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল মোনা।

'শুধু ঢাকা কেন, পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি শহর আমার ভাল করে চেনা আছে—ঘোরা-ফেরাই আমার কাজ।'

'বুড়ীগঙ্গা নদীর অন্যপারে। চারটে ছোট গ্রাম পেরিয়ে।'

'কোথায়? খেজুরবাগে?'

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল মোনার চোখ। বলল, 'মিথ্যা বড়াই আপনি করেননি সেটা বেশ বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, খেজুরবাগেই ছোট্ট একটা আশ্রম আর হাসপাতাল করেছিলাম আমরা।'

'সবই বুঝলাম—খুবই চমকপ্রদ ঘটনা, কিন্তু গতরাতের ঘটনার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?'

'খুবই সহজ। ওরা আবু তালেবের পক্ষে কাজ করছে। তালেব এখন সিকিউরিটি পুলিসের কর্নেল। আমি খোঁজ নিয়েছি।'

'কিন্তু কর্নেল আবু তালেব আবার এর মধ্যে এল কি করে?'

'তিন সপ্তাহ আগে রুবেন এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। মাস দেড়েক আগে মার্সেই ডকে কাজ করার সময়ে আলজিরিয়ান মার্চেন্ট নেভীর একজন অফিসার চিনতে পারে রুবেনকে। একদিন সে বাড়ি ফিরে দেখে আবু তালেব অপেক্ষা করছে তার জন্যে। রুবেনকে প্রস্তাব দেয় সে, যদি আলজিরিয়ায় ফিরে প্লেনটা কোথায় ডুবেছে দেখিয়ে দেয় তবে তারা তাকে সম্পদের দশ পারসেন্ট আর একটা সরকারী চাকুরি দেবে।'

'রুবেন কি করল?'

'রাজি হওয়ার ভান করে তালেবের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল।' হাত দুটো উঁচু করল মোনা, সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ একটা অপূর্ব সুন্দর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর মুখ। 'কি করে বোঝাব আপনাকে—এটা একটা ইঙ্গিত, ঈশ্বরের তরফ থেকে, মানে···এটাই হবার ছিল।'

'ঠিক বুঝলাম না তুমি কি বলতে চাইছ।'

'আমাদের ঢাকার আশ্রম-হাসপাতাল খান সেনারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। এখন আমাদের সাহায্য করার জন্যে লোক আছে, নেই শুধু টাকা।'

এতক্ষণে বুঝল রানা। 'অর্থাৎ এখন তাড়াতাড়ি টাকা হাতে পাওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে, রাতের অন্ধকারে গিয়ে কুফরা মার্শ থেকে ওগুলো উদ্ধার করা।'

'ঠিক ধরেছেন,' চকচক করে উঠল মোনার চোখ, 'মারা যাওয়ার আগে ব্যালফ আমাকে প্লেনের সঠিক অবস্থান বলেছিল—আজও তা আমার মনে আছে।'

'এই ব্যাপারে তোমাদের সিস্টার্স অভ পিটির মতামত কি?'

'তারা কিছুই জানে না। রুবেন সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। আমরা ঠিক করেছি ইবিযাই সবচেয়ে ভাল ঘাঁটি হবে আমাদের কাজের জন্যে। এখান থেকে কেপ জিনেট মাত্র দুশো মাইল। আমার এক দূর সম্পর্কের ফুফুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছি আমি—রুবেন আমার আগেই রওনা হয়েছে একটা বোটের ব্যবস্থা করার জন্যে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে—নাকি গাঁজা-টাঁজা খেয়েছ?' মৃদু হেসে

জিজ্ঞেস করল রানা।

'মোটেও না। রুবেনের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। বোট জোগাড় হয়ে গেছে। চালকের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। আমার জন্যে হোটেল রুমও বুক করে রেখেছিল সে। ঠিক সময়মত পৌঁচেছি আমি ইবিযায়।'

'তুমি কি সত্যি সত্যিই যাচ্ছ ওর সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই।' নিঃসংশয়ে জবাব দিল মোনা।

কেমন যেন অসহায় বোধ করছে রানা—মেয়েটার জন্যে মায়াও হচ্ছে। কি রকম একরোখা, ডানপিটে, নিষ্ঠাবতী মেয়ে রে, বাবা! আর এতসব করতে চলেছে সে রানারই দেশে স্কুল-হাসপাতাল করে নিঃস্বার্থভাবে বাংলাদেশের জনগণের সেবা করবে বলে!

'লাল শার্ট আর তার বন্ধুদের ব্যাপারটা কি?'

'রুবেনের কাছ থেকে একটা নোট পাই আমি গতকাল হোটেলে। নয়টার সময়ে লা গ্রান্দি মিলে তার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছিল সেই নোটে। হাতের লেখা রুবেনেরই, তাই আমিও সন্দেহ না করে নয়টায় হাজির হয়েছিলাম ওখানে।'

'আর হাজির হয়েই পড়লে হারামীদের খপ্পরে।'

রানাকে অবাক করে দিয়ে মোনা বলল, 'ওদের ব্যবহারের জন্যে ওরা দায়ী ছিল না। ড্রাগের ঘোরে ছিল যে ওরা।'

চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠল রানা, বলল, 'একটু পরেই হয়তো বলে বসবে, বেচারীদের আমি খুব জোরে মারায় আমার পাপ হয়েছে, আমি নেশাগ্রস্ত ছিলাম না যে! নরক বাস অনিবার্য।'

'মিছে রাগ করছেন আপনি—ক্ষমার মধ্যেই শান্তি।'

'কিন্তু জন ম্যাকেনরো কোনদিন লাল শার্টকে ক্ষমা করতে পারবে? যাক সে কথা, তুমি কি করে জানলে যে ওরা স্রেফ আনন্দ করার জন্যেই ওটা করেনি?'

'ওদের মধ্যে তর্ক হচ্ছিল, লাল শার্টের লোকটা বলছিল আমাকে অক্ষত রাখতে হবে আবু তালেবের জন্যে।'

'আর রুবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোন খবর নেই তার—আমাকে কোন ঠিকানাও সে দেয়নি, বলেছিল হোটেলের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে সে।'

তার মানে, লিঙ্কটা গেল হারিয়ে—ভাবল রানা। বোঝা যাচ্ছে, খারাপ কিছু ঘটেছে রুবেনের ভাগ্যে। গোটা ব্যাপারটা অনিশ্চয়তার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে এখন।

'তাহলে এখন কি করবে বলে ঠিক করেছ?'

'জানি না—এখন রুবেনকে খুঁজে বের করাই হয়তো আমার প্রথম কাজ।' একটু ইতস্তত করে চট করে রানার মুখের-ভাবটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'জানি, ইতিমধ্যেই আপনার আর আপনার বন্ধুর অনেক ক্ষতির কারণ

হয়েছি আমি—কিন্তু দেখছেন তো কিরকম একটা অসহায় অবস্থায় পড়েছি আমি? ভাবছিলাম আপনি কি আর একটু উপকার করতে পারেন না আমার?'

'কুফরা মার্শে যেতে বলছ তোমার সঙ্গে?' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল রানা।

'না, না, এতটা আশা করছি না আমি—রুবেনকে খুঁজে বের করতে যদি আপনি একটু সাহায্য করেন, বড় উপকার হয়। বুঝতেই তো পারছেন এই বেশে ইবিযার সব জায়গায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ভুরু কুঁচকে ভাবল রানা কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'ঠিক আছে মোনা, ইবিযায় বেশি আলজিরিয়ান নেই—রুবেনকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে না—আমি সে ভার নিলাম। তবে আমার বিশ্বাস তাকে খুঁজে বের করলেও কি অবস্থায় তাকে পাওয়া যাবে বলা কঠিন। সুতরাং সব রকম পরিণতির জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে তোমার।'

'আপনি বড় নিষ্ঠুর মানুষ—এমন কথা বলে কেউ?'

'দুনিয়াময় প্রচুর ঘুরেছি আমি, অনেক দেখেছি। এখনও মোটামুটি বুঝি কি ঘটলে কি বুঝতে হবে।'

রানা চাইল মোনার দিকে। সাদা মস্তকাবরণের নিচে মিষ্টি শুচি সুন্দর একটা শিশু সুলভ পবিত্র মুখ। কেন যেন কলজেটা মোচড় দিয়ে উঠল তার। সে কেন পারে না অমন হতে, পারে না মানুষকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে? আগে তো পারত! রানার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। উঠে দাঁড়াল সে, 'চলো ফেরা যাক।' হাত ধরে মোনাকে উঠতে সাহায্য করল রানা।

হোটেলটা মোটামুটি ভালই বলা চলে। সস্তা হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ট্যুরিস্ট আকর্ষণ করে ওদের কাছ থেকে দেদার পয়সা কামায় যে-সব হোটেল এটা ঠিক সেই দলে পড়ে না। বেশ নিরিবিলি। ছেলে ভোলানোর চেষ্টা নেই এখানে। ভেবেচিন্তেই রুবেন এই হোটেলটা বুক করেছে মোনার জন্যে। রানাও একই কারণে উঠেছিল এখানে। ডেস্কে কেউ নেই—টেবিলে রাখা কাঁসার ঘণ্টাটা বাজাল রানা। অ্যাটেনডেন্টের বদলে মোনাই বেরিয়ে এল লাউঞ্জে। ওখানেই বসল ওরা তিনটে সোফা সেটের একটায়।

ফিসফিস করে বলল মোনা, 'আজ সকালে রুবেনের খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু বেশি দূর এগুতে পারিনি। হোটেলের মালিক স্প্যানিশ ছাড়া আর কোন ভাষাই বলতে পারে না। মাত্র ডজন খানেক ইংরেজী আর আধ-ডজন ফরাসী শব্দ জানা আছে ওর।'

ঠিক এই সময়ে পিছন দিকের একটা দরজা খুলে মোটাসোটা এক লোক ঢুকল—পরনে নীল অ্যাপ্রন স্ট্র হ্যাট আর ট্রাউজার্স। হাতে খুরপি। দেখেই বোঝা গেল ভদ্রলোক বাগানের কাজে ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ।

ঢুকেই সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নামিয়ে নিল লোকটা। রানা বুঝল, এটা মোনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। একটু বিব্রত হাসি হাসল মোটা।

ভাষাগত অসুবিধা যে কত অস্বস্তিকর সেটা মুহূর্তেই বুঝতে পারল রানা ওর হাসি থেকে।

'আহ্, সিনর,' স্প্যানিশে বলল রানা, 'আপনি একটু সাহায্য করলে আমরা বড় উপকৃত হই।'

পরিষ্কার দেখল রানা ওর মুখ থেকে মেঘের ছায়া কেটে গেল রানাকে স্প্যানিশে কথা বলতে দেখে।

বিগলিত মালিক জবাব দিল, 'বলুন কি করতে পারি, স্যার?'

'সিস্টার মোনা তাঁর এক বন্ধুর খবর পাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব। ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছেন উনি। সেই বন্ধু, মানে, রুবেনই সিস্টারের জন্যে এখানে রুম বুক করেছিল।'

'কিন্তু কি বলব—আমার কাছে কোন ঠিকানা দেয়নি সে।' জবাব দিল হোটেল মালিক।

মোনার দিকে চেয়ে বলল রানা, 'কোন সুবিধে হলো না—ওর কাছেও রুবেনের ঠিকানা নেই।'

মালিক বলে উঠল, 'তবে অনেকবারই আমি দেখেছি তাকে।'

'কোথায়?' যেন ডুবতে বসে একটা খড় খুঁজে পেয়েছে রানা।

'পোপোর হোটেলে—সামনের ওই বাঁধটার কাছে, চেনেন আপনি জায়গাটা?'

'হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ,' বলল রানা।

হোটেলের ঠাণ্ডা পরিবেশ থেকে বাইরে গরমের মধ্যে বেরুল ওরা। বাইরে এসেই মোনা জিজ্ঞেস করল, 'জানা গেল কিছু?'

'বিশেষ কিছু না—কোন্ বারে রুবেন প্রায়ই যেত জানা গেছে। আমি যাচ্ছি ওখানে—দেখি কিছু হদিস মেলে কি না।'

'আমিও আসি?' অনেক প্রত্যাশা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল মোনা, কিন্তু একেবারে চুপসে গেল সে রানার জবাবে।

'না, ওখানে কেবল স্টিভেডর আর সেইলাররা যায়। ওরা তোমাকে এই পোশাকে দেখলে দৌড়ে কোন্‌দিকে পালাবে তার ঠিক পাবে না। ওখানে তোমার না যাওয়াই ভাল।'

মোনাকে একটা ক্যানোপির নিচে বসিয়ে একটা কফির অর্ডার দিয়ে অদৃশ্য হলো রানা মেয়েটা কোন যুক্তি তর্ক খাড়া করার আগেই।

মোনা তার দ্বিতীয় কাপ কফি খাচ্ছে, যখন রানা ফিরে এল। ওয়েটার মোনার দুই-তিন গজের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে অনেকক্ষণ যাবৎ। কারণ ইবিযাবাসীরা স্পেনের অন্যান্য সবার মতই দুর্বল হয়ে পড়ে ধর্মীয় কাউকে দেখলেই।

রানাকে দেখেই মোনা বলে উঠল, 'কি? কোন হদিস পাওয়া গেল?'

'কিছুটা।' একটা জিন অ্যান্ড টনিকের অর্ডার দিল রানা। 'পোপোই

একটা তিরিশ ফুট বোটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল রুবেনকে—একজন চালক জোগাড় করার চেষ্টাও সে-ই করেছিল।'

'আর রুবেন?' অধৈর্য হয়ে উঠছে মোনা।

'গত দুইদিন দেখেনি ওকে পোপো। তবে রুবেনের ঠিকানা দিয়েছে সে আমাকে। সস্তায় ওরই এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের বাসায় রুবেনের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সে। পুরানো ছোট্ট একটা ঘর আছে কোভা সান্তা পাহাড়ের কাছে—রুবেন ওটাই ভাড়া নিয়েছে।'

'কত দূরে?' মোনার আর তর সইছে না।

'এখান থেকে আধঘণ্টা লাগবে গাড়িতে,' জবাব দিল রানা। চেয়ার ঠেলে পেছনে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল মোনা। এক্ষুণি যাওয়া চাই তার। অগত্যা গ্লাসের বাকি জিন শেষ করে উঠল রানাও।

স্যান জোসে যাবার প্রধান পথ ধরে শহরের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তায় লোকজন নেই। স্থানীয় লোকজন একান্ত বাধ্য না হলে দুপুরের রোদে বাইরে বের হয় না।

এস ফিউমেরাল পার হওয়ার সময়ে প্রথম মুখ খুলল মোনা, 'ওই যে কোভা সান্তার কথা বললেন—ওটা কি? আরেকটা গ্রাম?'

'না,' মাথা নাড়াল রানা, 'ওগুলো কতগুলো গুহা—ট্যুরিস্টদের জন্যে একটা বড় আকর্ষণ। মৌসুম কালে বাস ভর্তি ট্যুরিস্ট আসে, ইলেকট্রিক বাতিতে স্ট্যালেকটাইট দেখে মুগ্ধ হয়। এরপরে তাদের ভোজে আমন্ত্রণ করা হয়। অবশ্য এর জন্যে মোটা টাকা ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে আগেই আদায় করা হয়। সুস্বাদু শুয়োরের রোস্ট আর প্রচুর সস্তা মদ দেওয়া হয় ওদের। এর পরে জাতীয় পোশাকে নাচ পরিবেশন করা হয়। ট্যুরিস্টদেরও যোগ দিতে দেয়া হয় ওই নাচে। গ্রাম্য জীবনের সহজ সরল আনন্দ উপভোগ করার এক অপূর্ব সুযোগ।'

মোনা ঘুরে তাকাল রানার দিকে, রানার চোখ রাস্তার ওপর।

'আপনি জীবনকে ঘৃণা করেন—নাকি কেবল মানুষকে?' প্রশ্ন করল মোনা। 'মানুষের প্রতি কেন আপনার এই অবিশ্বাস?'

'আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি—বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়। আর ঠকতে আমার ভাল লাগে না।' এই ধরনের কথাবার্তা রানার পছন্দ নয়। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল সে। গাড়ির এই গতিতে কথোপকথন এগোবে না আর।

কোভা সান্তার রাস্তা ধরে একমাইল এগিয়ে গেছে ওরা। পোপোর নির্দেশ অনুযায়ী রাস্তা ছেড়ে গরুর গাড়ির পথটা ধরে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করল রানা।

নিচের দিককার ঢালে একটা-দুটো ফার্ম। ছোট ছোট বাদাম গাছের সারি। গমের খেতও আছে—গমের চারাগুলো এখনও খুব ছোট। আরও ওপরে

উঠে এবড়োখেবড়ো জমি আর পাহাড়ের চূড়ার দেখা পাওয়া গেল। পথটা সরু আর বিপজ্জনক।

অনেকক্ষণ কেউই কথা বলেনি। হঠাৎ মোনা বলে উঠল 'আসলে ঠিক কিসের খোঁজ করছি আমরা?'

'একটা ভাঙাচোরা বাড়ি আর একটা পরিত্যক্ত মিল। এই কাঁচা রাস্তা ধরে এগুলে পোপোর কথা অনুযায়ী দু'মাইল পরে হাতের ডানদিকে পড়ার কথা।'

'তাহলে আমরা পৌঁছে গেছি।'

পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে সাদা কি ঝিলিক দিয়ে উঠল। গিয়ার বদলে নিচু গিয়ার দিল রানা। একচাক বিরাট পাথরের চাঁইয়ের পাশ দিয়ে ঘুরে ওপর দিকে উঠতে আরম্ভ করল ওরা। অন্য প্রান্ত গাছের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে শেষ হয়েছে। একটা ভাঙাচোরা পাথরের দেয়াল—একটা আর্চের নিচে দিয়ে ভিতরে ঢোকার পথ। ইবিযার প্রত্যেক ফার্মহাউসেরই বৈশিষ্ট্য এটা।

উঠানটা আগাছায় ভর্তি। একটা গরুর গাড়ি পড়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে—ওটার একটা চাকা নেই। অনেকগুলো পপি গাছ গজিয়েছে ওটার গায়ে। বাড়িটার চুনকাম দরকার—মিলটারও একই অবস্থা।

ইঞ্জিন বন্ধ করে অপেক্ষা করছে ওরা। রেডিয়েটার ফিলটার ক্যাপ থেকে বাষ্প বের হবার হিস্‌স্‌ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এত খাড়াভাবে ওপরে উঠতে পুরানো জীপের ইঞ্জিন যথেষ্ট গরম হয়েছে।

'এখানে থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বের হয়ে আসত রুবেন।' মন্তব্য করল রানা। তার আসতে না পারার খুবই স্বাভাবিক একটা কারণ সম্পর্কে কিছু বলল না সে ইচ্ছে করেই।

মুখটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে মোনার। স্পষ্ট বোঝা যায় কতখানি নিরাশ হয়েছে সে। চোখ দুটো প্রায় ছলছল করছে। খুব খারাপ লাগছে রানার মেয়েটার অবস্থা দেখে। আবার একটু বিরক্তও হচ্ছে সে নিজের ওপর, মোনা এমন গভীর ভাবে তাকে নাড়া দিচ্ছে দেখে।

'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো—আমি একটু ঘুরে দেখে আসছি।' বলে জীপ থেকে নামল রানা। আসল কথা রানা চায় না মোনা কোন অপ্রিয় দৃশ্য দেখুক। সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে রানা এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত। সবার মুখেই রুবেনকে গত দুইদিন কোথাও দেখা যায়নি শুনে অনেক আগেই আঁচ করে নিয়েছে সে ব্যাপারটা।

রানার হাতের ছোঁয়াতে দরজা খুলে গেল। প্রায় খুলেই পড়ছিল—একটা মাত্র কজা রয়েছে দরজায়। বাইরের ঘরে একটা পাইন কাঠের টেবিল ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র নেই। শোবার ঘর দুটোতেও কারও চিহ্ন পেল না রানা। বাতাসে অনেকদিনের অবহেলা আর অব্যবহারের ফলে কেমন একটা গন্ধ। বাইরের ঘরে ফিরে রানা দেখল ফায়ার প্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মোনা।

'কোন চিহ্ন নেই তার—সে যে এখানে কোনকালে এসেছিল তারও কোন প্রমাণ নেই।'

ছাইয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে মোনা বলল, 'সম্প্রতি আগুন জ্বালা হয়েছে এখানে।'

রানাও দেখল, সত্যি তাই। বলল, 'মিলটা দেখা হয়নি—ওখানেও থাকতে পারে।'

মিলেও কিছু পাওয়া গেল না। দরজাটা অনেকদিন খোলা হয় না। রানার ধাক্কায় কপাটটাই খুলে পড়ে গেল। ভিতরে কয়েকটা জং ধরা মেশিনপত্র, ধুলো পড়েছে ওগুলোর ওপর। উপরে ওঠার সিঁড়ি অনেক আগেই পচে ভেঙে পড়েছে।

ঘুরেই দেখল মোনা দরজার সামনে ঘুরঘুর করছে। মাথা নাড়ল রানা, 'নাহ্, এখানেও কিছু নেই।'

'আপনার ধারণা রুবেনের কিছু একটা হয়েছে, তাই না?'

'ঠিক আছে, জিজ্ঞেস যখন করছ শোনো, আমার মনে হয় দুটো সম্ভাবনা আছে। একটা হলো সে লুকিয়ে পড়েছে আবু তালেবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে।'

'অর্থাৎ এখন সে মুখ দেখাতে ভয় পাচ্ছে?'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু আপনার আসল ধারণা অন্য রকম?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা সমুদ্রের তলায় পাওয়া যাবে ওর দেহ, পায়ে পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের শিকল বাঁধা।'

এই কথায় আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া হলো মোনার। মুখের চেহারায় একটা চরম বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠল ওর। ঘুরে দাঁড়িয়ে দুমাদুম কিল মারতে লাগল ক্যানভাসের ঢাকনাটার ওপর প্রচণ্ড ক্ষোভে।

একটু পরে মোনা যখন কথা বলল, ভারী আর ফ্যাসফেঁসে শোনাল ওর গলা। 'এখন আমি কি করব? এত কম সময়ে আমি কোন্‌দিক সামলাব?' রানার দিকে মুখোমুখি দাঁড়াল মোনা। একেবারে ভেঙে পড়া বিধ্বস্ত চেহারা। 'আমার সব টাকাই রুবেনের কাছে ছিল—সব।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত,' বলল রানা।

'সত্যিই কি তাই?' মুখের ভাব বদলে গেছে একেবারে—দৃঢ় কঠিন সঙ্কল্প এখন ওর মুখে—চোখগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠেছে। 'শুধু একটা বোট আর একজন ড্রাইভার দরকার আমার।'

'ওদের টাকা দেবে কোত্থেকে?'

'ফিরে এসে টাকা শোধ করব।'

'ও, একটা ভাগ দিতে চাও তুমি ওই সম্পত্তির?'

'একটা নির্দিষ্ট টাকাই যথেষ্ট হবে—চুক্তি থাকবে আমাদের একটা।'

'তুমি এখানেই দাঁড়াও, আমি দেখি জীপের জন্যে কিছু পানি জোগাড় করতে পারি কি না।' রানা রওনা হতেই কোটের হাতা খামচে ধরল মোনা।

'আপনি নিশ্চয়ই চেনেন এমন লোককে যে একটা বোট আর ড্রাইভার জোগাড় করে দিতে পারে?'

রানা নিজেই পারে। সাউল শিপিং কর্পোরেশনের যে-কোন ব্রাঞ্চে বললেই ওরা আট দশটা বোট পাঠিয়ে দেবে। জন ম্যাকেনরো বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া স্কিপার। সে নিজেও ওর চেয়ে কোন অংশে কাঁচা চালক নয়।

'ঠিক আছে, আমি যদি সব জোগাড় করেও দিই, পারবে তুমি একা এতসব বিপদ পেরিয়ে তোমার সম্পত্তি উদ্ধার করে আনতে?'

নিষ্পাপ দুটো নীল চোখ তুলে চাইল মোনা রানার দিকে। বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানা, আমার শেষ একটা চেষ্টা করতেই হবে। যদি সফল হই তবে আমরা আবার ঢাকার সেই হাসপাতাল আর আশ্রম বানাতে পারব। জানেন কত অসংখ্য লোক—কত অভাগা গরীব বাঙালী উপকৃত হবে? আমরা...'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মোনা, কিন্তু হাত তুলে রানা ওকে থামিয়ে দিল। বলল, 'ঠিক আছে—তোমারই জিত হলো। সবই জোগাড় করে দেব আমি তোমাকে, কিন্তু তিনটে শর্ত আছে আমার। প্রথম শর্ত হচ্ছে: মিস্টার মাসুদ রানা এতবড় নাম আমার পছন্দ নয়—তুমি আমাকে রানা বলেই ডাকবে। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে: দশ হাজার ডলার দেবে তুমি জন ম্যাকেনরোর জাহাজটা পানির নিচ থেকে ওঠানোর জন্যে—জন ম্যাকেনরোকে দেবে আরও বিশ হাজার ডলার ওর বোট চালনা আর নাবিকের কাজ করার জন্যে। তৃতীয় শর্ত: জাহাজ আর আমার সার্ভিস সম্পূর্ণ ফ্রী।'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!'

অন্য কেউ এই কথা বললে রানা খেপে যেত—কিন্তু মোনার কাছ থেকে এসেছে মন্তব্যটা। রানার মনে হলো সে আসলেই মনে প্রাণে তার ভাল চেয়েই কথাটা বলেছে। রাগ করতে পারল না।

হাতটা মোনার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রানা গেল পানির খোঁজে।

পিছনের উঠানে কুয়ো। সাদা পাথরে বাঁধানো। একটা পাত্রে পানি আগে থেকেই ভরা ছিল। কুয়ো থেকে কেমন একটা দুর্গন্ধ আসছে। চট করে দেখে নিল রানা, না মোনাকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে কুয়োর জং ধরা শিকল ওঠাতে আরম্ভ করল সে।

হ্যান্ডেল ঘুরাতে যথেষ্ট শক্তি খরচ করতে হলো রানাকে। যখন শিকল ওঠানো শেষ হলো দুর্গন্ধটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। শিকলের ওমাথায় একটা মানুষ, তার পায়ে শিকল বাঁধা—মাথা নিচের দিকে। সম্ভবত ওকে দিয়ে কথা বলাতে চেষ্টা করেছিল কেউ।

পিছনে একটা শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল রানা। মৃতদেহটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়োর ভিতর। রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোনা—ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। যেটা চায়নি রানা সেটাই হয়েছে—দেখে ফেলেছে মোনা। ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল রানা। রানার শার্টে চোখ মুছে রানাকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল মেয়েটা।

পাত্রের পানি জীপের রেডিয়েটারে ভরল রানা। কাজ শেষ হলে হাত ধরে মোনাকে জীপে ওঠাল। ড্রাইভিং সীটে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্টার্ট দিল ইঞ্জিন।

চার

সবচেয়ে সম্ভাব্য জায়গায়, অর্থাৎ বাসায় জনকে পাওয়া গেল না। রানা বেরিয়ে আসতেই সিস্টার মোনা জিজ্ঞেস করল, 'বাসায় নেই?'

'ভাগ্য খারাপ, নেই।' জবাব দিল রানা।

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?' উদ্বিগ্ন প্রশ্ন এল মোনার কাছ থেকে।

'ডজনখানেক বারের যে-কোনটায় পাওয়া যেতে পারে ওকে। আর বারে পাওয়া না গেলে বিশেষ কিছু জায়গা আছে, সেখানেও পাওয়া যেতে পারে, বুঝেছ?'

'আমি কচি খুকি নই,' একটু রোষের সঙ্গেই বলল মোনা, 'আমি নান হলেও এই পৃথিবীরই মানুষ। আশ্চর্য! অনেকেরই ধারণা আমরা অন্য কোন জগতের প্রাণী। কেউ বুঝতে চায় না যে আমরাও রক্ত মাংসেরই মানুষ।'

'আমি কিন্তু ব্যঙ্গ করার জন্যে বলিনি কথাটা।'

'আপনার কি একবারও মনে হয়েছে যে একজন প্যারিশ ধর্মযাজককে কত রকম পাপের স্বীকারোক্তি শুনতে হয়?' রাগ কমেনি মোনার।

'আমি জানতাম না যে আজকাল সিস্টাররাও কনফেশন নিচ্ছেন,' ইচ্ছে করেই খোঁচা দিল রানা।

একটু লজ্জা পেল মোনা। বলল, 'তারা কনফেশন নেয় না ঠিকই, কিন্তু আমাদের অন্যভাবে পুষিয়ে যায়। জানেন, খেজুরবাগ হাসপাতাল খোলার আগে আমি হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে সিফিলিস রোগীদের চার্জে ছিলাম?'

'না, জানতাম না, এখন জানলাম।' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা।

'জনের কি হবে?' কথার মোড় ঘোরাল মোনা।

'আমি খুঁজে বের করব জনকে। তোমাকে হোটেলে নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি লাঞ্চ সেরে নাও—আমার ফিরতে দেরি হতে পারে।'

'কেমন লোক এই জন ম্যাকেনরো?' গাড়িতে উঠেই প্রশ্ন করল মোনা।

'সত্যি কথা জানতে চাও?'

'অবশ্যই।'

'বাঁচতে চায় না ও। এখন যে-ভাবে চলছে সেভাবে চললে শিগ্‌গিরই মারা যাবে।'

'ঠাট্টা করছেন না তো?'

'না, যা বলেছি তার প্রতিটা অক্ষর ঠিক। সস্তা ব্র্যান্ডি আর হেরোইন। ভিয়েতনামেই প্রথম ড্রাগস ধরে জন। মেডাল অভ অনার পাওয়া লোক সে!'

'কৃতিলোক বলতে হয়।'

'কিছু একটা সর্বক্ষণ পীড়া দিচ্ছে ওকে, কিন্তু কেউ জানে না সেটা কি।'

গাড়িটা হোটেলের সামনে থামাল রানা।

'আপনার মনে হয় জন আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হবে?'

'অবশ্যই রাজি হবে—অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় লোক সে, তার ওপর টাকা পাচ্ছে। নিশ্চয়ই যাবে।'

গাড়ি থেকে নেমে হোটেলে ঢুকল মোনা।

জনকে খুঁজে বের করা সত্যিই দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু যার অঢেল সময় আছে তার জন্যে এটা সময় কাটানোর একটা ভাল উপায়।

আট-দশটা বারে খুঁজল রানা—কিন্তু জনের কোন হদিস মিলল না। শেষে সা পেনিয়ার গোলকধাঁধায় ঢুকল সে। জীপটা বাইরেই রাখতে হলো—কারণ এখানকার রাস্তাগুলো খুব সরু। পায়ে হেঁটে ছাড়া ভেতরে ঢোকার উপায় নেই।

সা পেনিয়া তন্নতন্ন করে খুঁজে ইবিযার সবচেয়ে পুরানো অংশ ডাল্‌ট্‌ ভিলায় ঢুকল রানা। পুরানো উঁচু এলাকায় ভিলাটা। পুরোটাই ষোড়শ শতাব্দীর তৈরি মোটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। অপূর্ব দৃশ্য—ড্রেনের গন্ধটা না থাকলে কারোই এখানে ঘুরে ঘুরে সময় কাটাতে খারাপ লাগার কথা নয়। পাহাড়ের ওপর বাড়িগুলোর ছাদ সিঁড়ির মত এগিয়ে গেছে চূড়া সান্তা মারিয়া ক্যাথিড্রালের দিকে।

সুন্দর দৃশ্য বটে—কিন্তু রানার এখন ওসব দেখার সময় নেই। অনেকটা উঁচুতে পুরানো মূর কোয়ার্টারে ঢুকল সে। ঘামে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে শার্ট। প্রস্রাবের গন্ধে রীতিমত নাক জ্বালা করছে। নামে বোঝা না গেলেও নিষিদ্ধ পল্লী এটা।

ওরা কেউ জনকে এক সপ্তাহের মধ্যে দেখেনি বলে জানাল। সরু রাস্তা দিয়ে নেমে প্রথম ক্যাফেতে ঢুকে একটা বিয়ারের অর্ডার দিল রানা।

ওয়েটার বিয়ার দিয়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হতে ওয়েটারকে ডেকে জনের কথা জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, ঘণ্টা দুই আগে ছিলেন উনি এখানে,' জবাব দিল সে।

'এখান থেকে কোথায় গেছে জানো?'

'ট্যাক্সির জন্যে আমাকে ফোন করতে বলেন উনি। ট্যাক্সি আসতেই ইস্পঞ্জায় তাঁকে পৌঁছে দেবার কথা বলতে শুনেছি আমি। কিন্তু আমি আগে থেকেই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি খুব বেশি মদ খেয়েছেন উনি।'

'কতখানি খেয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'আগেই খাওয়া অবস্থায় ছিলেন। এখানে বসে আরও এক বোতল ব্র্যান্ডি

শেষ করেছেন।'

ওয়েটারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ইস্পঞ্জা একটা ছোট পল্লী। ডিজোলায় জনের বাঙলো থেকে খুব একটা বেশি দূরে না। জন যখন ইস্পঞ্জায় গেছে, ধরে নেয়া যায় বিগ জেনির কাছেই গেছে।

ডাচ মেয়ে জেনি। কয়েক বছর আগে নতুন একদল হিপ্পীর সঙ্গে ইবিযায় আসে সে। ওরা বেশির ভাগই দলে দলে থাকে। পল জোনস নাচের সময়ে যত তাড়াতাড়ি সঙ্গী বদল হয় প্রায় সেই রকমই ওরা সঙ্গী বদল করে থাকে। কিন্তু বিগ জেনি ব্যতিক্রম। একা একা থাকতেই পছন্দ করে সে। সঙ্গীর দরকার হলে সঙ্গী জুটিয়ে নেয়। বাকি সময় একটা জরাজীর্ণ ফার্মহাউসে পেইন্টিং করে কাটায়। ফার্মহাউসটা সমুদ্রের ধারে একটা পাহাড়ের ওপর।

জনের বড় পছন্দ এই মেয়েটাকে। যখনই কোন কারণে মন খারাপ হয়, অথবা পৃথিবীটাকে বাসের অযোগ্য মনে হয়, তখনই জন ছুটে আসে জেনির কাছে।

ফার্মহাউসের উঠানে গাড়ি থামাল রানা। আশপাশে কেউ নেই—কিন্তু জেনির অ্যাংলিয়া গাড়িটা পার্ক করা রয়েছে গোয়াল ঘরের পাশে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোন জবাব পেল না রানা। সরু পায়ে চলা পথ ধরে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে নিচে বীচের দিকে চাইল।

বালুর ওপর একটা তোয়ালে বিছানো—তার পাশেই বসানো রয়েছে একটা ছবি আঁকার ইজেল। নিচে নেমে এল রানা—কিন্তু জেনির দেখা নেই। একটু এগিয়ে যেতেই ঘোড়ার খুরের শব্দ পেল রানা। বাঁক ঘুরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে জেনি। একটা লাল হেডব্যান্ড দিয়ে চুল বাঁধা—ব্যস ওই পর্যন্তই, গায়ে আর এক চিলতে কাপড় নেই।

রানাকে দেখে বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হলো না জেনি। জিন টেনে ঘোড়া থামাল রানার পাশেই। ওর নামটা আসলে একটা ঠাট্টা। ছোটখাট একজন পঁচিশ বছর বয়স্কা হিপ্পী জেনি। ঘোড়া থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল, 'খবর কি?'

'জনকে খুঁজছি,' বলল রানা। সেই সঙ্গে পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা ওকে দিল।

'হ্যাঁ, এসেছিল সে, চলে গেছে।'

'বেশিক্ষণ ছিল না তাহলে?'

'দরকার ফুরিয়ে যেতেই চলে গেছে। মদ খেয়ে চুর হয়ে ছিল। মাতাল হলেই সে ছুটে আসে আমার কাছে—কিন্তু ওই অবস্থায় কোন দিনই আমার কাছে বেশিক্ষণ থাকে না।' দুই উরুর মাঝে হাত রেখে বলল, 'এইখানেই হচ্ছে জনের অসুখের ওষুধ—সুখ; এটাই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে আজও।'

হিপ্পীদের মুখে কিছুই আটকায় না—ভাবল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা জেনি, বলতে পারো ওর কি হয়েছে—কেন জীবনের প্রতি ওর এই বিতৃষ্ণা?'

'এ তো খুব সহজ কথা—ও যে খুনী, জানো না?' শান্ত ভাবেই কথাগুলো

বলল জেনি।

জেনি যদি ঠাস করে রানার গালে একটা চড় মারত তাহলেও রানা এত অবাক হত না। 'মাথার ঠিক আছে তোমার? কি বলছ তুমি?'

তোয়ালের ওপর বসল জেনি। হাতের সিগারেটটা বালুতে টিপে ধরে নিভাল, 'তোমার বন্ধু তোমায় বলেনি কোনদিন যুদ্ধের সময় কি ঘটেছিল?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল জেনি।

'জানি না তো—কি হয়েছিল?'

'তোমার বন্ধুর কাছেই জিজ্ঞেস করে নিয়ো। আর ওকে পেতে চাইলে ষাঁড়ের লড়াইয়ে চলে যাও। ওখানেই পাবে ওকে—অন্তত আমাকে তো তাই বলে গেছে। এখন যাও, অনেক কাজ বাকি রয়েছে আমার।' বলেই গোটা কয়েক তুলি নিয়ে মনোযোগ দিল পেইন্টিঙে।

জন খুনী! কিছুতেই মাথা থেকে চিন্তাটা সরাতে পারছে না রানা। ইবিযার ফেরার পথে এই একটা চিন্তাই রানাকে বিব্রত করে রাখল।

চারটেয় অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার কথা। মোনার অস্থিরতায় বেশ আগেই পৌঁছতে হয়েছে রানাকে।

প্লাজা ডি টোরস স্পেনের অন্যান্য ছোট শহরের বুল ফাইটিং রিঙের মতই। বড় একটা কংক্রিট বৃত্ত। দেখতে খুব একটা ভাল না, কিন্তু দর্শক আসে রিঙের ভিতর কি ঘটে সেটা উপভোগ করার জন্যে। বৃত্তটা দেখতে কেমন তাতে ওদের কিছু এসে যায় না।

যেদিকটায় ছায়া পাওয়া যাবে, সেদিককারই দুটো টিকেট কিনল রানা। স্বভাবতই টিকেটের দাম একটু বেশি পড়ল। পঁচিশ পেসেতা করে দুটো কুশনও ভাড়া নিল সে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসল ওরা।

বেশি লোক হয়নি। মনে মনে এটাই চাইছিল রানা। এখনও ট্যুরিস্ট মৌসুম শুরু হতে দেরি আছে—তাছাড়া আজকের অনুষ্ঠানে বিখ্যাত বুল ফাইটার কেউ নেই।

মোনাকে বসিয়ে স্টেডিয়ামের পুরোটা বৃথাই একবার চক্কর দিয়ে এল রানা। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছোট ব্যান্ড পার্টি জমজমাট একটা সুর ধরল।

'দেখা পেলেন?' জিজ্ঞেস করল মোনা।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রানা। 'চিন্তার কিছু নেই, এখনও অনেক সময় আছে—তিন ঘণ্টা ধরে চলবে অনুষ্ঠান।'

এই সময়ে প্লাজার প্রেসিডেন্ট এসে পৌঁছল তার পারিষদবর্গসহ। নির্দিষ্ট জায়গায় আসন নেবার সময়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে হাতে তালি দিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানাল দর্শকমণ্ডলীর কেউ কেউ। ব্যান্ড এখন লা ভার্জিন ডি লা ম্যাকেরেনা ধরেছে—এটাই বুল ফাইটিং এরিনার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্যাসো দোবলে। যারা

শুনছে তাদের হৃদয়ে ছুরি মারে যেন এই সুর। সামনেই মৃত্যু অপেক্ষা করছে, চারটের সময়ে শুরু হবে মরণ খেলা, এটাই সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যেন সুরটা।

একটা গেট খুলে গেল। লাইন করে বীরদর্পে এগিয়ে আসছে তিনজন ম্যাটেডর (এরা শেষ পর্যন্ত ষাঁড়টাকে মেরে ফেলে)। নক্সা করা রং-চঙে কেপ (হাতা বিহীন জামা) আর অন্য সব পোশাকেও রঙের বাহারের কমতি নেই। কিছু পিওন বেয়ারা ঢুকল তাদের পেছনে পেছনে—সবশেষে ঢুকল দুজন পিকেডর (ঘোড়ার পিঠে আরোহিত বুল ফাইটার—এদের হাতে থাকে তীক্ষ্ণ বর্শা, বিশেষ বিপদ দেখলে ঘোড়া ছুটিয়ে ম্যাটেডরকে সাহায্য করে এরা)।

রং ঝলমল করছে এরিনায়। হাত তালি দিয়ে, চিৎকার করে ওদের উৎসাহিত করছে দর্শক। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল ওরা। প্রিয়জনকে কেপ বিলি করছে ওরা—শুভ হয়।

'কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা?' প্রশ্ন করল মোনা।

'প্রেসিডেন্টের ইঙ্গিত পেলেই আরম্ভ করবে। ওই যে দরজাটা দেখা যাচ্ছে…'

'কোন্‌টা? ওই লাল রং করা দরজাটা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, 'ম্যাটেডররা ওটাকে বলে গেট অভ ফিয়ার। কেন, তা একটু পরেই বুঝতে পারবে।'

একটা বিউগল বেজে উঠল পরিষ্কার চড়া সুরে। হিঞ্জের কর্কশ শব্দ তুলে ধীরে ধীরে খুলে গেল ওই লাল দরজাটা।

ষাঁড়টা বেরিয়ে এল অন্ধকারের ভিতর থেকে—যেন একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটছে পূর্ণ গতিতে। লাল নীল ফিতেগুলো ষাঁড়ের পিছনে পতপত করে উড়ছে বাতাসে। সামনের দু'পায়ের ওপর বেশ কিছুদূর স্কিড করে থামল সে। দর্শকদের হর্ষধ্বনির মাঝে পিওনরা এগিয়ে গেল ষাঁড়ের দিকে—সবার হাতেই বড় এক টুকরো লাল কাপড়। ম্যাটেডরের শেষ খেলা দেখবার আগে তৈরি করবে ওরা লাল কাপড় দিয়ে ওকে খেপিয়ে।

ডান দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার শোনা গেল; রানা মুখ ফিরিয়ে দেখল এরিনার দেয়ালে বসে আছে জন।

জন চিৎকার করে বলল, 'আজকে ওই শালাদের ছেড়ে দে ষাঁড়ের বাচ্চা—আমার সঙ্গে খেল।'

লাফ দিয়ে নিচে নামল সে। সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করে টলে পড়ল ও হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে।

এই ধরনের ঘটনাই দর্শকের পছন্দ। তারা সবাই হাত তালি দিয়ে জনকে অভিনন্দন জানাল। দর্শকদের মধ্যে কে একজন চড়া গলায় চিৎকার করে বিপদ সঙ্কেত জানাল। উত্তেজনায় প্লাজার সব লোক উঠে দাঁড়িয়েছে। ততক্ষণে টলতে টলতে জন এরিনার মাঝখানে চলে গেছে। ক্ষিপ্ত ষাঁড়টার কয়েক গজ দূরে হাঁটু গেড়ে বসল জন। মাটিতে পা ঘষছে ষাঁড়টা। দুহাতে

জামা ছিড়ে বুকটা উন্মুক্ত করে দিল জন। চিৎকার করে বলল সে, 'সোনা মাণিক, একটু খেলবে না আমার সঙ্গে? বুক ফুঁড়ে আমার জ্বালা শেষ করে দাও তো, বাপ!'

প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে ষাঁড়টা জনের আমন্ত্রণে। বিদ্যুৎ বেগে দৌড়ে গেল একজন ম্যাটেডর—লাল কাপড় দেখিয়ে শেষ মুহূর্তে ষাঁড়টাকে সরিয়ে নিতে পারল সে।

চারজন বিশাল আকৃতির পুলিস ছুটে এল। জনের চার হাত পা ধরে ওকে জোর করে উঠিয়ে নিল ওরা। হাত পা ছুঁড়ে অনেক ধস্তাধস্তি করেও কোন ফল হলো না। জনকে বাইরে নিয়ে গেল ওরা।

একটা নতুন ধরনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলো বলে পুলিসগুলোকে চিৎকার করে গালাগালি করল কিছু দর্শক।

রানার কোটের হাতা ধরে টান দিল সিস্টার মোনা।

'বলেছিলাম না, জন আসবে? তবে দর্শক হয়ে আসেনি এই যা তফাৎ।' উঠল রানা। পুলিস ফাঁড়ি থেকে উদ্ধার করতে হবে জনকে। এভেনিদা ইগনাশিও ওয়াল্লিস পুলিস হেড কোয়ার্টারে আধ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর দেখা মিলল লেফটেন্যান্ট কুরির। কি একটা কাজে বাইরে গেছিল—মাত্র ফিরল সার্জেন্ট। অবশ্য যত্নের ত্রুটি করেনি—কফি আর বিস্কিট খাইয়েছে। সঙ্গে সিস্টার মোনা থাকার জন্যেই যে এই বাড়তি খাতিরটুকু, তা ভাল করেই জানে রানা।

'পুলিস কি জনকে মুক্তি দেবে?' প্রশ্ন করল মোনা।

'অবশ্যই দেবে—কোন সন্দেহ নেই তাতে,' জবাব দিল রানা।

'এত নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?'

'গত অক্টোবরে দশ নম্বর সঙ্কেত ছিল এই এলাকায়। হারিকেন। অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল ওই ঝড়ে। একটা মাছ ধরার ট্রলার উল্টে যায়—ভিতরে ছিল পাঁচজন লোক আর একটা বাচ্চা ছেলে। একজন একজন করে সবাইকেই বের করে আনে জন ওই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যেই। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছিল ওর শরীর। প্রায় চল্লিশটা স্টিচ নিতে হয়েছিল ওকে।'

'ইবিযা দ্বীপে সে তাহলে হিরো?'

'না, ব্যাপারটা আরও গভীর। ওরা সাহসীকে শ্রদ্ধা অবশ্যই করে, কিন্তু সেই রাতে সে প্রমাণ করেছে যে তার কেবল সাহস বা শারীরিক শক্তিই নেই, একটা মনও আছে। কতবার ঝড়ের ঝাপটায় কাহিল হয়ে পড়েছে জন কিন্তু চেষ্টা ছাড়েনি। ওদের বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল সে—এটা সবাই গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছে ওই রাতে।'

'আশ্চর্য মানুষ! আপনারা দুজনই একই ধাঁচের মানুষ।'

মাথা নেড়ে রানা কিছু বলার আগেই ঘরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট কুরি। লম্বা, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা—কড়া ইস্তিরির ইউনিফর্ম পরা। এই লোকটাকেই ইবিযার সমস্ত ক্রিমিনাল যমের মত ভয় করে।

সিস্টারকে স্যালিউট দিয়ে রানাকে বলল কুরি, 'নিয়ে যেতে এসেছেন? আচ্ছা জন কি কোনদিনও শুধরাবে না?'

'মানুষটা অসুস্থ—এটা আপনার অজানা থাকার কথা নয়,' জবাব দিল রানা।

'কিন্তু মানুষের ধৈর্যের তো একটা সীমা আছে—কি বলেন সিস্টার?'

'তবে ঈশ্বরের ধৈর্য অসীম।' জবাব দিল মোনা।

'তা বটে, তা বটে, সিস্টার ঠিকই বলেছেন। তবে এমন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বুল ফাইটিং রিঙে না গেলেই সবার জন্যে মঙ্গল।'

'চেষ্টা করব বোঝাতে।'

'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি ওকে নিয়ে হাজির হব সদর দরজায়—দয়া করে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে যাবেন ওকে।'

সিস্টারকে আবার স্যালিউট করে ভিতরে চলে গেল লেফটেন্যান্ট কুরি। সার্জেন্ট উঠে গিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

সদর দরজায় যখন দেখা দিল জন, ওর মুখটা ভয়ানক শুকনো দেখাল বিকেলের পড়ন্ত রোদে। পুষ্টিহীনতায় ক্ষীণ, তার ওপর আবার তিনদিন শেভ করেনি—ঠিক একজন দুর্বল যোগীর মতই দেখাচ্ছে ওকে।

সামনে এগিয়ে আসতেই লক্ষ করল রানা ভীষণ ভাবে কাঁপছে জন। জীপের ক্যানভাস ধরে কোন মতে টাল সামলাল সে।

রানার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চিনতে পারল, তারপর সিস্টার মোনার দিকে চোখ গেল জনের। 'একে আবার কোথায় পেলে?'

'সিস্টার মোনা,' পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

মুহূর্তের জন্যে ধরায় ফিরে এল জন। 'গত রাতে এই মেয়েই পাইন গাছের ফাঁকে ছুটোছুটি করছিল?' মোনার দিকে ফিরে বলল, 'সুন্দর একজন ক্যাথলিক মেয়ের জন্যে এক জঘন্য অভিজ্ঞতা।' কথা শেষ করেই হঠাৎ চিৎকার করে দু'ভাঁজ হয়ে গেল জন।

চট করে ওকে ধরে ফেলল রানা, 'কি হয়েছে তোমার?' জানতে চাইল সে।

'জলদি বাসায় নিয়ে চলো আমাকে। এখনই একটা শট আমার চাই।'

ভাগ্যিস মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। যেভাবে কাটা মুরগীর মত দাপাচ্ছে তাতে মনে হয় না আর বেশি সহ্য করতে পারত। বাঙলোর সামনে জীপটা থামতেই ছুটল জন ভিতর দিকে।

ভিতরে ঢুকে রানা দেখল টয়লেটে হাঁটু গেড়ে বসে প্যানের ভিতরে পাগলের মত হাতাচ্ছে জন। শেষ পর্যন্ত একটা টিনের বাক্স বের হলো। ওটা হাতে করে রানাকে পাশ কাটিয়ে সোফায় গিয়ে বসল সে। পশুর মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে জনের, যেন যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে।

হাতা গুটিয়ে ফেলল জন। উন্মুক্ত হাতে অসংখ্য বিন্দু বিন্দু দাগ। কোন কোনটায় আবার পুঁজ জমেছে। বাহুমূলে শক্ত করে ফিতে বেঁধে নিল সে—শিরাগুলো স্পষ্টভাবে ফুলে উঠবে এতে। ছোট্ট একটা বোতলে কল থেকে পানি ভরে দুটো হেরোইন ট্যাবলেট ছেড়ে দিল সে বোতলের ভিতর। একটা ম্যাচের কাঠি জ্বেলে বোতলের তলায় ধরল।

সিস্টার মোনা পৌঁছতেই তার দিকে চেয়ে একটা বুনো হাসি হাসল জন। 'ডাচেস, মানসিকভাবে দুর্বল না হলে চমৎকার কাটে এই জীবন।'

টেবিলের ড্রয়ার থেকে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বের করে বোতল থেকে সিরিঞ্জে ভরল হেরোইন। তারপরই হঠাৎ আবার ব্যথায় কুঁকড়ে দু'ভাঁজ হয়ে গেল। হাত থেকে সিরিঞ্জ পড়ে গেল মেঝের ওপর।

সারা শরীর ভীষণ ভাবে কাঁপছে ওর। সিস্টার এগিয়ে এসে তুলে নিল সিরিঞ্জ। দক্ষ নার্সের মত জনের হাত সোজা করে শিরার মধ্যে সিরিঞ্জ খালি করল মোনা।

চোখ বুজে সোফায় হেলান দিয়ে বসে রইল জন। মোনা জিজ্ঞেস করল, 'দৈনিক কি পরিমাণ ড্রাগ নেয় জন জানা আছে আপনার?'

'সাত গ্রাম হেরোইন আর ছয় গ্রেন কোকেন। অন্তত আমি তো তাই শুনেছি, এখন মাত্রা আরও বেড়েছে কি না জানা নেই আমার।'

'হুঁ,' গম্ভীর হলো মোনা, 'এক গ্রামের বারো ভাগের এক ভাগই ব্যথা উপশম করার জন্যে যথেষ্ট।'

এমন সময়ে চোখ খুলল জন। মুখ থেকে ব্যথার ছাপ একেবারে মুছে গেছে।

'জেনারেল—আমাকে এত খোঁজাখুঁজি করছিলে কেন?' সরাসরি রানাকে জিজ্ঞেস করল জন।

একদিনের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে রানার। বলল, 'সিস্টার মোনার কাছ থেকেই শোনো কি জন্যে গরু খোঁজা করা হয়েছে তোমাকে। আমি আসছি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রানা পোস্ট অফিসের দিকে। একটা বিরাট টেলিগ্রাম পাঠাল সে সাউল শিপিং করপোরেশনে।

বাঙলোয় ফিরে রানা দেখল একটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে খুব মনোযোগ দিয়ে সামনে বিছানো চার্টটা দেখছে জন। বাম হাতে রয়েছে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি। মোনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'মোনা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'হোটেলে ফিরে গেছে।' বলে মুখ তুলে চাইল জন, 'মাথা খারাপ মেয়েটার—তুমি নিশ্চয়ই টের পেয়েছ, একেবারে বদ্ধ উন্মাদ।'

'আমিও তাই বলেছি ওকে,' নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিল রানা।

'কিন্তু কথাটা হচ্ছে…অনেক টাকার ব্যাপার।' এক হাত দিয়ে চার্টটা সোজা করল সে, 'ব্রিটিশ অ্যাডমিরালটি চার্ট এটা, খুব নিখুঁত না হলেও কাজ

চলে। গত বছর আমি কেপ জিনেটের কাছে সিগারেট সাপ্লাই দিয়েছি অনেকবার। এলাকাটা আমার বেশ ভাল করেই চেনা আছে।'

'তুমি যাচ্ছ?' প্রশ্ন করল রানা।

'তুমি গেলে আমিও আছি,' জবাব দিল জন। 'অন্তত দুজন দরকার। বোকা সিস্টারও সঙ্গে যাবে বলে জেদ ধরেছে। সে গেলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হবে বেশি—কিন্তু উপায় কি?'

'কত দেবে বলেছে তোমাকে?'

'বিশ হাজার—আর মেরী অ্যান তোলার জন্যে দেবে আরও দশ হাজার ডলার। কিন্তু মেরী অ্যান তো পানির তলায়, বোটের কি ব্যবস্থা হবে?'

'এই মাত্র টেলিগ্রাম করে এলাম—আশা করা যায় কাল বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাবে আমাদের বোট। তবে কাজটা খুব সহজ হয়তো হবে না।' কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনকে ওই কুয়ো আর রুবেনের মৃতদেহের কথা বলল রানা।

বিন্দু মাত্র আশ্চর্য হলো না জন। বলল, 'স্বাভাবিক, ওরাই বা এত টাকা সহজে ছাড়বে কেন? তুমি যাচ্ছ তো?'

'মোনা জানে না আমি বাঙালী,' বলল রানা। 'একজন বিদেশিনী যদি আমার বাংলাদেশী মানুষের জন্যে নিজের টাকা আর জীবন উৎসর্গ করতে পারে, আমি কেন পারব না তাকে সাহায্য করতে?'

হাত বাড়িয়ে দিল জন নীরবে। রানা হাতটা নিজের হাতে নিয়ে সামান্য চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল।

'চলো, সিস্টারকে তাহলে শুভ সংবাদটা দিয়ে আসি।'

ডেস্কে আজও কেউ নেই। রুম নাম্বার আগেই জানা ছিল রানার। সোজা হাজির হলো ওরা মোনার রুমে। দরজা খোলা, মোনা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। রাগে কাঁপছে সে। তার সব জিনিস কুটিকুটি করে ছেঁড়া—মেঝেতে পড়ে আছে।

ওরা ভিতরে ঢুকতেই ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল মোনা।

'মরুক, মরুক, মরুক ওরা!' খুব তিক্ত কণ্ঠে বলল মোনা।

'এত কঠিন কথা ব্যবহার করা কি ঠিক হচ্ছে, ডাচেস?' বলল জন, 'শয়তান শুনলে কি বলবে? যেই হোক, বেশি সময় পায়নি, বোঝাই যাচ্ছে।'

'গাধার দল সব। ওরা কি ভেবেছিল আমি কাগজে লিখে ফেলে রেখেছি সব তথ্য।'

'যাকগে, একটা ভাল খবর আছে আপনার জন্যে, সিস্টার মোনা।'

'আপনি রাজি হয়েছেন আমার সঙ্গে যেতে?' চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠল তার। 'আর মিস্টার মাসুদ রানা, আপনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, আমিও যাব।' ছোট্ট জবাব দিল রানা।

'রানা না গেলে আমিও যেতাম না।' বক্তব্য আরেকটু খোলসা করল জন।

সিস্টার মোনা অবশ্যই অভিভূত হয়েছে। না, চোখে পানি নেই বটে, কিন্তু বিদেশী ম্যাগাজিন হয়তো বলত: তার চোখ দুটো সন্দেহজনক ভাবে ভেজা।

'আমি বুঝতে পারছি না কি বলে ধন্যবাদ জানাব আপনাদের।' অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল মোনা।

'তাহলে কোন কিছু বলার দরকার নেই—আমরা বুঝে নেব।' জবাব দিল জন।

'প্যাক করে নাও, যেতে হবে,' বলল রানা।

'যেতে হবে? বুঝলাম না—কোথায় যাব?'

'এই অবস্থার পরে স্বভাবতই আর এখানে তোমার থাকা চলে না। এবার তোমার জিনিস-পত্রের ওপর হামলা হয়েছে—পরের বার তোমার ওপর হবে—এখানে থাকা আর ঠিক হবে না তোমার।'

'কিন্তু তাহলে কোথায় যাব আমি?'

'সেটা আমি দেখব—তোমার ভাবতে হবে না।'

মোনাকে নিয়ে রানীর ভিলায় পৌঁছে রানা দেখল—রানী তার সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছে।

সুইমিং পুল থেকে রানাই উঠতে সাহায্য করল ওকে। উঠেই রানার ঠোঁটে চুমো খেল রানী। মোনার দিকে চোখ পড়তেই লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গি করল।

'আরে মোনা যে—কি খবর?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল রানী।

'হোটেলের কামরায় কারা যেন ঢুকে সব জিনিসপত্র তছনছ করেছে।'

'তাই নাকি?' অবাক হলো রানী। আরও আশ্চর্য হলো তার পোশাক দেখে। দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে মোনার ছোট চুলের বিভ্রাট।

'মোনা তোমার এখানে দু'দিন থাকবে। লুইস আছে, এখানেই সবচেয়ে নিরাপদ থাকবে ও।'

'কিন্তু ঘটনা খুলে বলবে তো? এটুকু জানার অধিকার নিশ্চয়ই আছে আমার?'

মোনা জবাব দিল, 'অবশ্যই। পুরো ঘটনা খুলে বলতে আমার মোটেও আপত্তি নেই।'

রানা আর জনের হাতে দুটো ড্রিঙ্ক ধরিয়ে দিয়ে মোনাকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল রানী। নিভৃতে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনবে সব কথা।

সুইমিং পুলের পাশে গিয়ে বসল ওরা। সূর্যটা এখনও দেখা যাচ্ছে দিগন্ত রেখায়—কমলা রঙের কাঁসার থালের মতই ভাসছে ওটা আকাশে।

জন আবার অ্যাডমিরালটি চার্টটা বিছিয়ে বসল। কাগজ কলম নিয়ে

বসেছে এবার সে। মাঝে মাঝে কাগজে কি যেন হিসেব করছে।

একটু পরে ডান পাশে রাখা গ্লাসটা তুলে নিয়ে বলল, 'আমার ধারণা বারো ঘণ্টা লাগবে আমাদের আলজিরিয়ার উপকূলে পৌঁছতে।'

'সেখান থেকে কুফরা মার্শের প্লেনটার কাছে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

'খোদা মালুম। সিস্টার কুফরা মার্শে পৌঁছানোর আগে জায়গার পজিশন জানাতে রাজি নয়। অবশ্য এজন্যে তাকে তেমন দোষও দেয়া যায় না।'

সবুজ সিল্কের সুতোয় কাজ করা একটা জামা পরেছে রানী। বুকের কাছে একটা উজ্জ্বল লাল রঙের ড্রাগন আঁকা—তার দু'ভাগ করে চেরা জিভের ডগা দুটো ঘুরে গিয়ে শেষ হয়েছে বুকের চূড়ায়। জামাটা গলার কাছে শক্ত করে বোতাম আঁটা।

'সিনেমা স্ক্রীপ্টের মত শোনাচ্ছে ঘটনাগুলো,' মন্তব্য করল রানী।

চার্টের ওপর পেন্সিল ঠুকে জন বলল, 'একটাই মাত্র পথ আছে ওর ভিতরে ঢোকার। নদীর মুখ বালির ঢিবিতে ভর্তি। ওগুলো আবার ঘন ঘন জায়গা বদলায়।'

'আর ভিতরে?'

'দশ হাজার বর্গমাইল কাদা, মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু নল আর খাগড়া। কোন্ দিকে চলেছি বোঝা খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। লেগুন নালা আর খালের একটা গোলক ধাঁধা। একটা লোকের সারা জীবন কেটে যেতে পারে ওখানে সঠিক পথের আশায় বৃত্তাকারে ঘুরে।'

'বা প্লেনটার খোঁজে ঘুরে।'

'তবে আমরা জানি আমাদের ঠিক কোথায় পৌঁছতে হবে—এটাই তফাৎ,' বলল জন।

'আমাদের একমাত্র সুবিধা হচ্ছে, আমরা আবু তালেবের চেয়ে বেশি জানি।'

পেন্সিল দিয়ে জারজা গ্রামের চারধারে গোল করে দাগ দিল জন। 'এই গ্রামেই রুবেন নিয়ে গিয়েছিল মোনাকে। সুতরাং প্লেনটা এই জায়গা থেকে খুব একটা দূরে থাকতে পারে না।'

'রুবেন, ওর কি হবে?' প্রশ্ন করল রানী।

'আমরা কেউ এখন আর ওকে কোন সাহায্য করতে পারব না। এই মুহূর্তে থানা পুলিস করতে গেলে অনেক ঝামেলা হবে। ফিরে এসে ওর ব্যবস্থা করা যাবে।'

এই সময়ে জোসেফের সঙ্গে সিস্টার মোনা ঘরে ঢুকল। 'এই যে,' বলে উঠল রানী, 'কুফরার ব্যাপারেই কথা হচ্ছিল—দুজন খ্যাপা লোকের সঙ্গে এমন বিপদসঙ্কুল একটা অভিযানে যাওয়া কি তোমার উচিত হচ্ছে?'

মিষ্টি হেসে জবাব দিল মোনা, 'মাফ করবেন—আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। ওরা দুজনেই অত্যন্ত সুন্দর মনের মানুষ।'

উঠে দাঁড়াল জন, বলল, 'আমিও একমত।'

'তোমরা লাঞ্চ খেয়ে যাবে—এখনই উঠছ যে?' জোর গলায় বলল রানী।

রানাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে জন জবাব দিল, 'আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে—অপেক্ষা করার উপায় নেই।'

রানার পাশে এসে হাত ধরল মোনা, 'আমরা রওনা হচ্ছি কখন?' জানতে চাইল সে।

'আগামী কাল বিকেলে রওনা হব, ইনশাল্লাহ। আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি—কাল বিকেলের আগেই বোট পৌঁছে যাবে আশা করা যায়। প্রধান কথা হচ্ছে অন্ধকার হওয়ার পর পৌঁছতে হবে আমাদের আলজিরিয়ায়।'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!' বলল সিস্টার মোনা। মুখটা উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত।

চটে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা। মোনার বিশ্বাসে বা শুভ কামনায় কোন খাদ নেই। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আসি, আগামীকাল সকালে দেখা হবে।'

বিদায় নিয়ে জনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা।

শহরে ফিরে বেশ কিছু কেনাকাটা করল রানা। জনকে একটা বারে নামিয়ে দিয়েছে। ধীর গতিতে জীপটাকে থামাল বাঙলোর সামনে। অন্যমনস্ক ভাবে ড্রাইং রুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল সে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ভিতরটা অন্ধকার। সুইচ টিপে লাইট জ্বালল রানা—দেখল সোফায় বসে রয়েছে একজন।

একটা পানামা হ্যাট লোকটার মাথায়। পরনে সাদা লিনেন স্যুট। হাতে একটা রুপা দিয়ে বাঁধানো আবলুস কাঠের ছড়ি। চকোলেট রঙের চামড়ার সঙ্গে তার গভীর নীল চোখ জোড়া একটু বেমানান দেখাচ্ছে। ফ্রেঞ্চ মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে সে ওই নীল চোখ।

'কর্নেল আবু তালেব?' প্রশ্ন করল রানা।

'ঠিক ধরেছেন—আপনার সঙ্গে আলাপ করাটা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে বলেই আসতে হলো।'

'আলজিরিয়ান সিকিউরিটি পুলিস?'

'খবর ঠিকই রাখেন দেখছি।'

'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে স্প্যানিশ পুলিস তোমার এখানে উপস্থিতির কথা জানলে কি করবে—নাকি তারা জানে?'

'স্প্যানিশ পুলিসের কাছ থেকে এ যাবত সবসময় আমি সহযোগিতা পেয়ে এসেছি।'

'ওরা কি কুয়োর মধ্যে মৃতদেহ পেলেও সহযোগিতা চালিয়ে যাবে?' কাবার্ড থেকে নিজের জন্যে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি ঢেলে নিল রানা। ব্র্যান্ডি খাবার জন্যে ঠিক নয়—একটা কিছু করার ছুতো হলো, সেই কারণেই।

'সরাসরি কাজের কথায় আসছি আমি। ওই মেয়েটা—সিস্টার মোনা

এলিসনের কাছে একটা খবর জানতে চাই আমি।'

'খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার কাছে কি? সিস্টার মোনাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও যা জানতে চাও।'

'এই ধারণাই করেছিলাম আমি আপনার সম্বন্ধে। সহজে কাজ উদ্ধার হবে না—কিন্তু একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আছেন সিস্টার মোনা—তাঁর ধারণা পালাবার সময় কুষ্করা মার্শে যে প্লেন ক্র্যাশ হয়, সেই প্লেনের মালামাল তাঁর প্রাপ্য।'

'কেন, তাই-ই তো হওয়া উচিত?'

'ভুল, মিস্টার রানা। প্লেনে যা কিছু ছিল তা আলজিরীয় সরকারের প্রাপ্য।'

'ঠিক আছে। তাই যদি মনে করো, উঠিয়ে নিলেই পারো?'

'কিন্তু দশ হাজার বর্গমাইল মার্শের মধ্যে কোথায় খুঁজব ছোট্ট একটা প্লেন?' মাথা নেড়ে শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল কর্নেল তালেব, 'খুবই আশ্চর্য ঘটনা প্রবাহ—আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম ওরা সবাই মারা পড়েছে। পরে রুবেনকে দেখা যায় মার্শেই শহরে।'

চুপ করল আবু তালেব। অস্বস্তিকর একটা নীরবতা ঘরের মধ্যে। আর একটু ব্র্যান্ডি ঢেলে নিল রানা। ব্র্যান্ডির স্বাদটা বিচ্ছিরি লাগছে ওর জিভে, কিন্তু তবু আর একটু নিল সে, 'সবই বুঝলাম—তা আমার কাছে কি চাও?'

'খুবই সহজ। ঘটনা এখন যে রকম পরিণতি নিয়েছে তাতে আমার ধারণা হয়েছে, আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে সিস্টার মোনা—আপনি জেনে নিয়ে পজিশনটা আমাকে জানাতে পারেন—ব্যস, এইটুকুই।'

'পরিবর্তে আমি কি পাব?' একটু বাজিয়ে দেখতে চাইল রানা।

'দশ হাজার আমেরিকান ডলার—জেনেভার যে কোন ব্যাঙ্কের ড্রাফট চান, দেব।'

'আর "মেরী অ্যান"...ওটার কি হবে?'

'এটা সত্যিই একটা দুঃখজনক ঘটনা—খুবই দুঃখিত আমি। স্থানীয় কিছু লোক ব্যবহার করতে হচ্ছে আমার বাধ্য হয়ে—নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ওই কাজ করেছে ওরা। ঠিক আছে, আরও পাঁচ হাজার ডলার দিতে রাজি আছি আমি ক্ষতিপূরণ হিসেবে—তাহলে সেই কথাই রইল?' হাত বাড়িয়ে দিল সে হাত মেলাবার জন্যে।

বাকি ব্র্যান্ডি একবারে গলায় ঢেলে গ্লাস নামিয়ে রাখল রানা। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে সহ্য করেছে সে। এবার তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'বৃথাই সময় নষ্ট করছ তুমি, আবু তালেব। আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না তুমি।'

'মিস্টার রানা,' অন্য পথে রানার মন ভেজানোর চেষ্টা করল সে এবার, 'ফ্রেঞ্চ সরকার এতদিন শোষণ করেছে আমাদের—প্রায় কিছুই নেই আমাদের এখন। এখন আমরা স্বাধীন—আমাদের যৎসামান্য যা আছে সেটাও হারাতে চাই না আমরা। আমি আবার অনুরোধ করছি...'

'কোন লাভ নেই,' বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিল রানা।

'বুঝেছি মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজবে না,' দুবার হাত তালি দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে সেই জমজ ভাই দুজন বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে।

প্রথম দেখায় ওদেরকে দুঃস্বপ্নের মানুষ বলেই মনে হয়েছিল রানার। এখন কাছে থেকে দেখে আর তা মনে হচ্ছে না। গায়ের বোটকা গন্ধ, জটবাঁধা চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি সব মিলিয়ে জংলী বনমানুষের মত দেখাচ্ছে। বিশেষ করে বীভৎস দেখাচ্ছে যাকে ঘুসি মেরেছিল রানা তাকে। কালসিটে পড়ে বাম চোখটা প্রায় বুজে গেছে।

'কোত্থেকে জোগাড় করেছ তুমি এই দুটোকে? চেহারা দেখে মনে হয় সোজা নরক থেকে আমদানী।' আবু তালেবকে উদ্দেশ্য করে বলল রানা।

রানার পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'ওরা আমার সঙ্গে এসেছে—আমার বন্ধু।'

ঝেড়ে পা চালাল রানা পিছন দিকে—ঘুরে সময় নষ্ট করল না সে। হাঁটুর নিচে হাড়ের ওপর পড়ল রানার চামড়ার জুতোর শক্ত হিল। এক লাফে সোফার ওপারে গিয়ে পড়েই দুই ভাইকে মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি হলো রানা।

লাল শার্ট পরা লোকটা মেঝেতে বাম হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে ডানপা ধরে আছে। ব্যথায় কুঁচকে গেছে ওর মুখ। তারের চশমার পিছনে চোখ দুটোয় পানি টলটল করছে।

'শালা, বেশি মাস্তান হয়ে গেছ, না? উচিত শিক্ষার দরকার হয়ে পড়েছে তোমার!' চেহারার তুলনায় আশ্চর্য রকম নরম গলায় বলল সে।

জমজ দুজন হুঙ্কার ছেড়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। ওদের মধ্যে একজন দুহাতে গরিলার মত বুক চাপড়ে নিয়ে প্রচণ্ডবেগে ধাওয়া করে এল রানার দিকে।

বড় সোফাটা লম্বালম্বি ভাবে উল্টে ফেলল রানা ওদের দুজনের ওপর। ভারী সোফার ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে ভাইকে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল সে মেঝেতে। চারজনের সঙ্গে একা পারা যাবে না। রান্নাঘরের দরজার দিকে ছুটল রানা। পালাতে পারত রানা, কিন্তু তালেব তার লাঠিটা পায়ে বাধিয়ে দেয়াতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। মুহূর্তেই তিনজন একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

রানাকে পিছ-মোড়া করে বাঁধল ওরা। গায়ের দুর্গন্ধে বমি আসার জোগাড় হলো রানার। টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করানো হলো ওকে।

কর্নেল আবু তালেব রানার দিকে এগুতেই লাল শার্ট পরা লোকটা তাকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিল, 'এখন না, পরে।' বলে তারের চশমাটা খুলে খুব যত্নের সঙ্গে শার্টের কোণে ঘষে ঘষে মুছল।

'বন্ধুরা আমাকে জেরোনিমো ডাকে, কেন জানো?'

'তোমার মুখে দুর্গন্ধ, সেই জন্যে কি?' রানা বুঝে নিয়েছে কপালে দুর্ভোগ আছে আজ।

শব্দ করে শ্বাস ছেড়ে চশমার তারটা ঠিক করে নিল সে। জমজ ভাই দুজন দুপাশ থেকে শক্ত করে চেপে ধরে আছে রানাকে।

'হলো না,' এগিয়ে এল সে, 'ভুল হলো।' বলেই দড়াম করে রানার পেটে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার প্রকৃতির জন্যে—আমি জন্মগত ভাবেই একটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির বলে।'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ছে রানা। বেদম প্রহার চলেছে। হঠাৎ চোখের সামনে বেল্টের মস্ত কাঁসার বকলেসটা ঝলসে উঠতে দেখল রানা। কপালটা বিশ্রী ভাবে ফুলে উঠেছে।

কোথায় যেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, টের পেল রানা। ডিঙির নিচে আছাড় খাওয়া ঢেউয়ের শব্দও পেল সে—কিন্তু সবই কেমন যেন আবছা।

ডিঙিটা একটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেতেই রানার ঘোর কিছুটা কেটে গেল। টের পেল, টেনে ওপরে তোলা হচ্ছে তাকে। লক্ষ করল একটা পুরানো ছোট জাহাজের ডেক দেখা যাচ্ছে। একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা—কর্নেল আবু তালেব এমন জিনিস কোথা থেকে জোগাড় করেছে কে জানে। সম্ভবত কোন জেলের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে—মাছের গন্ধ বাতাসে প্রকট। কয়েকটা মাছ ধরার জাল ঝুলিয়ে শুকাতে দেয়া হয়েছে।

জেরোনিমো আর তালেব আগেই ডেকে উঠেছে। জমজ দু'ভাই রানাকে দু'দিক থেকে ধরে টেনে তুলল ডেকের ওপর। ডেকের আধো আলো আধো ছায়ায় জেরোনিমোকে মাদাম তুসোর চেম্বার অভ হররের বিকট চেহারার মোমের পুতুলের—যেগুলো দেখলে মনে হয় যেন এখনই নড়েচড়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে—মত দেখাচ্ছে।

কর্নেল তালেব দাঁড়িয়ে আছে ডেকের ওপর। বিচলিত মনে হচ্ছে তাকে। গলা খাঁকারি দিয়ে কিছু বলার জন্যে তৈরি হতেই জেরোনিমো বলে উঠল, 'ওর শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আমি আমার আশ মিটিয়ে নিই আগে, তারপর তোমার হাতে তুলে দেব ওকে।'

জেরোনিমো মাথা ঝাঁকাতেই রানাকে অবাক করে দিয়ে এক ভাই হাতের বাঁধন খুলে দিল। দুই ভাই রানার দু'হাত ধরে চিৎ করে শোয়াল ওকে। 'রেলিঙের সঙ্গে ওর হাত বাঁধো,' আদেশ দিল জেরোনিমো।

পকেট থেকে ছুরি বের করে বোতাম টিপতেই ক্লিক শব্দ করে বেরিয়ে এল ব্লেডটা। মুচকি হেসে শান্ত ভাবে বসল সে রানার পাশে।

'অস্বীকার করছি না—সাহস আছে তোমার। তবে তোমাকে দুরস্ত করতে বেশি সময় লাগবে না আমার।'

ঠিক এই সময় পরপর দুটো ঘটনা দ্রুত ঘটে গেল। প্রথমত, কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে ধমকে উঠল আবু তালেব,

'জেরোনিমো! তুমি ভুলে যাচ্ছ এখানে বস্ কে।'

জেরোনিমো ঘুরে তাকাল তালেবের দিকে—ফুঁসে উঠে বিদ্যুৎ বেগে ঘ্যাচ করে গাঁথল ছুরিটা ডেকের ওপর। 'তুমিও আমাকে ঘাঁটাতে চাও নাকি?'

সেই মুহূর্তে একটা কালো ছায়ামূর্তি উঠে এল সমুদ্র থেকে রেলিঙের ফাঁক গলে ওদের পেছনে।

'ব্যক্তিগত মারপিট চলছে এখানে, নাকি এতে যে-কেউ যোগ দিতে পারে?' জিজ্ঞেস করল জন।

একটা হারপুন রাখা ছিল ইঞ্জিন ঘরের সঙ্গে হেলান দিয়ে—ওটা এখন চলে এসেছে জনের হাতে। তালেব ঘুরে দাঁড়াতেই হারপুনের বাড়ি এসে পড়ল ওর হাতে। শব্দ করে রিভলভারটা পড়ল ডেকের উপর।

জমজ দুজনের হাতের মুঠি একটু আলগা হতেই ডান হাতটা হ্যাঁচকা টানে ছুটিয়ে নিয়ে ঘুসি মারল রানা বাম-ভাইয়ের চোয়ালে—প্রায় একই সঙ্গে ছিটকে পড়ল জেরোনিমো রানার কারাতে কিক্ খেয়ে। ডান-ভাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জনের ওপর, কিন্তু পেটে হারপুনের কুঁদোর গুঁতো খেয়ে 'ঘোঁৎ' শব্দ করেই পেট চেপে ধরে বসে পড়ল।

সময় নষ্ট না করে রানা আর জন ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে। সমুদ্রের পানিটা কনকনে ঠাণ্ডা বলে মনে হলো রানার কাছে। নাকি ওটা মনের ভুল? যাই হোক বেশ চাঙ্গা করে দিয়েছে ওকে ঠাণ্ডা পানি। বোট থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে ভেসে উঠল রানা—তার একটু পিছনে জন। ওর হাসি গিয়ে ঠেকেছে দুই কানে। পাশাপাশি সাঁতার কেটে তীরের দিকে চলল ওরা। মাটিতে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ইঞ্জিনের শব্দ উঠল। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকিয়ে রানা দেখল ট্রলারটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

পাশে দাঁড়িয়ে তখনও হাসছে জন, 'আমাদের জীবনে উত্তেজনা আর অ্যাডভেঞ্চারের কমতি আছে কেউ বলতে পারবে না।'

বাঙলোতে ফিরে শুকনো জামা-কাপড় পরে খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল জন। টেনে হিঁচড়ে বিশাল ট্রাঙ্কটা সরাতেই ট্রাঙ্কের তলায় একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ল।

রানা ভেবেছিল বোতল খুঁজছে জন গর্তের মধ্যে। কিন্তু বোতলের বদলে ওর হাতে উঠে এল একটা ব্রাউনিং অটোমেটিক পিস্তল।

'ভালুক মারার গুলি লোড করা আছে এতে,' বলল জন পিস্তলটা রানার হাতে দিয়ে। 'আজকের ঘটনার পর পয়ে পস্তানোর চেয়ে আগেই সাবধান হওয়া ভাল।'

'কোথায় পেলে এটা? লাইসেন্স আছে তোমার?' ক্লিপটা ঠিক কাজ করছে কিনা চেক করে পিস্তলটা ফিরিয়ে দিল রানা জনকে।

'আমার এক বন্ধুর বন্ধু আছে, তার কাছ থেকে জোগাড় করেছি—লাইসেন্স নেই।' দাঁত বের করে হাসল জন, 'এ তো কিছুই না, আরও

আছে।' আবার গর্তে হাত ঢোকাল সে। একে একে দুটো স্টারলিং সাব-মেশিনগান আর একটা ডাবলিউ ডি লেখা টিনের বাক্স বের করল সে ওই গর্ত থেকে। ডববিউ ডি অর্থাৎ ব্রিটিশ আর্মি অর্ডন্যান্স।

টেবিলের ওপর রেখে বাক্সটা খুলল সে। বিভিন্ন ধরনের জিনিস বের হলো বাক্স থেকে। 'প্লাস্টিক জেলিগনাইট—আর ফোরটিন। পানির নিচে চমৎকার কাজ দেয়।' ব্যাখ্যা করল জন।

রানা লক্ষ করল দুই ডজন কেমিক্যাল ফিউজ সহ আরও অনেক টুকিটাকি জিনিস রয়েছে বাক্সে। 'প্লেনটা খুঁজে পেলে ভেতরে ঢোকার জন্যে এগুলো কাজে আসতে পারে,' মন্তব্য করল রানা।

'হ্যাঁ, পানিতে পড়ার সময়. ধরেই নেয়া যায়, যথেষ্ট বেগে চলছিল ওটা। সুতরাং ধাক্কা খেয়ে ক্ষয়-ক্ষতি কি হয়েছে অনুমান করা মুশকিল।' ভুরু কুঁচকে বলল জন।

রানাকে অবাক করে দিয়ে পরদিন খুব ভোরেই পৌছে গেল 'সান্তা মারিয়া'। পেন্টা পেট্রোল ইঞ্জিনে চলে ওটা। কাছেই ছিল, সাউল শিপিং করপোরেশন থেকে রেডিও নির্দেশ পেয়ে সোজা চলে এসেছে ইবিযায়। ক্রুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিল রানা।

শুভস্য শীঘ্রম—ভিতরের জেটিতে নিয়ে গিয়ে পেট ভর্তি করে তেল নিল রানা সান্তা মারিয়ায়। ফরমেন্টেরা: ফেরী যেখান থেকে ছাড়ে তার কাছাকাছি একটা জায়গায় নোঙর করল ওরা। জন গেল অ্যাকোয়ালঙগুলো পরীক্ষা করিয়ে বাড়তি অক্সিজেন ট্যাঙ্ক আনতে। এদিকে খাবার পানির ট্যাঙ্ক প্রায় খালি হয়ে এসেছিল, সেটা ভরার ব্যবস্থা করল রানা। জেটিতে ফিরতে প্রায় দু'ঘণ্টা লেগে গেল ওদের।

অন্তত আধ বোতল ব্র্যান্ডি না হলে আর জনের চলছে না। দুজনেই ঢুকল বাঁধের কাছে জনের প্রিয় বারে। কোণের একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসতেই বেয়ারা ছুটে এল, 'মিস্টার ম্যাকেনরো, আপনার আর আপনার বন্ধুর জন্যে একটা মেসেজ আছে, স্যার। সিনোরা বলেছেন আপনাদের দু'জনের যে-কেউ মেসেজটা পেলেই চলবে।'

'কোন্ সিনোরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সিনোরা দিলারা ফ্রেজার। উনি বলেছেন খবর পাওয়া মাত্র টেলিফোনে যোগাযোগ করতে।'

রানা ছুটল ফোন করতে।—জন ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল।

টেলিফোন ডায়াল করে অপেক্ষা করতে করতে জনের দেয়া সিগারেটটা ধরাল রানা। স্থানীয় সিগারেট, শস্তা আর ভীষণ কড়া। ধোঁয়া ভিতরে নেবার সময়ে খ্যাঁচ করে লাগে বুকে। গ্লাস হাতে জনও এসে দাঁড়িয়েছে রানার পাশে—ব্যাপার কি জানার জন্যে সে-ও উদ্‌গ্রীব।

ওপাশ থেকে রানীর গলা শোনা গেল।

'রানা বলছি—কি খবর, রানী?'
'শিগ্গির চলে এসো এখানে। ওরা সিস্টার মোনাকে নিয়ে গেছে।'

হর্ন দিতেই গেট খুলে গেল। জীপ নিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। গাড়ি থেকে নামতেই লুইস এসে হাজির হলো। ওর মাথায় একটা বিরাট সাদা ব্যান্ডেজ, ডান চোখ ফোলা।

'কি হয়েছে তোমার, লুইস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কোন জবাব না দিয়ে তাদের ড্রইংরুমে নিয়ে গেল লুইস।

হল রুমটার মধ্যে দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। দুটো ফুলদানি, কাঁচের টেবিল ভেঙে পড়ে আছে। একটা পরদা ছেঁড়া অবস্থায় ঝুলছে ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সঙ্গে—একটা টেবিল এখনও উল্টে পড়ে আছে।

'দেখে মনে হচ্ছে ভিয়েতকং গেরিলা হামলা হয়েছিল এই ঘরে—কি অবস্থা? জিতল কে?' জানতে চাইল জন।

একটা দরজা খুলে গেল। রানা ঘুরে দেখল রানী নামছে সিঁড়ি বেয়ে।

'দেখেছ, কি অবস্থা করেছে ওরা?' নামতে নামতেই বলল রানী।

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইল রানা।

লুইসের দিকে চেয়ে তুড়ি বাজাতেই সিগারেট হোল্ডারে একটা টার্কিশ সিগারেট ভরে এগিয়ে দিল সে রানীর দিকে।

'সকালের নাস্তা সেরে সিস্টার আর আমি এখানে বসে গল্প করছি, এমন সময় তিনজন ভীষণ দর্শন লোক ঢুকল এখানে জানালা ভেঙে।'

"চেহারা কেমন ওদের?' অবান্তর প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল জন।

'হিপ্পী,' বলল রানী, 'এমন কদাকার আর নোংরা হিপ্পী আমি আর দেখিনি। ওদের নেতা বলে যাকে মনে হলো তার পরনে ছিল লাল শার্ট, চোখে একটা তারের চশমা।' রানার দিকে ফিরল রানী। 'খুব সম্ভব ওদেরকেই পিটিয়েছিলে তুমি সেদিন,' মুখ বিকৃত করল রানী, 'ছি! এখনও ওদের দুর্গন্ধ যেন নাকে লেগে রয়েছে আমার।'

'ওরা তাহলে মোনাকে নিয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল রানী। সেই সঙ্গে একহাতে লুইসের এগিয়ে দেয়া মার্টিনির গ্লাসটা ধরল।

'আমাকে ঠেসে ধরেছিল ওরা মাটিতে।' হাত তুলে ফায়ার প্লেসটা দেখিয়ে বলল, 'ঠিক ওইখানটায়। লুইস ঠিক সময় মত না এলে যে কি ঘটত ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।' হাতের গ্লাসটা লুইসের দিকে চেয়ে একটু উঁচু করে এক ঢোকে শেষ করল রানী। 'বাঘের মত লড়েছে লুইস। একাই তিনজনকে ব্যস্ত রেখেছে এক সঙ্গে।'

'কিন্তু সিস্টার মোনার কিডন্যাপিং ঠেকাতে পারেনি,' খোঁচা দিতে ছাড়ল না জন।

'ও আমার নিরাপত্তার দিকেই বেশি নজর দিয়েছে। আমার...' একটু দ্বিধা

করল রানী, 'আমার জীবন রক্ষা করেছে লুইস।'

'তোমার অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা কি করছিল?' প্রশ্ন করল রানা।

'ওরা সামনে দিয়ে আসেনি—পেছন দিয়ে বোটে করে এসেছিল। চলে যাবার পর আমি নিজে গিয়ে দেখেছি ওরা খাড়ির পথ ধরে বীচের দিকে যাচ্ছে। কে একজন বীচের ওপর অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। সাদা স্যুট আর পানামা হ্যাট ছিল লোকটার পরনে।'

জনের দিকে চাইল রানা। জন জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করবে?'

'পুলিস ডাকতে পারতাম আমি—কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে তোমাকেই আগে জানানো দরকার মনে করেছি। পুলিস ডাকলে হয়তো গোলমাল হয়ে যেত তোমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রাম।'

'কিন্তু সিস্টার মোনাকে ছাড়া এমনিতেই ভেস্তে যাচ্ছে সব,' বলে উঠল জন।

'জলদি খুঁজে বের করতে না পারলে অবশিষ্ট কিছু পাবে না সিস্টারের,' বলল রানী।

খুবই বাস্তব কথা। তবে একটা আশা আছে রানার, তালেবের হয়তো শিক্ষা হয়েছে—পিস্তল দেখিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখবে এর পরে।

জন এগিয়ে গিয়ে হলঘরের কোণের ছোট্ট বার থেকে নিজের জন্যে একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে নিল। এক চুমুকে সবটা শেষ করে গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলল ফায়ার প্লেসের ভিতর। ঝনঝন শব্দ করে ভাঙল সেটা।

'বিগ জেনি,' বলল জন।

'দেখো জন, একদিনের পক্ষে যথেষ্ট ভাঙচুর হয়েছে—আর সহ্য করতে পারব না আমি,' ক্ষোভ প্রকাশ করল রানী।

এটা অবশ্য রানীর অত্যুক্তি। পাকিস্তানের সেই ঘটনা* থেকেই রানা জানে কতখানি মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা আছে রানীর। প্রত্যেকটা মুহূর্ত রীতিমত উপভোগ করছে রানী।

'কি, বিগ জেনির আবার কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইবিযার সব হিপ্পীকেই চেনে সে, তাই না? কেউ যদি এই লাল শার্ট পরা জেরোনিমোর খবর দিতে পারে আমাদের—জেনি পারবে।' সোজা দরজার দিকে রওনা হলো জন।

রানীর দিকে ফিরে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওকে পেলে আবার এখানে রাখা যাবে তো?'

'অবশ্যই—যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে।' এই বলে লুইসের দিকে খালি গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল রানী আবার ভরে দেবার জন্যে।

আর দেরি না করে জনের পিছু নিল রানা।

---

* অকস্মাৎ সীমান্ত দ্রষ্টব্য।

*

বিগ জেনিকে বাসাতেই পাওয়া গেল।

দরজা খোলাই ছিল। নক করতেই অনুরোধ এল সোজা ভিতরে আসার।

ছবি আঁকার কাঠের ফ্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিগ জেনি। খালি পায়ে রয়েছে সে আগের মতই। কিন্তু এবারে তার পরনে রয়েছে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাঠের পুঁতির কাজ করা একটা কাফ্‌তান।

ওদের দিকে না ফিরেই জেনি বলল, 'বসো, একটু সুস্থির হও।'

জন ওর সুপুষ্ট নিতম্বে একটা ছোট্ট চাপড় দিয়ে বলল, 'আমাদের সময় নেই জেনি—এক্ষুণি যেতে হবে।'

অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতে ধরা প্যালেট আর তুলি নামিয়ে রাখল জেনি। 'ও, তোমরা দুজন। কিন্তু আজকে আমার ফুর্তির সেই মুড নেই যে?'

'না, আমরা তোমার সতীত্ব হরণ করতে আসিনি—কিছু খবর দরকার আমাদের। জেরোনিমো নামের কাউকে চেন তুমি?'

'লাল শার্ট পরে—চোখে তারের চশমা,' যোগ করল রানা।

কিছুক্ষণ রানার চোখে চোখে চেয়ে রইল জেনি—জন একটা সিগারেট বের করল নিজের জন্য। জেনিকেও দিল একটা।

'আবার কি করল ওই অপদার্থটা?' হঠাৎ কেশে উঠে প্রথমে সিগারেটটা, তারপর জনের দিকে চাইল জেনি। 'এটা কি তামাক পাতা?'

'একজনকে কিডন্যাপ করেছে সে আজ ভোরে। ওর সঙ্গে আরও দুজন স্টোন এজ-এর বন্ধু ছিল।' রানাই জবাব দিল।

'হাঞ্চি আর মাঞ্চি,' বলল জেনি।

অন্য সময় হলে নাম শুনে হয়তো হাসি পেত রানার। কিন্তু এখন হাসার মত মনের অবস্থা নেই। মোনার নিষ্পাপ মুখটা যতবারই মনে পড়ছে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে ওর।

'বলতে পারো কোথায় ওদের পাওয়া যেতে পারে?' প্রশ্ন করল জন।

'যাকে ওরা নিয়ে গেছে সে কি ছেলে না মেয়ে?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল জেনি।

'মেয়েই। কিন্তু কাজটা ওরা করেছে ফুর্তির জন্যে নয়, আর এক জনের জন্যে, টাকার বিনিময়ে।'

'খারাপ কথা। ওই লোকগুলো ভয়াবহ কমিক বইয়ের দশম পাতার চরিত্রগুলোর মত। ওদের চিন্তাধারা এমন অবাস্তব যে সত্যি বলে বিশ্বাসই হয় না।'

'আমাদের সন্ধান দিতে পারবে ওদের কোথায় পাওয়া যেতে পারে?' জিজ্ঞেস করল জন।

'এর মধ্যে জড়াতে চাই না আমি,' সোজা মানা করে দিল জেনি।

জনের মুখে কোন উত্তর জোগাল না এই কথার পর।

রানা বলল, 'যদি বলি যে মেয়েটাকে ওরা নিয়ে গেছে সে একজন

ক্যাথলিক নান—তবুও সাহায্য করবে না তুমি?'

খুব একটা চমকাল না জেনি। কিন্তু রানা স্পষ্ট বুঝল, ব্যাপারটা ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না সে। সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল সে, তারপর জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'জেরোনিমো আজ রাত দশটায় কোথায় থাকবে সেটা আমি তোমাদের জানাতে পারি। এতে কাজ হবে তোমাদের? ইয়েন রেভিন—সেও থাকবে ওইখানে। একটা স্টক কোম্পানীর মালিক সে। ওর বাসাতেই পার্টি।'

'ওরা কি—হিপ্পী গোষ্ঠি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল জেনি। 'চার-পাঁচ মাস হয় ওরা আড্ডা জমিয়েছে হালভার একটা ফার্ম হাউসে।'

'তুমি কি করে জানো সত্যিই জেরোনিমো ওখানে যাবে আজ রাত দশটায়?' নিশ্চিত হতে চাইছে জন।

'এটা কোন সময়েই সে মিস্ করে না। ওর পা ভেঙে দাও—হামাগুড়ি দিয়ে হলেও হাজির হবে সে ওখানেই। এ মাসে সে ফসলের রাজা। জানো সেটা কি?'

জন বিভ্রান্ত ভাবে চাইল রানার দিকে। ব্যাখ্যা করল রানা, 'গ্রীসে, অনেক অনেক কাল আগে তারা একজন যুবককে বেছে নিত। সারা বছর সে যা চাইত, তার সমস্ত সাধ-আহলাদ পূরণ করা হত—মদ, মেয়ে, সব। তারপর নতুন চষা জমি সিক্ত করা হত তার রক্তে।'

'অর্থাৎ তাদের ধারণা ছিল যে এতে তাদের ফসল ভাল ফলবে?' অবাক হলো জন।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বিগ জেনি। 'গ্রীকদের সঙ্গে এদের তফাৎ—এখন রক্তের কোন কারবার নেই। এরা বৎসরের বদলে মাসিক বদল করে এদের ফসল রাজা। এ মাসের ফসলের রাজা জেরোনিমো। মাসের শুধু একটা রাতেই ওরা যা চায় সব পেতে পারে। জেরোনিমোর জন্যে আজকের রাতই সেই রাত।'

'জায়গাটা কোথায়?' প্রশ্ন করল জন।

'আমি নিজেই যাব তোমাদের সঙ্গে।'

হালভার ফার্মহাউসটা সমুদ্রের ধারের এসকুবেলস্ থেকে তিন মাইল ভিতরে। একটা জংলা আর নির্জন জায়গা এটা সিয়েরা ডি স্যান জোসির। আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে জীপ চালাচ্ছে রানা।

বিগ জেনির কথামত কতগুলো পাইন গাছের মাঝে এক জায়গায় গাড়ি রাখল রানা। এখান থেকে পায়ে হেঁটে যাবে ওরা।

অস্পষ্ট গানের সুর কানে আসছে—যতই সামনে যাচ্ছে ততই শব্দ বাড়ছে। টিলার মাথায় উঠেই চোখ পড়ল পাইন গাছের মাঝে ফার্ম হাউসটা।

বেশ বড় ধরনের একটা আগুন জ্বলছে—আগুন ঘিরে বসেছে সবাই।

চব্বিশ পঁচিশজন হবে মোট। কাছে আসতেই বোঝা গেল ওরা হরে-কৃষ্ণের জিকির করছে। সবাই এখন তুঙ্গে।

ক্যাম্প ফায়ার থেকে গজ বিশেক দূরে গাছের আড়ালে উবু হয়ে বসেছে রানা। গুনে দেখল আটজন ছেলে আর ষোলোজন মেয়ে রয়েছে আগুনের চারপাশে।

রানার ভাবনার সূত্র টের পেয়েই বোধকরি ফিস ফিস করে বলল জেনি, 'ল অভ ডিমিনিশিং রিটার্ন কি জানো?'

'হ্যাঁ, বেসিক ইকোনমিক্স্!'

'জেরোনিমো আজ আবার নতুন করে উপলব্ধি করবে এটা।'

আগুনের চারপাশে বসা সবাইকে একই রকম লাগছে দেখতে। অথচ এরা প্রত্যেকে নাকি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী বলেই সমাজ ছেড়েছে। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে প্রত্যেকে যীশুর মত লম্বা চুল রেখেছে, কপালের ওপর থেকে মাথার পিছনে ফিতে দিয়ে বাঁধা। ছেলেদের কেউ কেউ গোঁফ রেখেছে। কিন্তু এ ছাড়া ছেলে আর মেয়ে চেনার একটাই মাত্র উপায়, তা হচ্ছে মেয়েরা সবাই ছেলেদের চেয়ে একটু লম্বা কাফ্তান পরেছে।

একজন ড্রামে কয়েকটা টোকা দিল। থেমে গেল জিকির। চারদিকে নীরবতা। একটা মেয়ে কয়েকটা কথা বলল চাঁদের দিকে চেয়ে—দু'হাত তার চাঁদের দিকে বাড়ানো। সবাই স্তব করা আরম্ভ করল আবার, সবার শরীর ডাইনে বাঁয়ে দুলছে সুরের তালে তালে। কে একজন বেরিয়ে এল ফার্ম হাউস থেকে—সঙ্গে দুজন মেয়ে।

জ্যাক জেফারসন—ওরফে জেরোনিমো। মাথায় সাদা ফিতে বাঁধা, গায়ে সাদা আলখেল্লা। ওর তারের চশমার কাঁচে চাঁদের আলো পড়ে সুন্দর চিকচিক করছে।

জেনি বলল, 'আসল অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে এখনই। আমি যাই—লাইনের সামনের দিকে জায়গা নেয়ার চেষ্টা করতে হবে।'

'তোমাকে যোগ দিতে দেবে ওরা?' অবাক হলো রানা।

'ক্লাবের একজন প্রতিষ্ঠাত্রী সদস্যা আমি,' বলেই দ্রুত ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে গেল সে।

ফার্ম হাউসের পেছন দিক দিয়ে ঢুকতে কোন অসুবিধে হলো না ওদের। চারপাশে ভাল করে নজর ফেলেই বুঝল ওরা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশের ঘর থেকে নানারকম চিৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দরজাটা আধ খোলা রয়েছে। উঁকি দিতেই দেখা গেল একটা প্যারাফিনের আলো জ্বলছে ভিতরে। একটা মেয়ের কাছে জ্যাক তার পৌরুষ প্রমাণে ব্যস্ত। সরে এল রানা। জনও একবার চট করে ভিতরটা দেখে নিয়ে সরে এল। প্যাকেট খুলে রানাকে একটা সিগারেট অফার করল সে।

'জঘন্য! কোথায় নেমেছে মানুষ!' বিরক্তি প্রকাশ করল জন।

'পৃথিবী বদলায় না। একই তো ব্যাপার—আদিম যুগের গুহার মানুষও এই করত।' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল রানা।

জ্যাকের সঙ্গী মেয়েটা বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ কিছুই ঘটল না—এর পর বাইরের দরজাটা আবার খুলে গেল। উঁকি মেরে রানা দেখল বিগ জেনি ঢুকছে ঘরে।

বিন্দুমাত্র দেরি করল না জ্যাক। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল জেনির ওপর। জেনি শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে জ্যাককে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল রানা আর জন। কিছু একটা টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই রানার ঘুসিটা পড়ল ওর সোলার প্লেক্সাসে। ব্যথায় বাঁকা হয়ে যেতেই রানার হাঁটু গিয়ে লাগল জেরোনিমোর মুখে। চশমাটা ছিটকে পড়ে ভেঙে গেল। ঘাড়ের পাশে রানার কারাতে চপ পড়তেই হাঁটু ভাঁজ করে পড়ে গেল সে। অজ্ঞান।

তাড়াহুড়ি কাজ সারতে চেয়েছিল বলেই এত জোরে মেরেছে ওকে রানা। জন কাঁধে তুলে নিল জ্যাককে।

'তোমার কোন বিপদ হবে না তো?' জেনিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিচ্ছু না—তোমরা জলদি কেটে পড়ো। জ্যাকের বদলে এখন আমিই মেয়েদের আপ্যায়ন করব।' হঠাৎ হেসে উঠল জেনি, 'মজাই হবে।'

রানা বের হয়ে যেতেই ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল জেনি।

জীপের পেছনে জ্যাককে উঠিয়ে আবার ফিরতি পথে রওনা হলো ওরা। এসকিউবেল্স্ রাস্তার একটু আগে বাঁক নিল জীপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা নির্জন পাহাড়ে পৌঁছল ওরা। পাহাড়টা খাড়া ভাবে নেমে গেছে সমুদ্র সৈকতে।

একটা শুকিয়ে যাওয়া বুড়ো থর্ণ গাছ একাকী দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টার ওপর। জ্ঞান ফিরতেই জ্যাক দেখল থর্ণ গাছটায় হেলান দিয়ে বসে আছে সে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা।

মুখ তুলে প্রথমে উদ্ধত দৃষ্টিতে জনকে দেখল কিছুক্ষণ—তারপর চোখ ঘোরাল রানার দিকে। 'নিজ হাতে খুন করব আমি তোমাদের। দুজনকেই।' কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল জেরোনিমো।

হো হো করে হেসে উঠল জন, 'সিনেমা দেখে দেখে মাথাটা গেছে তোমার। সে যাক, আমি তোমাকে একবারই জিজ্ঞেস করব। সিস্টার মোনাকে কোথায় নিয়ে গেছ?'

'মাথা খারাপ নাকি হারামজাদার!' রোষের সঙ্গে জবাব দিল জ্যাক। 'দেখো, ওকে খুঁজে আর লাভ নেই; এতক্ষণে আমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই একেকজন কয়েক রাউন্ড করে মজা মেরে দিয়েছে।'

'হুঁ, জেনারেল, ছোকরা বড় বেশি বেড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, আমি সব ব্যবস্থা করছি।' জীপ থেকে দড়ি নিয়ে এল জন। দুই পা শক্ত করে বেঁধে অন্য মাথা ছুঁড়ে সাত-আট ফুট উঁচু একটা ডালের ওপর দিয়ে

ঘুরিয়ে নিয়ে এল। 'একটু সাহায্য করো, জেনারেল,' বলল জন।

দুজনে মিলে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে শূন্যে তুলল জ্যাককে। ওর দেহটা এখন মাটি থেকে ফুট দুয়েক ওপরে ঝুলছে—মাথা নিচের দিকে। দড়িটা গাছের গোড়ায় বেঁধে দিল জন। কিছু শুকনো থর্ণের ডাল জোগাড় করে জ্যাকের মাথার নিচে জমা করল সে।

'কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো তোমার?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল জন।

লাথি মারার চেষ্টা করল জ্যাক। লাভ হলো না। ওর দেহটা একটু দোল খেল মাত্র।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' শুকনো গলায় চিৎকার করে উঠল জ্যাক, 'কি করতে যাচ্ছ তুমি?'

'তোমাকে সবাই ডাকে জেরোনিমো বলে, তাই না? জানো জেরোনিমো কে ছিল?' চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে জনের, 'রেড ইন্ডিয়ান অ্যাপাচি ছিল সে। কিছু জানো তুমি ওদের সম্বন্ধে? সম্ভবত ঘোড়ার পিঠে ওদের মত বীর যোদ্ধা আর জন্মায়নি—যেমন বীর, তেমনি নৃশংস। ছেলেবেলা আমার কেটেছে অ্যারিজোনায়—দাদা দাদীর কাছে ওদের অনেক গল্প শুনেছি আমি। এটা ওদের নির্যাতনের একটা প্রিয় পদ্ধতি ছিল।' ম্যাচ জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিল সে নিচে জড়ো করা ডালে। 'ধীরে ধীরে রোস্ট হয় মানুষটা। তারপর ঘিলু ফুলে ফেটে বেরিয়ে আসে চোখ দিয়ে।'

'না, না, না—দোহাই লাগে, আগুন নেভাও!' আগুনের তাপ চোখে মুখে লাগতেই দাপাদাপি আর চিৎকার আরম্ভ করল জ্যাক।

'এই শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি আমি। এরপরে রোস্ট হবে তুমি। সিস্টার মোনা কোথায়?'

'ইবিযার একটু আগে পুন্টা গ্রসে একটা গুদাম আছে। ওখান থেকে আগে জাহাজে শস্য তোলা হত। জাহাজ একেবারে গুদাম পর্যন্ত আসতে পারে—সমুদ্র অনেক গভীর ওখানে।'

আগুন সরিয়ে নিয়েছে জন। 'সিস্টার কি ওই গুদামে আছে?'

'আমার মায়ের কবরের কসম কেটে বলছি—ওখানেই আছে।'

'বিশ্বাস হয় না তোমার কোন মা ছিল।' আবার ম্যাচ জ্বালাল জন। ছোট্ট একটা ডালে আগুন ধরাল। হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল জ্যাক।

'সত্যি বলছি—তালেবের সাথে ওখানেই আছে সে। ম্যানেজারের পুরানো অফিসে—সমুদ্রের দিকে মুখ—দোতলায়।'

'তোমার বন্ধু দুজনও নিশ্চয়ই ওখানে আছে?' আবার প্রশ্ন করল রানা। এতক্ষণ দেখছিল সে জেরোনিমোর মত দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর মানুষও বেকায়দায় পড়লে কেমন কেঁচো হয়ে যায়।

'হ্যাঁ,' ছোট জবাব দিল জ্যাক।

'তুমি ছেড়ে আসা পর্যন্ত কি সিস্টার অক্ষত ছিল?' রানাই আবার প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই—কোন ক্ষতিই করা হয়নি তার। তালেব বলেছে কাল সকালের মধ্যে মুখ না খুললে সকালেই যমজ ভাই দুজনের হাতে তুলে দেবে ওকে।' বাচ্চা ছেলের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জ্যাক। 'ও মাই গড! আগুন সরাও! উহ্!'

আগুন সরিয়ে একটা ছুরি দিয়ে ওর হাতের বাঁধন কেটে দিল জন। গাছের সাথে বাঁধা দড়ি খুলে নিচে নামাল ওকে। পায়ের বাঁধন খুলে দিতেই উঠে বসল জ্যাক। ভীত দৃষ্টিতে প্রথমে রানার দিকে পরে জনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যেতে পারি আমি এখন?'

'নিশ্চয়ই,' বলে ব্রাউনিং অটোমেটিকটা বের করল জন কোমর থেকে। ব্রাউনিংটা কক করে বলল, 'উঠে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় মারো। ওই যে সাদা পাথরটা দেখছ, ওটার ডান পাশ দিয়ে একটা পথ নিচে নেমে গেছে। তিন পর্যন্ত গোনার পরও যদি আমি তোমাকে দেখতে পাই, মাথা ফুটো করে দেব গুলি করে। দৌড়াও!'

রেসিং হাউন্ড যেমন গেট খুলে দিলেই ছুটে বেরিয়ে যায়, ঠিক তেমনি মাথা নিচু করে পড়ি কি মরি করে ছুট দিল জ্যাক। জন দুই গোনার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে সাদা পাথরটার পাশ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ বাতাস চিরে দিল একটা পড়ন্ত মানুষের অন্তিম চিৎকার। তারপরেই নীরব হয়ে গেল।

সাদা পাথরটার কাছে এগিয়ে রানা দেখল কোন পথ নেই ওখানে—খাড়া নেমে গেছে পাহাড়টা দু'শো ফুট। পাহাড়ী ছাগলের পক্ষেও আস্ত নিচে নামা অসম্ভব।

জনের দিকে চেয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কই, কোন পথ তো দেখছি না?'

'জানি, ইদানীং একটা ভয়ঙ্কর বদ অভ্যাস হয়েছে, বড় মিথ্যে কথা বলি,' জবাব দিল জন।

জীপের দিকে এগুলো দুজনেই।

পুন্টা গ্রসের শস্য গুদাম বহু বছর ব্যবহার করা হয়নি। জ্যাক ঠিকই বলেছিল, এখানে সমুদ্র গভীর বলে সমুদ্রগামী জাহাজ গুদাম থেকে চোঙা দিয়ে সরাসরি লোড করতে পারত।

একশো গজ দূরে পাইন গাছগুলোর ভিতরে পার্ক করল রানা জীপটা। পায়ে হেঁটে এগুলো সেখান থেকে। দোতলার জানালায় ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে—নিচতলা সম্পূর্ণ অন্ধকার। সদর দরজায় এসে রানা দেখল ওটা ভিতর থেকে তালা দেয়া রয়েছে। দরজায় লাথি মেরেও কোন ফল হলো না। কেউ এল না। একটা ইঁট দিয়ে জানালার কাঁচ ভেঙে হাত গলিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেলল সে।

অন্ধকারে কান পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা—ওদিক থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। বাধ্য হয়ে রানাকেই প্রথম উদ্যোগ নিতে হলো।

'আমি জানি তুমি ওপরে রয়েছ, তালেব, আমি রানা।' চিৎকার করে বলল সে।

মৃদু একটা শব্দ শুনতে পেল রানা। সম্ভবত পায়ের শব্দ। ঠিক রানার মাথার উপরে দোতলায়।

'কি চাও তুমি?' তালেবের সাড়া পাওয়া গেল।

'চুক্তিতে আসতে চাই আমি,' জবাব দিল সে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার শব্দ পেল রানা। হঠাৎ একটা জোরাল টর্চের আলো এসে পড়ল ওর মুখে।

তালেব বলল, 'কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলেই মরবে। মাথার ওপর হাত তোলো।'

'ছেলেমানুষী কোরো না, কর্নেল। চালাকির কোন মতলব নিয়ে আসিনি আমি। আমার বাম পকেটে একটা পিস্তল আছে। খারাপ মতলব থাকলে তা নিশ্চয়ই জানাতাম না তোমাকে?'

সতর্কভাবে রানাকে ঘুরে পিছন দিক থেকে এসে বাম পকেট থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে পিছনে সরে গেল তালেব। কিন্তু সরার আগে বাকি পকেটগুলোও হাতিয়ে দেখে নিতে ভুলল না। 'তুমি জানলে কি করে আমি কোথায় আছি?'

'জেরোনিমোকে একটু চাপ দিতেই বলে দিল।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমার কাছে কি চাও তুমি?'

'তোমার সঙ্গে যোগ দিতে চাই। প্রথমে ভেবেছিলাম আমি একাই বুঝি করতে পারব সব--কিন্তু এখন বুঝছি, একা আমি এ কাজ পারব না।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তালেব, তারপর বলল, 'তোমাকে কি দরকার আমার? মেয়েটাই তো রয়েছে আমার হেফাজতে।'

'জানি, জ্যাক বলেছে আমাকে, সকালের মধ্যে মুখ না খুললে ওই গরিলা দুটোর হাতে ছেড়ে দেয়া হবে সিস্টার মোনাকে। কিন্তু লাভ কি হবে তাতে? নানের শক্ত ট্রেনিং পাস করা সিস্টার—সব রকম নির্যাতনের পরেও সে মুখ খুলবে না।'

বুঝতে পারছে রানা সমস্যাটা আবু তালেবও ইতোমধ্যেই স্পষ্ট উপলব্ধি করেছে।

'তুমি কিভাবে সাহায্য করতে পারো?' জানতে চাইল কর্নেল।

'নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কোনদিনই মুখ খুলবে না সিস্টার—কিন্তু আমাকে বাঁচাবার জন্যে খুলবে। সে মুখ খুলছে না বলে আমি মারা যাচ্ছি, এটা নীরবে সহ্য করতে পারবে না সিস্টার—যুক্তিটা বুঝেছ?'

'অবশ্যই বন্ধু, অবশ্যই,' খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল তালেব। 'টেন পারসেন্ট।'

'তাহলে আমাকে দলে নিচ্ছ?' উদ্গ্রীব প্রশ্ন এল রানার তরফ থেকে।

'নিশ্চয়ই,' রিভলভারটা ভিতরের পকেটে রেখে রানার পিঠ চাপড়ে দিল

সে, 'তোমাকে দলে নিলাম।'

হাত বাড়িয়ে দিল রানা, 'তাহলে আমার পিস্তলটা ফেরত পেতে পারি আমি এখন?'

পিস্তলটা এখনও তালেবের বাম হাতে ধরা। হাত তুলে দেখল সে অস্ত্রটা। মুখের ভাবে মনে হলো যেন সে একটু অবাকই হয়েছে হাতের মুঠোয় ওটা দেখে। একটু মুচকে হাসল। গুলি বের করে নিয়ে পিস্তলটা রানার হাতে ফিরিয়ে দিল সে।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'পরস্পরের ওপর বিশ্বাস না থাকলে একসঙ্গে কাজ করা যায় না।'

দুই সারি সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠে গেল ওরা। তালেবই আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সম্ভবত সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছে সে রানার কথা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই হলঘর—সেটা পেরিয়েই ম্যানেজারের অফিস। রানা এর আগে কখনও আসেনি এখানে—কিন্তু জন খুব ভালভাবে বর্ণনা দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সব চিনতে পারছে পরিষ্কার।

গিটারের মৃদু শব্দ কানে এল রানার। যতই এগুচ্ছে, শব্দটা বাড়ছে। ফ্র্যাঙ্কি অ্যান্ড জনি বাজাচ্ছে কেউ। বেসুরো গিটারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্কশ হেঁড়ে গলায় গান গাইছে লোকটা।

হলের অন্য প্রান্তে স্প্যানিশে 'জেনারেল অফিস' লেখা কামরার সামনে ওরা থামল। নক করতেই সঙ্গে সঙ্গেই গিটারের বাজনা থেমে গেল। রানার হাত মৃদু-মৃদু কাঁপছে উত্তেজনায়। যতবারই এই ধরনের অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছে ওকে, প্রতিবারই পেটের ভিতর কেমন একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করেছে সে। যে-কোন কিছুই ঘটতে পারে এখন— কোন কিছুরই স্থিরতা নেই!

দরজা খুলে গেল। গরিলা যমজের একজনকে দেখা গেল দরজায়, হাতে একটা গিটার। রানাকে দেখেই হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। ওর পিছনে কয়েকটা ডেস্ক, দু-তিনটে চেয়ার, আর একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট। সব জায়গাতেই পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। কিন্তু সামনের দরজার ওপর স্প্যানিশে লেখা 'ম্যানেজার' শব্দটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ধাক্কা দিয়ে তালেব একপাশে সরিয়ে দিল ওকে, 'তোমার ভাই কই!' জিজ্ঞেস করল সে।

পাশের ঘর থেকে মেয়েলি ফোঁপানিই জবাব দিল তালেবের প্রশ্নের।

'হাঙ্কি!' চিৎকার করে তিন কদমে দরজার কাছে পৌঁছে গেল তালেব। দরজায় লাথি মারল সে। রিভলভার বের করে রানাকে বলল, 'তুমি বন্দীর অভিনয় করো।'

একটু পরেই চাবি ঘোরানোর শব্দ পাওয়া গেল। দরজা একটু ফাঁক হলো, হাঙ্কির মুখ দেখা দিল দরজার ফাঁকে। রানা লক্ষ করল ওর বাম চোখ সম্পূর্ণ বুজে গেছে এখন।

রানার দিকে চোখ পড়তেই ওর ডান চোখটা জ্বলে উঠল, 'ও কি করছে এখানে?'

সজোরে লাথি দিয়ে দরজা খুলে ফেলল তালেব। ধাক্কা খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল হাঙ্কি টলতে টলতে। 'ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল সে।

ঘরের মধ্যে একমাত্র আসবাব হচ্ছে একটা আর্মি খাট—দুটো নোংরা সাদা কম্বল দিয়ে ঢাকা, আর একটা চেয়ার। মোনা দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে হেলান দিয়ে। চেহারা একেবারে রক্তশূন্য। তবে চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই। বেপরোয়া একটা ভাব চোখে-মুখে—জোরে শ্বাস পড়ছে তার।

'তোমাকে না বলেছি ওর কাছে যাবে না তুমি?' চড়া গলায় কৈফিয়ত চাইল আবু তালেব।

'আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম ওর সঙ্গে—আর কিছু না,' ব্যাখ্যা দিল সে।

ঠিক এই সময়ে মোনা বলল, 'রানা, কি হয়েছে?' রানার দিকে এক পা বাড়াতেই খেঁকিয়ে উঠল আবু তালেব, বলল, 'চুপচাপ ওই চেয়ারে বসো!'

রানার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চাইল মোনা। পুরোপুরি বুঝতে পারছে না সে কি ঘটছে। রিভলভারটা ওর দিকে ধরা দেখে মনে হলো ওকে উদ্ধার করতে এসে বন্দী হয়েছে রানা।

কাঁধ ধরে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল তালেব। 'আমি আজকে তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম—আবার ঠিক একই প্রশ্ন করছি।'

'আমার জবাবটা আগে যা ছিল তাই থাকবে,' জবাব দিল মোনা।

'কিন্তু তা রানার জন্যে খুবই মারাত্মক হবে,' জবাব দিল রবার্ট।

বড় বড় চোখ করে রানার দিকে চাইল মোনা।

'মনে হয় ঠাট্টা করছে না কর্নেল—আমাকে সত্যিই মেরে ফেলবে ও তুমি ওর কথার উত্তর না দিলে।'

'কিন্তু তা কি করে হয়—আমার আশ্রম, আমার হসপিটালের কি হবে?' মোনা খুব বিচলিত হয়ে পড়ল, 'ওকে বলে দিলে...'

'বটে! এই যদি তোমার শেষ কথা হয় তবে তোমার চোখের সামনেই মৃত্যু ঘটবে রানার। হাঙ্কি,' হাঁক দিল রবার্ট, 'ওর ডান কানটা কেটে ফেলো।' সিস্টার মোনার দিকে ফিরে বলল, 'কান থেকেই শুরু করা যাক—তারপর ধীরে ধীরে নাক চোখ হাত পা সব যাবে।'

'ঈশ্বর! না!' চিৎকার করে উঠল মোনা। কিন্তু ততক্ষণে ছুরি হাতে তৈরি হয়ে গেছে হাঙ্কি। জেরোনিমো গত রাতে ঠিক এই রকম একটা ছুরি ব্যবহার করেছিল।

ছুটে গেল সে রানার দিকে। তৈরি ছিল না রানা। মোনা চিৎকার করে উঠল। শেষ মুহূর্তে ঝট করে ঘুরে ধরে ফেলল রানা ওর ডান হাতের কব্জি। কিন্তু ওর প্রকাণ্ড দেহের ভার সামলাতে না পেরে দুজনেই পড়ল বিছানার ওপর। বুঝে ফেলল রানা—চুক্তি ভঙ্গ করতে যাচ্ছে তালেব, সত্যিই নির্যাতন

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

দরজার কাছে উল্লাসে চিৎকার করছে মাঞ্চি। একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। হাঞ্চির বিরাট দেহের ভার সম্পূর্ণ রানার ওপর—বেশিক্ষণ ওকে ঠেকানো সম্ভব না। ডান হাত দিয়ে জনের ব্রাউনিংটা বের করল রানা। ডান পায়ের সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকানো ছিল ওটা। পরপর দুবার গুলি করল সে ওর পাঁজরে। ছিটকে গিয়ে আবু তালেবের ওপর পড়ল সে গুলি খেয়ে।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে রানা, মৃতদেহটা রানার দিকে ঠেলে দিয়ে তিন লাফে দরজার দিকে চলে গেল তালেব। মাঞ্চিকে দরজার গোড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। দুই লাফে এগিয়ে এসে দরজা আটকে লক করে দিল রানা। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল হাঞ্চির অসাড় দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে মোনা।

'সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন—হে খ্রিস্টান আত্মা তুমি তার নামে…'

দরজা ফুটো করে দুটো গুলি ঢুকে উল্টোদিকের দেয়ালে লাগল। ঘরের চেয়ারটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল রানা কাঁচের জানালাটার ওপর। ঝনঝন কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো।

আরও তিনটে গুলি ঢুকল দরজা ফুটো করে। দরজায় লাথি মারছে মাঞ্চি, হুঙ্কার ছাড়ছে।

মোনাকে টেনে তুলল রানা। 'এখন প্রার্থনার সময় নেই। জলদি এখান থেকে পালাতে হবে আমাদের।'

জানালা গলে বেরিয়ে মোনাকে নামতে সাহায্য করল রানা। ওরা একটা লম্বা স্টীল ল্যান্ডিঙের ওপর দাঁড়িয়ে—বাড়ির সামনের দিকটায়।

ওদের বামদিকে কোথাও একটা দরজা খোলার শব্দ হলো। মোনার হাত ধরে ছুটল রানা স্টীল ল্যান্ডিঙ ধরে। হেঁড়ে গলার চিৎকার শোনা গেল সেই সঙ্গে পর পর দুটো গুলি হলো। লোহার সিঁড়ির কাছে পৌঁছেই দেরি না করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। এই সময়ে চারদিক আলোকিত করে একটা ফ্লেয়ার জ্বলে উঠল। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখল রানা জেটি থেকে মাত্র পঁচিশ গজ দূরেই দাঁড়িয়ে আছে 'সান্তা মারিয়া'।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে পৌঁছতেই আবার ক্রুদ্ধ গর্জন এল। মাঞ্চি। সরু ক্যাটওয়াক ধরে রওনা হয়ে গেছে ততক্ষণে ওরা।

ওপরে চেয়ে দেখল রানা রেলিঙ ধরে গজরাচ্ছে মাঞ্চি—পাশেই দাঁড়িয়ে আবু তালেব। একটা গুলি করেই লাফিয়ে পেছনে সরে গেল সে। রানা বুঝল, গুলি ভরতেই পেছনে সরে গেছে ও। হঠাৎ কি হলো মাঞ্চির, রাগে অন্ধ হয়ে গেছে সে; চোখের সামনে ভাইকে মরতে দেখার জ্বালা, আর রানার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশবশে রেলিঙ টপকে ক্যাটওয়াক লক্ষ্য করে লাফ দিল। কিন্তু তাল সামলাতে পারল না। ওদের চোখের সামনেই তীক্ষ্ণ এক মরণ চিৎকার দিয়ে পাক খেতে খেতে চল্লিশ ফুট নিচে পাথরের ওপর পড়ল।

ফ্লেয়ার থেকে আলো কমে এসেছে এখন। মোনারহাত ধরে ক্যাটওয়াকের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল রানা এক দৌড়ে। গেটটা শিকলের মাথায় একটা পিন দিয়ে আটকানো। পিনটায় এক লাথি মেরে গেট খুলে ফেলল সে।

ওখান থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট নিচে সমুদ্রের কালচে পানি টলমল করছে ফ্লেয়ারের নিভু নিভু আলোয়। 'সান্তা মারিয়া' ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাদের তুলে নিতে। কোন্ ধাতুতে গড়া এই মেয়ে—ভাবছে রানা। এতটুকু ভয় নেই! পরের গুলিটা লোহার গায়ে লেগে তেরছা ভঙ্গিতে বেরিয়ে যেতেই রানার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে নির্দ্বিধায় লাফ দিল মোনা।

রাতের অন্ধকারে প্যারাস্যুট জাম্প করার সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে কখন যে পা মাটি ছোঁবে সঠিক আন্দাজ করা যায় না। পা ভাঙতে চাইলে রাতে প্যারাস্যুট জাম্প করাই সবচেয়ে দ্রুত আর সহজ উপায়।

ফ্লেয়ারের আলো একেবারে নিভে গেছে এখন। নিচের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। মনে হচ্ছে দোয়াতের কালি। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি। অনেকক্ষণ ধরে পড়ছে। ঝপাং করে পানিতে পড়ল ওরা—দুজনেরই মাথা ডুবে গেল পানির তলায়।

তলিয়ে গিয়ে মোনার হাত ছুটে গেছে রানার হাত থেকে। একটু হাতড়াতেই মোনার রোবের হাতা পেয়ে খামচে ধরল রানা। প্রাণপণে পা ছুঁড়ে পানির ওপর ঠেলে তুলল ওকে।

সান্তা মারিয়া থেকে একটা স্পটলাইট খুঁজে বের করল রানা আর মোনাকে। লাইট ওদের ওপর স্থির হতেই ওপর থেকে একটা গুলির আওয়াজ এল। সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেল লাইট। মোনার লম্বা রোবটার জন্যে রানার এগুতে কষ্ট হচ্ছে—মোনা নিজেও খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। অনেকক্ষণ পর, যেন এক যুগ হাবুডুবু খাওয়ার পর, হঠাৎ অন্ধকারে জনের ঝুলিয়ে দেয়া দড়ির সিঁড়িটার শেষ ধাপে হাত পড়ল রানার। পাশেই ভাসছে মোনা—চক্রাকারে ওর চারপাশে ভাসছে রোবটাও। টেনে সিঁড়ির ওপর তুলল ওকে রানা। জন রেলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াল।

'স্বাগতম, ডাচেস!' টেনে ওপরে তুলল সে মোনাকে।

খুব ক্লান্তি বোধ করছে রানা। কোনমতে নিজেকে ডেকের ওপর টেনে তুলে উবু হয়ে বসে কাঁপতে লাগল সে।

হুইল হাউসে ঢুকে সমুদ্রের দিকে বোটের মুখ ঘোরাল জন।

ওপরের দিকে একটা আগুনের হল্কা দেখা গেল। একটা বুলেট এসে পানিতে পড়ল ওদের ডান দিকে। এখন আর কোন ভয় নেই ওদের। রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছে ওরা।

দ্বিতীয় গ্লাস হুইস্কি ঢালছে রানা কেবিনে বসে, এমন সময় ঢুকল জন।

'কি ব্যাপার, খুব শক্ত ফাইটিং হয়েছে বুঝি ওখানে? হাপরের মত

হাঁপাচ্ছিলে যে?' একটা সিগারেট ধরাল জন।

'না, ওখানে খুব কষ্ট করতে হয়নি।' পুরো ঘটনার বিবরণ দিল রানা।

পুরোটা শুনে জন কেবল মন্তব্য করল, 'দুর্ভাগ্য আমাদের। ওই ব্যাটা কর্নেলকেও এই সঙ্গে শেষ করতে পারলে ভাল ছিল। মাঝির কি অবস্থা?'

'পাথরের ওপর পড়েছে ও। মনে হয় শরীরের একটা হাড়ও আর আস্ত নেই।'

পাশের কেবিনের দরজা খুলে গেল—মোনা ঘরে ঢুকল। মাথায় একটা তোয়ালে পাগড়ির মত করে প্যাঁচানো। পরনে জনের একটা ড্রেসিং গাউন। মুখটা সাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে—চেষ্টা করে একটু হাসল সে। 'আবারও ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে আপনাকে—সেই সঙ্গে জনকেও।'

বারবার বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে একটু যেন কুণ্ঠিতই বোধ করছে মোনা। কতবার আর একজনের সাহায্য নেয়া যায়? সাবধানে বসে পড়ল সে একটা চেয়ারে। রানার মনে হলো ওই মুহূর্তে বসে না পড়লে হয়তো টলে পড়ে যেত মোনা।

'কি করে জানলেন আমি কোথায় আছি?' প্রশ্ন করল মোনা।

'জ্যাকের কাছ থেকে একটু চাপ দিয়ে খবরটা বের করতে হয়েছে,' জবাব দিল রানা।

'জন ঠিক জায়গা মত এল কি করে?'

'তিনটে পথ খোলা রেখেছিলাম আমরা। ওখানে ঢুকলে কি হবে—ঘটনা কোনদিকে গড়াবে আন্দাজ করা মুশকিল ছিল, তাই এই ব্যবস্থা।'

'কি রকম?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল মোনা।

'আগে যদি জানতাম তুমি সাঁতার জানো না, তাহলে পাইন গাছের আড়ালে লুকানো জীপে পালাতাম—নয়তো তৃতীয় পথটা বেছে নিতাম।'

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল জনের, 'কি বললে? সাঁতার জানে না? অথচ ওই চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়েছে পানিতে? কি ডাকাত মেয়েরে বাবা! এখন বুঝতে পারছি কেন অমন হাঁপাচ্ছিলে তুমি।'

'রানার মধ্যে কি আছে জানি না—কেন যেন ওর সাথে থাকলে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে হয় নিজেকে। নির্ভয়ে যে-কোন জায়গায় যেতে পারা যায়। তৃতীয় পথটা কি ছিল?'

'বুদ্ধি থাকলে আঁচ করে নেয়া কঠিন না।' সরাসরি জবাব দিতে চাইল না রানা।

'মানে, সবাইকে মেরে ফেলতেন আপনি?' ভর্ৎসনার সুরে প্রশ্ন করল মোনা।

'পৃথিবীতে কিছু প্রাণী আছে, যারা অন্যের ক্ষতি ছাড়া ভাল করতে জানে না। ওরা সেই ধরনের প্রাণী—বিদায় হলেই সবার মঙ্গল।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মোনা, 'একটু বিশ্রাম নেব আমি এখন,' বলেই নিজের কেবিনে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল।

গ্লাসে আবার হুইস্কি ঢালল রানা। ওর কাঁধে হাত রাখল জন, বলল, 'ওর ব্যবহারে মন খারাপ করে লাভ নেই, জেনারেল—আগেই বলেছিলাম, মেয়েটা বদ্ধ পাগল। যাকগে, এখন কোনদিকে যাব?'

'যে-পথে মোনাকে ওরা নিয়ে গিয়েছিল সেই পথেই ফিরব। কাল দুপুরে রওনা হচ্ছি আমরা কুফরার উদ্দেশে।'

'যথা আজ্ঞা, জেনারেল।' হুইল হাউসের দিকে চলে গেল জন।

নিজেকে হঠাৎ বড় একা মনে হলো রানার। পাশের কেবিনে নিচু গলায় কেউ কথা বলছে। বুঝল, মোনা প্রার্থনা করছে।

আঁকাবাঁকা কংক্রিট ধাপ বেয়ে রানীর ভিলার দিকে এগুলো ওরা। মোনা সামনে—পেছনে রানা। একটা ক্যানভাস হোল্ডঅল রানার হাতে। উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে মোনার। পিছনের দরজায় পৌঁছে বেল টিপল রানা। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে মোনা—রানা নিজেও বেশ ক্লান্ত বোধ করছে।

একটু পরেই পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। একটা অ্যালসেশিয়ানের মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসার শব্দও চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। দরজা খুলে গেল—রানীর শোফার আর লুইসকে দেখা গেল। দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে লুইস—হাতে অটোমেটিক শটগান।

ভিতরে ঢুকল রানারা। শোফার কুত্তা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দিল লুইস। ড্রইং-রুমে দেখা পাওয়া গেল রানীর। রানাকে দেখেই সে বলে উঠল, 'তুমি যখন গেছ তখনই জানতাম মোনাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরবে—কিন্তু জনকে দেখছি না কেন?'

'ওকে জাহাজেই রেখে এসেছি—আজ রাতটা পাহারা দেবে ও,' জবাব দিল রানা।

হাত ধরে রানাকে পাশে বসাল রানী। 'খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে,' বলল সে। 'কি ঘটল ওখানে?'

'তালেব ছাড়া আর সবাই মারা পড়েছে,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

মোনাকে নিয়ে ভিতরে গেল রানী। কাবার্ড থেকে একটা আইরিশ হুইস্কির বোতল বের করল রানা—সঙ্গে সোডার সাইফনটাও। ক্রিস্টাল গ্লাসে একটু হুইস্কি ঢেলে মুখে দিল সে। নকল জাপানী মালের মত স্বাদ লাগল। কিন্তু এখন আর স্বাদের তোয়াক্কা করে না সে। জনের অ্যাডমিরালটি চার্টটা একটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। মিনিট পাঁচেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা চার্টটা। তারপর ভাঁজ শুরু করতেই রানী এসে ঘরে ঢুকল।

'কোনরকম নির্যাতন করেছে ওরা সিস্টারের ওপর?' প্রশ্ন করল রানী।

'না, সময় মতই পৌঁছেছিলাম।' জবাব দিয়ে আবার হুইস্কি ঢালতে যাচ্ছিল রানা গ্লাসে। রানার হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিল রানী।

'এটা কি খাচ্ছ? এটা তো যারা আবার আসুক চাই না তাদের জন্যে

রেখেছি আমি।' বোতলটা কাবার্ডে রেখে স্কচ হুইস্কি বের করল রানী। রানার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিয়ে পাশে বসে দীর্ঘ একটা চুমো খেল ওর ঠোঁটে।

'রানা, তুমি রানাই রয়ে গেলে। জানা নেই শোনা নেই একদিন তুমি আমার জন্যে যা করেছিলে, আজ দেখছি অপরিচিতা এই মেয়েটার জন্যেও তাই করতে যাচ্ছ। কুষ্করা মার্শেও নিশ্চয়ই যাচ্ছ তুমি ওর সঙ্গে? আসলে কারণটা কি, রানা?'

'হুঁ,' বলল রানা। 'স্বভাব যায় না মলেও।'

'প্রেম? না। জনকে কিছু টাকা পাইয়ে দেয়া? না। তাহলে? কেন, রানা?'

'মোনা জানে না আমি বাঙালী। একটা মেয়ে নিজের সম্পত্তি উদ্ধার করে বাংলাদেশের মানুষের ভালর জন্যে খরচ করতে চায়, সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চায়—ওকে না তো কাকে সাহায্য করব?' হাসল রানা। 'বিপদ দেখে পিছিয়ে যাব?'

'জানি, মানা করে কোন লাভ নেই—কিন্তু মন বলছে, না গেলেই ভাল করতে তুমি। ইতিমধ্যেই অনেক ঘোলা হয়ে গেছে পানি। ওখানে মস্ত বিপদ অপেক্ষা...'

'তুমি তো জানো আমার জীবনটাই এরকম। ঝুঁকি নিয়েই আমার কাজ।'

'ওটা কি জন্যে এনেছ?' হোল্ড অলটার দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানী।

'ঘুমানোর জন্যে।'

'পাগল হয়েছ? মনে করেছ আজকের রাতে তোমাকে অন্য কোথাও ঘুমাতে দেব আমি?' রানার গায়ের কাছে সেঁটে বসল রানী। 'কতদিন পরে এলে বলো তো? চলো, তোমাকে গান শোনাব আজ।'

আপত্তি করেও কোন লাভ নেই জানে রানা। উঠে দাঁড়াল। হোল্ড-অল খুলে স্টার্লিং সাব-মেশিনগানটা বের করে নিল হাতে। 'চলো।'

কোন গোলমাল ছাড়াই রাতটা কাটল। যত্ন করে নাস্তা খাওয়াল রানী—আজকে নিজেই নাস্তা তৈরি করেছে সে। ওর মুখে কেমন যেন একটা বিষণ্নতার ছাপ।

নাস্তার আগেই জনের খবর নিয়ে এসেছে রানা। লুইস পিছন দিককার দরজা খুলে দিয়েছিল। সিঁড়ি পথে অর্ধেক নামতেই লক্ষ করল, ডেকের ওপর বসে তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে জন।

কাছে পৌঁছতেই জিজ্ঞেস করল জন, 'রাত কেমন কাটল?'

'ভালই, তোমার কি খবর?'

'একই রকম। কোন ঝামেলা হয়নি।' চোখ টিপে হাসল সে। 'চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে রাতে বিশেষ ঘুম হয়নি!'

'আজ দুপুরে পুষিয়ে নেব। জলদি তৈরি হয়ে নাও—অনেক কাজ বাকি

আছে এখনও।' রানীর ভিলায় ফিরে এল রানা।

দু'জনে মিলে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক—অ্যাকোয়া লাং, ডাইভিঙের জিনিস পত্র সব আবার নতুন করে চেক করল ওরা। কমপ্রেশার আর জনের প্রিয় কাঁসার তৈরি শিরস্ত্রাণের ডাইভিং স্যুটটাও পরীক্ষা করতে ভুলল না। ইঞ্জিন রুমের তদারকি সেরে তেলের টিনের জন্যে ডেকে এসে রানা দেখল জেটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে মোনা। অবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা। সত্যিই যেন আলোর ছটা বেরুচ্ছে সিস্টার মোনার মাথার চারপাশে। এটাকেই কি ইংরেজীতে 'হেলো' বলে? ধবধবে সাদা পোশাকে অপূর্ব বিশুদ্ধ নির্মল মূর্তি।

'সুপ্রভাত, শরীর কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভালই—খারাপ না। আমরা রওনা হচ্ছি কখন?'

রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জন। 'তোমার কি মত? কখন রওনা হতে চাও?' জনের মতামত চাইল সে।

'দুপুর বারোটা-একটার দিকে রওনা হলে রাতের অন্ধকারে আমরা পৌঁছতে পারব।'

'ভাল, তাহলে আমি চার্চে যাবার সময় পাচ্ছি,' বলল মোনা।

'চার্চে যাবার আবার কি দরকার?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আবার অতদূর...'

'স্যান জোসেতেই একটা চার্চ আছে—ইবিযায় যাবার দরকার পড়ছে না আমার।'

'কোথাও যাবার দরকার নেই,' মাথা নাড়ল রানা।

'বুঝছেন না কেন—কি ঘটে কিছুই বলা যায় না, তাই রওনা হবার আগে আমাকে কনফেশন করতেই হবে।'

'কিছু চিন্তা কোরো না, ডাচেস,' অভয় দিল জন। 'ও ব্যাটা কি জানে? আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।' রেলিঙ টপকে মোনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে।

রানা গিয়ে ঢুকল ইঞ্জিন রুমে।

বারোটার দিকে রানী উঠে এল ডেকে। হাতে একটা বাস্কেট।

'জন আর মোনার খবর কি? ফেরেনি এখনও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না তো। আমার স্টেশন ওয়াগন নিয়ে স্যান জোসের দিকে গেছে ওরা। আমাকে বলে গেল আজ দুপুরেই রওনা হচ্ছ তোমরা।' বাস্কেট খুলল রানী—ভিতরে দেখা গেল বরফের কুচির মধ্যে বসানো রয়েছে এক বোতল ফ্রেঞ্চ শ্যাম্পেন। 'ভাবলাম, আজ দুপুরেই যখন চলে যাচ্ছ, বিদায় পর্বটা প্রচলিত নিয়মেই সারি।'

রানার হাতের চাপে শব্দ করে বোতলের কর্কটা ছুটে গিয়ে পানিতে পড়ল। দুটো গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে একটা এগিয়ে দিল রানীর দিকে। গ্লাসে চুমুক দিয়েই মনটা খুশি হয়ে উঠল রানার—ভাল জিনিস, অপূর্ব স্বাদ।

আরও খানিকটা শ্যাম্পেন ঢালল রানা দু'জনের জন্যেই। আজ কেমন একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে রানীকে। বলল, 'যাচ্ছ যাও, আমি বারণ করলেও তুমি শুনবে না। কিন্তু কেন জানি না, আমার মন সায় দিচ্ছে না এতে।'

'রিঙে যাবার আগে বুল ফাইটাররা কি বলে জানো তো? বলে, মৃত্যু আসে খোদার ইচ্ছে হলে।'

'কথা দাও, সাবধান থাকবে?' রানীর গলায় মিনতি।

রানা ওর কথার জবাব দেয়ার আগেই জন আর মোনা এসে হাজির হলো। 'পার্টি চলেছে বুঝি—আমরা দাওয়াত পেলাম না যে?'

'না, ঠিক পার্টি না। বিদায় কালে দু'জনে এক সাথে একটু গলা ভিজিয়ে নিলাম।'

একটা গ্লাসে জনের জন্যেও শ্যাম্পেন ঢালল রানা—মোনা ওর জন্যে ঢালতে বারণ করল। 'দুপুরেই না আমাদের রওনা হবার কথা?' ঘড়িতে সময় দেখল সে।

এমন মেয়ে আর দেখেনি রানা—মাঝে মাঝে ওর ব্যবহার ক্ষিপ্ত করে তোলে ওকে। নীরবে রানী আর জনের দিকে চেয়ে টোস্ট করার ভঙ্গিতে গ্লাস উঁচু করল। ওরাও ওদের গ্লাস উঁচু করে ধরল। মৃদু ঠোকাঠুকি করে 'বটমস আপ' বলেই এক চুমুকে খালি করে কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দিল রানা ওটা। দেখাদেখি রানী আর জনও তাই করল।

'রানা,' ডাকল রানী, বিষণ্ণতার ছায়া ওর চোখে, 'কথা দাও, ঝুঁকির মধ্যে যাবে না—সাবধান থাকবে?'

'ইচ্ছে করে কি কেউ মরতে চায়? ঠিক আছে, তোমার জন্যে আরও দশ ডিগ্রী বাড়তি সাবধান থাকব।'

এগিয়ে এসে রানার ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে নেমে জেটিতে দাঁড়াল রানী।

'গত রাত জেগে কেটেছে তোমার, জন—ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নাও, সময় মত উঠিয়ে দিয়ে আমি ঘুমাব।' হুইল হাউসে গিয়ে ঢুকল রানা—অল্পক্ষণ পরেই জেটিতে দাঁড়ানো রানীর আকৃতি ধীরে ধীরে ছোট হতে আরম্ভ করল। যতক্ষণ দেখা গেল, হাত নেড়ে বিদায় জানাল রানী।

রাত আটটার দিকে কেবিনে ফিরে এল রানা। বিছানার ওপর স্বপ্ন দেখে ছটফট করছে জন। রানার ডাকে উঠে বসে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কয়টা বাজে?' সময় জেনে নিয়েই সোজা হুইল হাউসে গিয়ে ঢুকল জন। নিজের বাঙ্কে উঠল রানা।

তিনটে ঘণ্টা মড়ার মত ঘুমাল সে। রাত এগারোটায় খুট করে শব্দ হতেই চোখ মেলল।

একটা ট্রেতে তিন কাপ কফি আর কিছু বিস্কিট নিয়ে ঘরে ঢুকল মোনা। জনকে তারটা পৌঁছে দিয়ে এল ইঞ্জিন রুমে। রানার মুখোমুখি বসল সে।

'কি ব্যাপার, সিস্টার? উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তোমাকে?' প্রশ্ন করল রানা।

'জন সকাল থেকে ড্রাগস নেয়নি—ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ করে ছাড়ার বিপদটা নিশ্চয়ই অজানা নেই আপনার?'

আবেগহীন গলায় বললেও স্পষ্ট বোঝা গেল ওর ভিতরে কি দারুণ ঝড় চলছে। এই সম্পদ উদ্ধারের কাজটা মোনার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—কোন বাধাই সামনে দাঁড়াতে দেয়া যাবে না। কোন লোককে তো অবশ্যই নয়। নিজেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে সে।

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, দুর্বলতার সময় নয় এটা—এতদূর এসে জনের জন্যে সব পণ্ড হোক, এটা অসহ্য?'

'কথাটা একটু রূঢ় শোনালেও সত্যি।'

'ড্রাগস নিয়ে জনের ক্ষতি হলেও তুমি চাও নিজের ক্ষতি করে হলেও তোমার কাজটা যেন সে উদ্ধার করে দেয়?'

অস্বীকার করল না মোনা। রানার চোখে চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যদি দরকার পড়ে, আপনি সামলাতে পারবেন ওকে? কুফরা মার্শে যদি সে ভেঙে পড়ে—পারবেন একা সবদিক সামাল দিতে?'

সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল রানা। সুন্দর একটা রাত—ঠাণ্ডা পড়েনি এখনও। ছোট ছোট ঢেউগুলো বাড়ি খাচ্ছে বোটের গায়ে। হুইল হাউসে জন। কম্পাসের লাইটে ওর মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। ফ্যাকাসে মুখটা বয়সের তুলনায় অনেক বুড়োটে মনে হচ্ছে।

'এই যে, জেনারেল—কি খবর?' রানাকে দেখেই বলে উঠল জন।

'তোমার চেহারা ভাল দেখাচ্ছে না—কিছু চাই তোমার?'

'খুব ভাল আছি আমি—ও জিনিস আর না।' কটকট শব্দ তুলে ভীষণভাবে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে জনের—কথা বলতেও অসুবিধে হচ্ছে ওর, 'দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাব আমি।'

'ঠিক আছে, তুমি তাহলে বিশ্রাম নিয়ে এসো দু'ঘণ্টা।'

রানাকে কোর্স বুঝিয়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে রওনা হলো জন। সারা মুখ ঘেমে চকচক করছে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল রানা, 'এখন সাধু হতে চেয়ে বিশেষ লাভ নেই। ড্রাগ দরকার—একটা শট নাও, জন।'

'না জেনারেল, আর না।' মরার আগে যেন বিদায় নিচ্ছে, এমন মুখ করে হাসল জন।

বেরিয়ে গেল সে। ডেকের ওপর দিয়ে যাবার সময় এমন কুঁজো হয়ে টলতে টলতে হাঁটল যে রানার ভয়ই হলো সমুদ্রে পড়ে না যায়। নিচে অদৃশ্য হলো জন।

আধ ঘণ্টা পরে। আবার সিস্টার মোনাকে দেখা গেল—রানার জন্যে চা, আর ডিম ভাজির স্যান্ডউইচ নিয়ে এসেছে। চার্ট টেবিলের ওপর ট্রেটা নামিয়ে রাখল সে। এই পরিবেশে একেবারেই বেমানান দেখাচ্ছে মোনাকে।

'জনের খবর কি?'

'জানি না—সোজা নিজের কেবিনে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে সে।'

'তোমার ইচ্ছে হয়তো পূর্ণ হতে যাচ্ছে—এখান থেকে নিচে নামার সময়ে যে অবস্থা দেখলাম ওর, বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না ও।'

'শুনতে আপনার কাছে কঠিন মনে হলেও, যা বলেছি ঠিকই বলেছি আমি। পরিস্থিতি অন্য রকম থাকলে এই আমিই আবার দিনরাত সেবা করে ওকে অভিশাপ মুক্ত করার চেষ্টা করব। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই সেজন্যে উপযুক্ত স্থান বা সময় নয়।' শান্তভাবে জবাব দিল মোনা।

'যাক গে—ভাল স্যান্ডউইচ বানাও তো তুমি!' কথার মোড় ঘোরাল রানা।

আসলেই ভাল বানিয়েছে। রানা খাবার দিকে পুরো মনোযোগ দেয়াতে কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। রানার খাওয়া শেষ হতেই চা ঢেলে দিল মোনা।

'চমৎকার,' হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল রানা।

'আমাকে খুব একটা পছন্দ করেন না আপনি,' মন্তব্য করল মোনা।

'তুমিই তো বলেছ আমি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর মানুষের দয়া মায়া ভালবাসা পছন্দ এসব থাকে নাকি?'

'কি যেন ভুল হচ্ছে আমার…এরমধ্যেই অনেক মারপিট করতে দেখেছি আপনাকে—মানুষ খুন করতেও দেখেছি নিজের চোখেই। আপনি নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই—কিন্তু আবার সংশয় হয়, কিছুই তো আপনি নিজের স্বার্থে করেননি? আমি আপনাকে ঠিক বুঝি না। এই বোটও জোগাড় করে দিলেন আপনিই—অথচ কোনও টাকা নেবেন না। কেন? কেন আপনি ব্যথা পান জন সম্পর্কে রূঢ় অথচ সঠিক মন্তব্যে? আপনাকে ঠিক বুঝি না… নিষ্ঠুর, অথচ মনে হয় ভেতরে সুন্দর একটা মন আছে।'

'তুমি খুব সহজ আর সরল মানুষ, মোনা! ভাল আর মন্দ তোমার কাছে স্পষ্ট। তুমি কোনদিনই বুঝবে না ভাল-মন্দে মেশানো মাসুদ রানাকে।'

'কেন? আমি কি দোষ করেছি যে আপনাকে বুঝতে বা জানতে পারব না?'

'তুমি জানো আমি কে—কি আমার পেশা, কেন তোমাকে সাহায্য করছি?'

'না, এসব কিছুই আমার জানা নেই। সেজন্যে জানতে এলাম। কে আপনি?'

'মানুষ, পরিচয়ে আর চলছে না?'

'না, আমি জানতে চাই আপনি কোন্ দেশের মানুষ, কি করেন…'

'বাংলাদেশ।' মৃদু হেসে বলল রানা।

চমকে উঠল মোনা।

'কি! তুমি বাঙালী।' পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল মোনা।

'হ্যাঁ, বাংলাদেশী বাঙালী।' জবাব দিল রানা।

'সেই জন্যেই তুমি…'

'হ্যাঁ। তুমি বিদেশী এক মেয়ে হয়ে আমারই ভাই বোনদের সাহায্য করার জন্যে এতটা আকুল হয়েছ, এটা সত্যিই আমাকে অভিভূত করেছে। সরকারী চাকরি করি আমি। বিভিন্ন দেশের যত ধূর্ত আর খারাপ লোকেদের সঙ্গেই আমার কারবার। ভাবলাম, আমার সাহায্য তোমার দরকার হবে। তোমার কাছে খারাপ লাগতে পারে আমার মারপিট—কিন্তু অকারণে বা অন্যায় ভাবে কারও ওপর হাত তুলিনি আমি আজ পর্যন্ত।'

'তোমার টেলিগ্রামে বারো ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ চলে আসে, তুমি তো বিরাট ধনী লোক—তোমার চাকরি করার কি দরকার?'

'সে অনেক কথা, সব কথা তুমি বুঝবে না। চাকরি করি কাঁচা-পাকা এক জোড়া ভুরুর ইশারায়। আর টাকা… রেবেকা সাউল নামে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ছিল। বিরাট ধনী ছিল মেয়েটা। বিয়ের আগেই সব লিখে দিয়েছিল আমার নামে।'

'তারপর? বিয়ে হলো না?'

'নাহ্। দুই-দুইবার আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল মেয়েটা,' মুখটা কালো হয়ে গেল রানার। 'কিন্তু আমি ওকে একবারও পারলাম না বাঁচাতে।'

'মারা গেছে? কিভাবে?' নিজের অজান্তেই প্রশ্ন করছে মোনা।

'বলেছি না, বিভিন্ন দেশের খারাপ লোকেদের সঙ্গেই আমার কাজ? তেমনি একজনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম—প্রতিজ্ঞা করেছিল সে, প্রতিশোধ নেবে। নিয়েছিলও—রেবেকাকে খুন করে। ওকে ভালবেসেছিলাম আমি—তাই ওকে হত্যা করে শোধ নিল।'

'কি সাংঘাতিক লোক!'

'হ্যাঁ, শুধু সাংঘাতিক নয়, সাড়ে-সাংঘাতিক!' হালকা গলায় বলল রানা।

'কোথায় আছে সে এখন?'

আঙুল তুলে ওপরের দিকে দেখাল রানা। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'কিন্তু তাতে রেবেকাকে ফিরে পাইনি।' প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে কথা খুঁজছে রানা, এমনি সময়ে রানার একটা হাত ধরল মোনা শক্ত হাতে।

রানার হাতের ওপর হাত রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। 'অনেক দুঃখী মানুষ তুমি—না জেনে অনেক কঠিন আর অন্যায় কথা বলেছি, দোষ নিয়ো না।'

মোনার হাতের ওপর মৃদু চাপড় দিল রানা, বলল, 'কিচ্ছু ভেব না। ঘা শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে এখন—আর ব্যথা পাই না।'

'আশ্চর্য মানুষ তুমি। নিষ্ঠুর, কঠিন অথচ নরম, কোমল।' একটু যেন ভাবপ্রবণ হয়ে উঠল মোনা। কি বলতে চায় নিজেও পরিষ্কার জানে না বেচারী। সান্ত্বনা দিতে চায়, রানার দুঃখ মোচন করতে চায়—কিন্তু কোন ভাষা খুঁজে পেল না।

*

নিচ থেকে জনের চিৎকার শোনা গেল । বোটটা অটোমেটিক পাইলটে দিয়ে দ্রুত ছুটল রানা। দরজা বন্ধ। শব্দ করে দরজা ধাক্কা দিল রানা, সেই সঙ্গে চিৎকার করে বলল, 'জন, শিগগির দরজা খোলো।'

এই সময়ে মোনা এসে দাঁড়াল রানার পাশে। 'বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে! এখনই ইনজেকশন দেয়া না হলে খারাপ অবস্থা হবে ওর।'

চিৎকার করে প্রলাপ বকছে জন, 'না, খোদা, না! অমন করে তাকিয়ো না তোমরা আমার দিকে। আমি জানতাম না—জানতাম না।'

ডাকাডাকি করে কোন ফল হলো না। কাঁধের ধাক্কায় দরজার তালা খুলে ফেলল রানা।

বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জন। বিস্ফারিত চোখে পাগলের শূন্য দৃষ্টি। পাশেই টেবিলের ওপর রাখা আছে ওর ড্রাগের বাক্স আর হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। নিজের মনোবল পরীক্ষা করার জন্যেই যেন ওগুলো হাতের কাছে রেখেছে সে।

খিঁচুনি আরম্ভ হতেই রানা ঠেসে ধরল জনকে। দক্ষ হাতে ইনজেকশন তৈরি করে ফেলল মোনা। জন চেয়ে আছে রানার দিকেই—হিংস্র জন্তুর মত দাঁত বেরিয়ে রয়েছে ওর। রানার দিকে চেয়ে থাকলেও রানাকে দেখছে না সে। রানার পিছনে অতীতের কিছু বর্ণনাতীত বীভৎস দৃশ্য দেখছে যেন!

'আমি মেরেছি ওদের···মহৎ প্রাণ জন! ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে খুন করেছি আমি নির্দয় ভাবে।'

ভীষণ কাঁপতে আরম্ভ করল সে। মোনা সিরিঞ্জ নিয়ে তৈরি হতেই আরও জোরে চেপে ধরল রানা ওকে। কাপড়ের হাতা সরিয়ে ইনজেক্ট করল মোনা। খুব অস্থির ভাবে ছটফট করছিল জন—হঠাৎ করে যেন একটা সুতো কেটে গেছে—একেবারে স্থির হয়ে গেল সে।

চোখের পাতা টেনে সরিয়ে ওর চোখ পরীক্ষা করল মোনা।

'এখন ঘুমাবে ও—ঘুমের পরে অনেক ভাল বোধ করবে।' জনের গায়ের ওপর কম্বলটা ঠিক করে টেনে দিয়ে রানার দিকে ফিরে দাঁড়াল মোনা। 'ছোট বাচ্চাদের ব্যাপারে কি বলছিল ও, রানা?'

'আল্লা মালুম! এই প্রথম আমি ওর কাছ থেকে এই ধরনের কথা শুনলাম।'

জনের কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিল মোনা, 'বেচারী, কোন মানুষকে এর আগে আর আমি এতটা মানসিক অশান্তিতে ভুগতে দেখিনি।'

জন সম্পর্কে জেনির বলা কথাটা মনে পড়ে গেল রানার। দম আটকে আসছে ওর। ডেকের মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে এল রানা।

গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিল রানা। জনের প্রলাপের কথাগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। বোতলটা নামিয়ে রাখতেই মোনা ঢুকল হুইল হাউসে।

'জনের খবর কি?' জানতে চাইল রানা।

'খুব খারাপ!' বলল জন। মোনার পিছনে আঁধারের মাঝ থেকে বেরিয়ে এল সে। কম্বলের তৈরি অদ্ভুত একটা আলখেল্লা কাঁধের ওপর ঝুলছে। রানার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল জন।

'প্রলাপের মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চাদের খুন করার কথা বলেছি?' একটু ইতস্তত করে জানতে চাইল জন।

মাথা ঝাঁকাল রানা। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল জনের। একটু পর সামলে নিয়ে চাইল রানার চোখে।

'মনে আছে সেই হাইফং হারবারের ঘটনা?' ধীর শান্ত গলায় শুরু করল জন, 'যে কাজের জন্যে আমাকে হিরোর সম্মান দেয়া হলো?'

রানার কাছ থেকে কিছু একটা জবাবের প্রতীক্ষা করছে জন। রানা বলল, 'হ্যাঁ, ম্যাগাজিনে ছবি-টবি দিয়ে ফলাও করে লিখেছিল তোমার কথা।'

'সেই ঘটনারই কয়েকদিন পরের কথা। শত্রুপক্ষের একটা বিরাট গোলা-বারুদ আর বোমা ভর্তি জাহাজের ওপর নজর রেখেছিল নেভী, কিন্তু হঠাৎ সেটা হারিয়ে যায়। নেভী ইন্টেলিজেন্স খবর দিল যে ওটাকে লাল নদীর মোহনায় উপসাগরে নোঙর করে থাকতে দেখা গেছে। প্রথম সুযোগেই ওটা হাইফং পৌঁছবার অপেক্ষায় আছে। ওটাকে রুখতেই হবে। পুরো যুদ্ধের ভারসাম্য পালটে যেতে পারে ওটা নিরাপদে পৌঁছলে। আজকালকার সিনেমাতে যেমন থাকে।'

জনের খুব মানসিক যাতনা হচ্ছে বুঝে রানা বলল, 'ভূমিকা ছেড়ে আসল কথায় এসো, জন।'

'বলছি, জেনারেল, বলছি। ক্রীমটাই তো বাকি রয়ে গেছে এখনও। শুধু একজন মানুষের কাজ এটা—একজন দুঃসাহসী স্বেচ্ছাসেবক। তারা আমাকে প্যারাস্যুট করে নামিয়ে দিল উপযুক্ত মালমশলা সহ। সাঁতার কেটে গিয়ে আমি দুটো লিম্পেট মাইন বসিয়ে দিলাম জাহাজের তলায়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চৌচির হয়ে গেল জাহাজটা। পাথরের মত টুপ করে ডুবে গেল ওটা।'

'ঠিক জায়গা মতই বসিয়েছিলে মনে হচ্ছে। নির্ভুল।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। পরদিন ভোরে, আমাকে যখন তুলে নেবার কথা তার একটু আগে, আমি সাঁতরে গিয়ে ডুব দিলাম ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখার জন্যে।'

এই পর্যন্ত বলে একটু দম নিল জন। 'সূর্য উঠেছে, যথেষ্ট আলো তখন চারদিকে, কিন্তু কিছু একটা ভুল হয়েছে, ভীষণ ভুল—প্রথম থেকেই আমার মনটা তাই বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমি একা নই ওখানে। আমার সহজাত প্রবৃত্তি আকারে ইঙ্গিতে আমাকে বারণ করল ডুব দিতে। কিন্তু শুনলাম না!' একটু ইতস্তত করল জন, কিভাবে পরের কথাগুলো সাজাবে সেটাই মনে মনে ঠিক করে নিল, 'যা হোক, নিচে ডুব দিয়ে দেখলাম, প্রধান কেবিনের দরজা বাইরে থেকে লাগানো। কৌতূহলী হয়ে আমি দরজা খুলে ভিতরে গেলাম।

কেউ হাত বাড়িয়ে আমার গলা টিপে ধরতে চাইল—একটা ছোট্ট মেয়ে।'

মোনা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল, ঘটনার আকস্মিকতায় ভয়ার্ত শব্দ বের হলো তার মুখ দিয়ে।

'আমার চারদিকেই ওরা—ছোট ছোট বাচ্চা—ডজন ডজন বাচ্চা ভেসে বেড়াচ্ছে। সবাই যেন হাত বাড়িয়ে জানতে চাইছে কেন এ-কাজ করলাম। ওদের চোখে-মুখে ঘৃণা আর ভীতি! ওহ্ গড! আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ওরা—মনে হলো আমি যেন কোনদিন ওখান থেকে বের হতে পারব না। কেমন করে যে ওখান থেকে বেরিয়ে তীরে পৌঁছলাম তা আজও জানি না আমি।'

'কিন্তু ওরা ওখানে এল কিভাবে?' প্রশ্ন করল মোনা।

'ভুল খবর দিয়েছিল কেউ—ওটা সেই জাহাজ নয়। গোলা বারুদ নেই—ছিল অনেক অনেক শরণার্থী।' এদিক ওদিক ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল জন, 'পরদিন যখন প্লেনে করে ঘাঁটিতে পৌঁছলাম, শুনলাম এর আগের মিশনের জন্যে কংগ্রেশনাল মেডাল অভ অনারের জন্যে আমাকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। বিচিত্র এই জীবন, তাই না, জেনারেল? আর একটা সিগারেট আছে?'

একটা সিগারেট জনকে দিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি কি জাহাজের হোল্ডগুলো পরীক্ষা করে দেখেছিলে?'

'না, হোল্ড পরীক্ষা করব কেন?'

'সত্যিই গোলা বারুদ ছিল কিনা ওই জাহাজে তা জানা যেত।'

'গোলা বারুদ পেলে কি তফাৎ হত?' দুঃখের হাসি হাসল জন, 'আমার বিচারে কোন তফাৎই হত না—কোন কালেই না।'

ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে টোকা দিয়ে ছোট হয়ে আসা সিগারেটটা রেলিং টপকে ফেলে দিল। কাঁধের কম্বলটা টেনে দিতেই ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত রকম আভিজাত্য লক্ষ করা গেল। 'জানো ডাচেস, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আমার বুকে মেডেলটা পিন দিয়ে আটকে দেয়ার সময়ে কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট না হয়ে যদি জন ম্যাকেনরো হতে পারতেন—গৌরব বোধ করতেন তিনি।'

ডেকের ওপর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল জন। নিচে যাবার দরজার সামনে থেমে ঘুরে দাঁড়াল, 'বছরের সেরা ঠাট্টা, তাই না?'

অদৃশ্য হয়ে গেল জন। নিঃশব্দে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরতে থাকল মোনার চোখ থেকে।

বাতাসের বেগ বাড়তে আরম্ভ করেছে। আবহাওয়া দপ্তর অনুসারে বৃষ্টির ঝাপটা সহ তিন থেকে চার গতিবেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনার টুপি দেখা দিয়েছে—তবে এতে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওদের যাত্রা কেবল এখনও একটু অস্বস্তিকর হয়েছে—এই যা। এসব নিয়ে

ভাবছে না, রানার মাথায় এখন অন্য চিন্তা।

আলজিরিয়ার উপকূলের কাছে এসে পড়েছে ওরা এখন। আর ঘণ্টা খানেকের পথও বাকি নেই। মনোযোগ দিয়ে চার্ট দেখছে রানা। এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল—মোনা একটা ট্রে খামচে ধরে টলমল পায়ে ভিতরে ঢুকল। একটা কফি পট আর দুটো টিনের কাপ রয়েছে ট্রের ওপর।

দরজাটা চট করে বন্ধ করে দিয়ে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মোনা। আগের চেয়েও বেশি বেমানান দেখাচ্ছে এখন সিস্টার মোনাকে। বৃষ্টি ঠেকাতে একটা হলুদ বর্ষাতি পরেছে সে তার সাদা পোশাকের ওপর।

চার্ট টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল মোনা। বেশ কসরত করতে হলো তাকে কফি ঢালতে। 'খারাপ আবহাওয়া,' বলল সে।

'এর চেয়ে হাজার গুণে খারাপ আবহাওয়াও দেখা আছে আমার। সেই তুলনায় এটা কিছুই না। কোন ভয় নেই। জনের খবর কি?'

'আবার নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকেছে।' একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে জেনারেল বলে ডাকে কেন ও?'

'তার আগে জবাব দাও, তোমাকে ডাচেস বলে ডাকে কেন?' হাসি মুখে প্রশ্ন করল রানা।

'ডাচেস? কি জানি!'

'আমিও জানি না। যাকে যা খুশি তাই বলে ডাকে ও। কোন কারণ ছাড়াই। খেয়াল।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল মোনা, তারপর বলল, 'জানি না কি বলব আমি—কিভাবে সান্ত্বনা দেব ওকে।'

'কিছুই বলার দরকার নেই। হয়তো আমাদের কাছে সব বলে ফেলার জন্যে এখন অনুতাপ করছে।'

'আমার তো মনে হয় ওর বুকটা একটু হালকা হয়েছে আমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা বলতে পেরে।'

'কনফেশন আত্মা-শুদ্ধির জন্যে ভাল—এই অর্থে?' মাথা নাড়ল রানা, 'ওর জন্যে না। কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনায় নিজেকে তিলে তিলে শেষ করছে ও। ওর নিজের ভেতর থেকে পরিবর্তন না এলে কারও কিচ্ছু করার নেই, কারও সাধ্য নেই কোন উপকার করে।'

'কি অন্যায়! বিনা কারণে মারা পড়ল এতগুলো নিষ্পাপ শিশু, এদিকে জনও মরছে তিলে তিলে, অনেক ভুগে। সবটাই ক্ষতি—ওয়েস্টেজ।'

'তা ঠিক, জন নিজেকে গণ-হত্যাকারী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না। আর ওই মেডেল হয়েছে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।'

'কিন্তু তাই বলে একজন সবার চোখের সামনে আত্মহত্যা করবে?'

'ঠিক আত্মহত্যা নয়—ওর ধারণা প্রায়শ্চিত্ত করছে ও। না জেনে জেনোসাইড করেছে, সেজন্যে তীব্র চাবুক মারছে সে নিজেকে।'

ঠিক এমনি সময় দড়াম করে খুলে গেল দরজা। দরজার সামনে জনকে

দেখা গেল। 'আমাদের কপাল ভাল, এইরকম আবহাওয়া থাকলে কুফরা মার্শে ঢোকা পানির মত সহজ হবে। কফির গন্ধ পাচ্ছি না?'

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যবহার করছে এখন জন। অবাক হলো না রানা। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ব্র্যান্ডির গন্ধ পেয়েছে সে।

মোনার ঢেলে দেয়া কফিতে চুমুক দিয়ে চার্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। 'তালেব এখন ইবিযায়। সে হয়তো মনে করছে আমরাও ইবিযাতেই আছি।'

'তাই যদি হয় তবে কেউ কিছু বোঝার আগেই আমরা ভেতরে ঢুকে কাজ সেরে বেরিয়ে যেতে পারব,' মন্তব্য করল মোনা।

'কিন্তু আমাদের মোটেই অসাবধান হওয়া চলবে না। তালেব হয়তো তার লোকজনকে কুফরা নদীর মুখে নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকতে পারে।' রানা তার মতামত প্রকাশ করল। 'অন্য কোন পথে কুফরায় ঢোকা সম্ভব নয় যখন নদী-মুখ পাহারা দেয়াটাই স্বাভাবিক। তাই না?'

'ঠিক বলেছ,' বলে উঠল জন। পেনসিল দিয়ে চার্টের ওপর কয়েকটা টোকা দিল সে। 'কাগজে কলমে তাই মনে হয় বটে—কিন্তু কুফরা মার্শে ঢোকার আরও একটা পথ আছে। মনে আছে, আমি গত বছর কয়েকবার সিগারেট সাপ্লাই দিয়েছি এই এলাকায়? কুফরা মার্শের একটা লেগুনে মাল ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, প্রায় মাইল খানেক ভিতরে। ওরা স্থানীয় একজন জেলে দিয়েছিল, সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। কোন চার্টে ওই পথের কোন উল্লেখ নেই।'

'খিড়কি দরজা দিয়ে প্রবেশ? চমৎকার!' বলল মোনা।

'তবে খুব সোজা হবে না ব্যাপারটা। নদীর তলায় বালি কখন যে কোথায় ঢিবি বাঁধে কোন ঠিক নেই। ক্ষণে ক্ষণেই জায়গা বদলায় ওগুলো। তবে আমার ধারণা, এই ছোট জাহাজ নিয়ে খুব একটা বেগ পেতে হবে না আমাদের। একবার ঢুকতে পারলে আর কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের ওই লম্বা লম্বা নল খাগড়ার মধ্যে। এমন কি আকাশ থেকেও আমাদের খুঁজে পাবে না কেউ, আমরা যদি রানার কেনা বিভ্রান্তির জালটা ব্যবহার করি।' কথা শেষ করেই হেসে উঠল জন, 'যদি কেউ কুফরা নদীর মুখে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে দীর্ঘ অপেক্ষা লেখা রয়েছে বেচারাদের কপালে।'

'অন্য কোন পথে ঢুকতে পারলে আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে,' বলল মোনা।

'এইবার সময় এসেছে, ডাচেস, মুখ খোলার—বেয়ারিং এখন জানা দরকার আমাদের,' বলল জন।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বেয়ারিং জানিয়ে দিল মোনা। এই কয়দিনে এই দুইজন মানুষকে কিছুটা বুঝেছে সে। মোনার মনে হয়েছে এরা যেন পৃথিবীর মানুষ না। আর সব মানুষের সঙ্গে কোথায় যেন এই দু'জনের একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

কাঁটা কম্পাস নিয়ে কাজে লেগে গেল জন। কিছুক্ষণ পরে পেনসিল দিয়ে

দাগ দিল সে চার্টের ওপর। রানাও বসল কাগজ কলম নিয়ে—দু'জনের উত্তরই মিলে গেল। জারজার তিন মাইল উত্তর-পূবে পড়েছে প্লেন।

'যাদের সঙ্গে কারবার ছিল আমার, তাদের কাছ থেকেই জেনেছি, কুফরায় কিছু অদ্ভুত মানুষের বাস আছে। হুসা নামে পরিচিত ওরা—তাই না, ডাচেস?'

মাথা ঝাঁকাল মোনা। 'হ্যাঁ, অদ্ভুতই বটে—ঘোড়ার পিঠে চলে ওরা, কারও শাসন মানে না, লুটে লুটে খায়—রীতিমত বুনো। সরকারও বিশেষ কিছু করতে পারে না ওদের।'

'ঘোড়সওয়ার—মার্শ এলাকায়?' অবাক হলো রানা।

'হ্যাঁ, তাই। যুগ যুগ ধরে আছে ওরা। বিশেষ ঘোড়া এগুলো—যেমন ডাঙায় তেমনি পানিতে চলতে পারে।'

'ওরা কি জারজায় থাকে?' জিজ্ঞেস করল জন।

মাথা নাড়ল মোনা, 'না। জারজা খুব গরীব এলাকা। কয়েকঘর গরীব জেলের বাস ওখানে।'

'হুসারা জারজায় হামলা করে না?'

'খুব কম। এসব এলাকার লোকেরা কুফরা মার্শের নাড়ি নক্ষত্র চেনে। দরকারের সময় অনায়াসে মার্শের মধ্যে দ্রুত লুকিয়ে পড়তে পারে।'

'ভাল কথা, তবে আমার বিশ্বাস জারজার লোকেদের কাছ থেকে আমাদের দূরে থাকাই ভাল। ক'দিন লাগবে, জন? দু'দিনে কাজ সারা যাবে না?'

'তা যাবে। লেগুনের গভীরতা কোথাও পাঁচ ফ্যাদমের বেশি হবে না। ডিকমপ্রেশনের ঝামেলা পোহাতে হবে না আমাদের—মনে হয় জলদিই কাজ সারা যাবে।'

'তোমাকেও যথেষ্ট কাজ করতে হবে, মোনা,' বলল রানা। 'ডিজেল হয়েস্ট অপারেট করে মাল ওপরে তুলতে হবে তোমার। কি করে ওটা চালাতে হয় তা সময় মত শিখিয়ে দেব—সোজাই।'

'সব কিছুর জন্যে মনে মনে তৈরি হয়েই এসেছি আমি,' জবাব দিল মোনা।

'কিন্তু ওই পোশাকে কাজ করবে কি করে?'

'অন্য পোশাকও সঙ্গে এনেছি আমি।'

'খুব ভাল কথা, এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত নিজের কেবিনে ফিরে বিশ্রাম নাও গিয়ে। একমাত্র তোমারই মোটেও ঘুম হয়নি। ঘুমিয়ে পড়ো গে, সময় মত জাগিয়ে দেব।'

অনিচ্ছুক ভাবে ইতস্তত করতে দেখে রানা বলল, 'কারও কথা না শোনার অভ্যাসটা ছাড়ো এবার।' এক রকম জোর করেই নিচে যাবার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল রানা ওকে।

ঘণ্টা খানেক পরেই আলজিরিয়ার উপকূলে পৌঁছে গেল ওরা। মাঝে মাঝেই

দু'এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে এখনও। একটু কুয়াশাও পড়েছে—কিন্তু দ্রুত সমুদ্রের দিকে সরে যাচ্ছে কুয়াশা স্থল থেকে আসা জোরাল হাওয়ায়।

চার্টের ওপর ঝুঁকে রয়েছে জন। 'শক্ত স্রোত—মিনিটে মিনিটে গতি আর দিক বদলাচ্ছে। এরই নাম কুফরা।'

রানাও ঝুঁকে পড়ল চার্টের ওপর। হগস্ব্যাক কোরাল রীফ এতই লম্বা যে চার্টে আঁটেনি। বিপদ সঙ্কুল যাত্রায় ওটা আবার আলাদা একটা হুমকি।

'চার্টে তো এদিক নিয়ে ঢোকার কোন পথ দেখছি না,' স্বাভাবিক প্রশ্নটাই করল রানা।

'আগেই বলেছি—ম্যাপে নেই। আসলে কিন্তু সত্যিই একটা পথ আছে ভেতরে ঢোকার।' পেনসিল দিয়ে চার্টের একটা বিশেষ জায়গায় টোকা দিল, 'এই যে দ্বীপটা দেখছ—বুখারি? এটা আর কিছুই না, সমুদ্র থেকে একটা বিরাট পাথরের চাঁই উঠে এসেছে ওপরের দিকে। দু'তিনশো ফুট উঁচু। এরই পুব দিকে দিয়ে একটা পথ রয়েছে।'

'কিন্তু চার্টে এটা দেখানো হয়নি কেন?'

'মাত্র দুই ফ্যাদম পানি। আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট। দু'বার গেছি আমি ওই পথে। ঢোকা কঠিন হলেও বের হওয়া সোজা।'

'খুবই খুশির কথা—কিন্তু ঢোকার উপায়টা কি?'

'কোরাল রীফের পরেই একটা অটোমেটিক বাতি আছে। দশ মাইল দূরে কেপ জিনেটে আছে একটা লাইটহাউস। এই দুটো বাতি এক লাইনে রেখে এগিয়ে গেলেই টার্ক চ্যানেল দিয়ে মার্শে ঢোকা যাবে।'

'অর্থাৎ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া চাই, ভাল ক্যাপ্টেন চাই, এর পরেও চাই ভাল কপাল। এই তো?'

রাত একটায় টার্ক চ্যানেলের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। বাতি ছাড়া জাহাজ চালাচ্ছে ওরা। আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন। চাঁদের আলোয় বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারদিক।

হগসব্যাক কোরাল রীফের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলছে ওরা। শুয়োরের পিঠ নামকরণ কেন করা হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হলো না—রীফটা এগিয়ে গেছে পশ্চিমে রাতের আঁধারে—সারি সারি খাঁজ কাটা এবড়োখেবড়ো পাথরের সারি। অস্থির স্রোতের টান বেশ বোঝা যাচ্ছে, সান্তা মারিয়ার খোলের গায়ে জোর চাপড় মারছে ঢেউগুলো।

হালকা হাতে হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে জন। কম্পাস লাইটে ওর মুখটা শান্ত অথচ সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে। জন যে ঠিকই জাহাজটা নিয়ে কুফরায় ঢুকতে পারবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই রানার। কিভাবে ঢোকে সেটুকুই যা দেখবার ব্যাপার।

'ওই যে, এসে গেছি আমরা,' বলে উঠল জন।

ডেকের ওপর রেলিঙের ধারে দাঁড়াল রানা। দেখল দুশো গজ দূরে রাত্রির

আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে কোরাল রীফের শৃঙ্গ। ওর তলায় সাদা ফেনিল পানি যেন টগবগ করে ফুটছে। হুইল হাউসে ফেরত আসার জন্যে ঘুরল রানা। চিৎকার করে সাবধান করল ওকে জন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। রেলের উপর আছড়ে পড়ল রানা।

হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে হুইল ঘুরিয়ে ফুল স্পীড দিয়েছে জন। রেল আঁকড়ে ধরে রানা লক্ষ করল সরু একটা নালায় প্রবেশ করছে জাহাজটা। একপাশে বুখারির খাড়া ধার অন্যদিকে কালো কার্পেটের মত কোরাল রীফের ওপর জলোচ্ছ্বাসের সাদা ফেনা।

আশপাশের পাথরগুলো একবার ভেসে উঠছে, পরক্ষণেই আবার তলিয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের নিচে। পানির তোড় অসম্ভব বেশি এখানটায়। হঠাৎ বেকায়দা ভঙ্গিতে বাম দিকে কাত হয়ে গেল একবার জাহাজটা।

প্রাণপণে রেলিঙ খামচে ধরে আছে রানা। খোলা দরজা দিয়ে জনকে দেখা যাচ্ছে—পাগলের মত একবার ডাইনে আবার পরক্ষণেই বাঁয়ে হুইল ঘোরাচ্ছে সে। রীতিমত যুদ্ধ করছে জন। হঠাৎ নিচে কিছুর সঙ্গে জোরে ঘষা খেল জাহাজ, সঙ্গে সঙ্গেই হ্রাস পেল গতি। বোঝা যাচ্ছে, জাহাজের তলা বালির ঢিবির সঙ্গেই ধাক্কা খেয়েছে—কিন্তু মনে হলো যেন নিরেট একটা দেয়ালের সঙ্গেই খেয়েছে ধাক্কাটা। চার কি পাঁচ সেকেন্ড, তারপরে হঠাৎ করেই আবার স্বাভাবিক গতিতে চলতে আরম্ভ করল ওরা স্বচ্ছ পানিতে—মুক্ত হয়েছে জাহাজটা।

হুইল হাউস থেকে মাথা বের করে বলল জন, 'কিছু না—বিপদ কেটে গেছে আমাদের।'

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলল রানা, 'নাকি তোমার আরও কিছু কায়দা দেখাবার মতলব আছে? এবার নোঙর ফেলা যায়?'

'না,' জবাব দিল জন। 'মাত্র তো ঢুকলাম, এবার নিরাপদ জায়গায় লুকাতে হবে আমাদের। একটা লেগুন আছে আধ মাইল ভিতরে। আমার মনে হয় ওখানে পৌঁছতে পারলে আমরা যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করতে পারব। ওখান থেকে আবার ভোর বেলায় রওনা দিলেই চলবে।'

জাহাজের গতি পাঁচ ছয় নটে নামিয়ে আনল জন। ড্রাফ্‌ট্ কমাবার জন্যেই এতক্ষণ বেশি গতিতে চালিয়েছে সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল জাহাজ সামনে।

এখন বেশ টের পাচ্ছে ওরা জলাভূমির তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধ। বন মুরগী আর অন্যান্য সামুদ্রিক পাখি রাতের জন্যে আশ্রয় নিয়েছে নিজ নিজ নীড়ে। রানাদের বোট ওদের ভীত সন্ত্রস্ত ও বিরক্ত করে তুলছে বলে ডানা ঝাপটে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ওরা।

পথ এখন আর দুর্গম নয়—সহজেই এগিয়ে যেতে পারছে ওরা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল জাহাজ। এখন আর খাল নেই—চারদিকে কেবল পানি আর পানি।

জন বলল, 'এখন থেকেই আসল অসুবিধে শুরু হবে। কোথায় যে কত পানি কেউ বলতে পারে না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলায় বালির ঢিবির পজিশন।'

খুব একটা অসুবিধে ভোগ করতে হলো না ওদের। তিনবার ফাঁসল ওরা—দু'বার জন ইঞ্জিনের সাহায্যেই মুক্ত করল বোট। তৃতীয়বার যখন ভালমত ফেঁসে গেল, রানাকে নামতে হলো বুক সমান পানিতে। বেশ খানিক ধাক্কাধাক্কি করে শেষ পর্যন্ত মুক্ত করল রানা সান্তা মারিয়াকে। কিন্তু ভয় ধরে গেল ওর একবার নেমেই। সাংঘাতিক ঠাণ্ডা পানি, রীতিমত কাঁপ ধরে গেছে ওর বুকের ভেতর। সিঁড়ি বেয়ে উঠে রেল টপকাল সে।

জনের পাশ দিয়ে নিচে যাবার সময়ে একটু পিঠ চাপড়ে দিল সে রানার। কেবিনে গিয়ে ভাল করে সারা গা মুছে কাপড় বদলে নিল রানা। মোনার কোন সাড়া না পেয়ে আবার ডেকে ফিরে গেল সে। দেখল, চারদিকের দৃশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। একটা সরু খাল দিয়ে এগুচ্ছে এখন ওরা। এতই সরু যে কোনমতে বোটটা আঁটে। একটু পরেই ছোট একটা লেগুনে পৌছে গেল ওরা। ইঞ্জিন বন্ধ করে নোঙর ফেলল ডন। চারপাশে উঁচু নলের ঝোপ। জাহাজটাকে ভাল ভাবে লুকাবার জন্যে জাল দিয়ে ঢেকে দিল ওরা। এখন আকাশ থেকেও ওদের অস্তিত্ব টের পাওয়া খুব কঠিন হবে।

'চলো কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়া যাক—খুব ভোরেই আবার রওনা হওয়া যাবে,' বলেই রওনা হলো জন নিচের দিকে।

'হ্যাঁ, সেই ভাল,' বলল রানা।

ঠিক এই সময়ে মোনা হাজির হলো ডেকে। 'কোথায় আছি এখন আমরা?'

হাতের ইশারায় রানাকে দেখিয়ে দিয়ে নেমে গেল জন।

রাতের আঁধারেও ওদের চারপাশে প্রচুর জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। পাখির ডানা ঝাপটানি—ঝিল্লির ঝিঁঝি—হঠাৎ কাছেই কোথাও বিকট শব্দে ডেকে উঠল একটা কোলা ব্যাঙ।

চমকে উঠে মোনা জিজ্ঞেস করল, 'ওটা আবার কি?'

'নোনা জলের কোলা ব্যাঙ ওটা। কুফরা মার্শের ভেতর আমরা আধ মাইল ঢুকে পড়েছি। আর জেগে থেকে লাভ নেই, চলো বাকি রাতটুকু ঘুমিয়ে নেয়া যাক। কাল খুব ভোরে রওনা হব আমরা।'

নিচে নামল ওরা দু'জনেই।

ভোর ছটায় ঘুম ভেঙে গেল রানার। পোর্টহোলের ফাঁক গলে রোদ এসে ভিতরে পড়েছে। হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে জন। মুখটা ভীষণ ফ্যাকাসে আর ক্ষীণ দেখাচ্ছে। আর কতদিন আছে ওর? ভাবল রানা। কিন্তু দিনের শুরুতেই অশুভ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই—মন থেকে ঝেড়ে ফেলল সে ওই চিন্তা।

মোনার কেবিন থেকে কোন সাড়া না পেয়ে রানা নিজেই কিচেনে গিয়ে

কফি তৈরি করে কাপ আর কফি পট নিয়ে ডেকে এসে দাঁড়াল।

আলো ঝলমলে দিন—মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল রানার। জালের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল সে। অবিশ্বাস্য! মাইলের পর মাইল একই দৃশ্য। উলুখাগড়া আর নলের সারি—যথেষ্ট উঁচু। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর একটানা শব্দ হচ্ছে নলের সারির সঙ্গে বাতাসের সংঘর্ষে।

'কি হলো, কি দেখছ?' মোনার গলা।

ঘুরেই অবাক হয়ে দেখল রানা জিনস্ আর সোয়েটার পরে এসেছে মোনা ডেকে। ছোট ছোট চুল ঢাকার জন্যে এক ধরনের টুপি পরেছে—কম্যান্ডোরা যেমন টুপি ব্যবহার করে, তেমনি। কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে মোনাকে ভিন্ন পোশাকে।

'পৃথিবীর শেষ জীবিত মানুষ আমরা,' হাসিমুখে বলল রানা।

'হ্যাঁ, আমারও একই কথা মনে হয়েছে। এমন জনমানব শূন্য জায়গায় সেটা মনে হওয়াই হয়তো স্বাভাবিক। মনে হয় যেন জীবনের প্রথম দিন থেকেই একাকীত্ব স্বীকার করে নিয়েছি আমরা।'

'তোমার কথাগুলো কবিতার মত শোনাচ্ছে।' নিজের কাপেই এক কাপ কফি ঢেলে এগিয়ে দিল রানা মোনাকে।

কাপটা দু'হাতে ধরে চুমুক দিল মোনা কফিতে। অনেক উঁচু দিয়ে এক ঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে গেল উল্টো 'ভি' আকারে।

'ওরা কত সহজ, সুন্দর, কত মুক্ত, স্বাধীন, তাই না?'

সহজ সরল অথচ কঠিন প্রশ্ন করে বসল রানা মোনাকে, 'আর তুমি?'

খুব সুন্দর ভাবে এড়িয়ে গেল মোনা রানার প্রশ্নটা। বলল, 'আমাদের সবারই বিভিন্ন দায়িত্ব আছে। নিজের ইচ্ছাতেই আমি এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। আমরা যা আমরা তাই, কেননা আমরা নিজেরাই বেছে নিয়েছি এই পথ।'

'তোমার কি প্রলোভন হয় না? সাধারণ আর সবার মত করে বাঁচতে ইচ্ছে করে না?' আর একটা শক্ত প্রশ্ন করল রানা।

এবার আর এড়িয়ে গেল না মোনা। বলল, 'হয়, কিন্তু এই প্রলোভনকে জয় করার ব্রতেই নেমেছি আমি—হারতে রাজি নই।'

এই একটা কথাতেই রানা যেন অনেকখানি চিনে ফেলল মোনাকে।

'এটা অনেকটা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মত শোনাচ্ছে—খ্রিস্টান নয়।'

'স্ক্রীপচার্স আবার ভাল করে পড়ে দেখলে হয়তো তোমার ধারণা বদলাত, রানা। আসলে সব ধর্মই প্রায় এক। কোন ধর্মেই খারাপ শিক্ষা দেয়া হয়নি—যদি ঠিক ঠিক মেনে চলা যায় তবে সব ধর্মই ভাল। মস্ত বড় ধর্ম তোমাদের ইসলামও। গোটা কোরান শরীফ আমি কয়েকবার করে পড়েছি।'

জন হাজির হলো এই সময়ে—ঠাণ্ডা বাতাস এড়াবার জন্যে একটা বেশ ভারী সোয়েটার পরেছে সে—কিন্তু এছাড়া ওকে হাসি খুশি স্বাভাবিক জনই মনে হচ্ছে। অর্থাৎ এক ডোজ ইনজেকশন নিয়ে এসেছে সে। গালের লালচে

রঙ সেটার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

'কফির গন্ধ পাচ্ছি?' এটাই জনের প্রথম কথা।

মোনা তার হাতে ধরা কাপটা বাড়িয়ে দিল জনকে—রানা কফি দিয়ে ভরে দিল সেটা।

'দেখতেই পাচ্ছ, কাজের জন্যে তৈরি হয়ে এসেছি আমি?' নিজের পোশাকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল মোনা।

'জানি না ভ্যাটিকান সিটির পোপ কি মন্তব্য করবেন, তবে আমার মতে—নাহ্, এটাই ভাল লাগছে আমার। এই পোশাকেই তোমাকে বেশ ভাল মানিয়েছে, ডাচেস।' বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল জন। বোঝা গেল অন্তর থেকেই বলছে সে এই কথা।

কোন জবাবের প্রতীক্ষা না করেই সে হুইল হাউসে ঢুকল। চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে কম্পাস নিয়ে বসল। একটু পরেই সোল্লাসে চিৎকার করে বলল, 'জেনারেল, মাত্র আট মাইল দূরে আছি আমরা—দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে যেতে হবে আমাদের।'

'নাস্তার কি হবে?' প্রশ্ন করল মোনা।

'আরে রাখো তোমার নাস্তা! যত জলদি পৌঁছতে পারি ততই মঙ্গল।' কফি কাপের বাকি কফি শেষ করে আবার হুইল হাউসে ঢুকল জন। একটু পরেই গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন।

অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা। সব কিছুই যেন ধীর গতিতে চলেছে। সরু সরু নালা আর খালের গোলক ধাঁধার ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে এগুচ্ছে ওরা নল আর উলু খাগড়ার মাঝখান দিয়ে।

সূর্য যতই ওপরে উঠছে গরম ততই বাড়ছে। সেই সঙ্গে আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে কুফরা মার্শ। চারদিকে এখন পাখির কোলাহল। বালি হাঁস, বন মুরগী, পানকৌড়ি, কোয়াক, কোরা, ডাহুক, গাঙচিল—আরও কত নাম না জানা পাখি। আর সেই সঙ্গে মেঘের মত কালো বড় বড় মশার ঝাঁক। মার্শের গন্ধ মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠছে—মনে হয় গোটা দুনিয়াটাতেই বুঝি পচন ধরেছে।

জন বোটের হুইল ধরেছে, আর রানা একটা বিনকিউলার নিয়ে হুইল হাউসের ছাদে বসে পথ বাতলাচ্ছে।

বেশ কয়েকবারই ওদের পিছু হটে অন্য পথে এগুতে হয়েছে। কয়েকবার তো বাধ্য হয়ে এমন পথ বেছে নিতে হয়েছে যে দেখে মনে হবে উল্টো দিকে চলেছে ওরা।

কয়েকবারই আটকেছে ওরা বালির চরে—রানাকে নামতে হয়েছে পানিতে। যখন রানা একা পারেনি তখন মোনার হাতে হুইল ছেড়ে দিয়ে জনও নেমেছে।

সংক্ষেপে গত দুই ঘণ্টায় অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে ওদের। অবশেষে একটা সরু খাঁড়ির মধ্যে নল-খাগড়ার ভিতর জাহাজ থামাল জন।

জাহাজের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল রানা মোনার সঙ্গে। হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এল জন, 'পৌঁছে গেছি আমরা,' বলল সে রানা আর মোনার উদ্দেশে। 'এখানেই কোথাও ডুবেছিল তোমাদের প্লেন।'

মাথা নাড়ল মোনা, 'না, এ জায়গা হতেই পারে না। জায়গাটা এর চেয়ে অনেক বড় ছিল—একটা লেগুন, খাঁড়ি নয়।'

প্রথম থেকেই ভুল করেনি তো মোনা? কথাটা হঠাৎ মনে হতেই বুকটা ধক্ করে উঠল জনের। সব সময়েই মোনাকে ঘটনাক্রম সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ মনে হয়েছে বটে, কিন্তু পাইলট যে সঠিক বেয়ারিং দিয়েছিল তারই বা নিশ্চয়তা কি? কিন্তু কিছু করার নেই—এর বেশি তো কোন কিছু জানাও নেই ওদের।

'কিন্তু সেটা নিশ্চয় করে কিভাবে জানো তুমি? প্লেন তো রাতের অন্ধকারে ক্র্যাশ করেছিল,' বলল রানা। এখনও আশাবাদী সে।

মাথা ঝাঁকাল মোনা, 'তা বটে, অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম—জ্ঞান ফিরতেই দেখি একটা লেগুনের মধ্যে বাতাস ভরা রবারের ডিঙিতে রয়েছি আমি।'

'জেনারেল, যুক্তিতর্কে সময় নষ্ট না করে একটু খুঁজে দেখা যাক।'

'সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' জবাব দিল রানা।

দুটো রবারের ডিঙিতে বাতাস পুরে তৈরি হলো ওরা। 'তুমি বাম দিকে খোঁজো—আমি ডানদিকটা দেখছি,' বলল রানা।

'আমার করার কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করল মোনা।

'অবশ্যই আছে। ওই জঙ্গলের মধ্যে একটু গেলেই জাহাজ আর দেখতে পাব না আমরা। খানিক পর পর তুমি চিৎকার করে আমাদের জাহাজের অবস্থান জানিয়ে দিতে পারো।'

করার একটা কিছু পেয়ে খুশি হলো মোনা।

কাশ, নল-খাগড়ার ভিতর দিয়ে ডান দিকে এগুলো রানা। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও একটা বিরাট সিঁদুর রঙের সাপ ছাড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছুই পেল না। ওদিকে মোনা মিনিটে মিনিটে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে চলেছে। এইভাবে বেশিক্ষণ চিৎকার করলে নির্ঘাত গলা বসে যাবে মেয়েটার—ভাবল রানা। ফিরে চলল রানা শব্দ শুনে দিক ঠিক করে নিয়ে। সন্দেহ হচ্ছে এখন তার। ফাইটার প্লেনের তাড়া খাওয়া মৃত্যু পথযাত্রী একজন পাইলটের পক্ষে কতখানি নির্ভুল বেয়ারিং দেয়া সম্ভব?

ঠিক এই সময়ে জলার অন্যধার থেকে জনের উচ্চকণ্ঠ চিৎকার কানে এল রানার।

শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল রানা। এদিকটা বেশ দুর্গম। দুই হাত আর বৈঠা ব্যবহার করে এগোতে হচ্ছে। ঝোপঝাড় পেরিয়ে বেরিয়ে এল রানা একটা লেগুনের ধারে। প্রায় গোলাকার—তিনশো ফুট চওড়া হবে।

নিরিবিলি জায়গা—পাখি বা ব্যাঙের ডাক নেই এখানে। গাঢ় পানি—কিন্তু

একেবারে তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'এইখানে, জেনারেল!' ডাকল জন।

রানা দেখল, হিরনটা নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে, পানি ভর্তি বালতির মধ্যে টিনের খেলনা প্লেনের মত।

সাড়ে নয়টার মধ্যেই 'সান্তা মারিয়া'কে জায়গা মত নোঙর করার কাজ সেরে ফেলল ওরা। হাফ থ্রটলে নল খাগড়ার বেড়া ভেঙে লেগুনে প্রবেশ করার পর থেকেই মোনাকে কেমন যেন উদাসীন আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। খুবই স্বাভাবিক—অনেক বেদনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানে মোনার। কেউ উল্লেখ না করলেও সবাই জানে যে শুধু সোনাই নেই ওই প্লেনে—র‍্যালফ্ আর মোনার বাবার মৃতদেহের অবশিষ্ট অংশও রয়েছে। জন এখন একেবারে অন্য মানুষ। নিজের লাইনের কাজ পেয়ে গেছে সে। অ্যাকোয়ালং আর ডাইভিং যন্ত্রপাতি অভিজ্ঞ ডাইভারের মত চেক করে দেখছে সে।

'পাঁচ ছয় ফ্যাদমের বেশি পানি হবে না এখানে। আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। খুব সহজেই কাজ সারা যাবে।'

তৈরি হয়ে নিল রানা, 'চলো, অবস্থাটা পরীক্ষা করে দেখে আসি।'

প্রথম ডাইভের জন্যে ডাইভিং স্যুট পরার প্রয়োজন বোধ করল না ওরা। সূর্যটা যথেষ্ট তেতে উঠেছে—ঠাণ্ডা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীর জুড়িয়ে গেল রানার। বাতাসের সরবরাহ ঠিকঠাক করে নিল সে। পানির ভিতর ডিগবাজি খেয়ে নিচের দিকে চলল সে ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে। জনও পিছু নিল ওর।

হিরনটা একদিকে কাত হয়ে রয়েছে। ডান দিকের ডানাটা ওপরের দিকে, বাম দিকেরটা নেই। সম্ভবত পানির সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভেঙে গেছে—কাছেই কোথাও পড়ে আছে ওটা। ইঞ্জিন দুটোও রয়েছে ওর সঙ্গে।

প্লেনের দেহে সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতের চিহ্ন দেখা গেল পরিষ্কার। পিছনের ফিউজিলাজ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গুলি লেগে। প্লেনটার অবস্থা দেখলে বিশ্বাসই হয় না এর পরও যাত্রীদের কেউ বাঁচতে পারে।

ককপিটের কাছে নেমেছে জন। হাতের ইশারায় ডাকল রানাকে। জনের কাছে গিয়ে রানা দেখল কঠিন সংঘর্ষের ফলে প্লেনের কেবিনের ছাদ আর জানালা দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে গেছে। ভিতরে ঢোকা অসম্ভব। ভিতরে উঁকি দিয়ে রানা একটা খুলি দেখতে পেল—মাথায় চামড়ার হেলমেট। শোল্ডার স্ট্র্যাপটা জায়গা মতই রয়েছে এখনও।

মোনার দেয়া র‍্যালফের বর্ণনা মনে পড়ে গেল রানার।

প্লেনটা বাম দিকে কাত হয়ে থাকায় দরজা দিয়ে ঢোকা অসম্ভব। দরজা চাপা পড়েছে প্লেনের তলায়।

জাহাজের ডেকে রোদে বসে মোনার তৈরি করা কফি খাচ্ছে ওরা। জন উৎসাহ হারায়নি মোটেও।

'আমাদের সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে,' বলল জন, 'হয় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, আর নইলে পুড়িয়ে।'

'দ্রুত কাজ সারতে চাইলে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। আমার মনে হয়' রানা বলল, 'আর ফোরটিন প্লাস্টিক জেলিগনাইট ব্যবহার করাই ভাল হবে।

'কিন্তু শব্দ হবে অনেক,' বলল জন। 'তাছাড়া পানির তলার বিস্ফোরণ খুব অনিশ্চিত জিনিস। কেউ বলতে পারে না কি ঘটবে।'

'অর্থাৎ এখন যা আছে তারচেয়েও খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, এই তো বলতে চাও?'

'ঠিক তাই।' গাল চুলকাল জন। 'আর...আমার মনে হয় বোমাটোমা বাদ দিয়ে পোড়ানোই উচিত। এবং এজন্য ডীপ ডাইভিং স্যুট ব্যবহার করা ভাল।'

'বেশ, তাই হবে। আমার হাতে ছেড়ে দিতে চাইছ এর ভার?'

'সেটাই ভাল হবে—তাতে আমি ফ্রী থাকব আসা-যাওয়া করার জন্যে।' মোনার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি ডীপ ডাইভারের নিরাপত্তার ভার নেবে, ডাচেস। খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটা।'

'কি করতে হবে আমাকে?'

'ডাইভারকে টেনে তোমার দড়ি আর বাতাস সরবরাহ করার হোসের ভার থাকবে তোমার ওপর। আর যাই হোক তোমাকে দেখতে হবে কমপ্রেশার যেন বন্ধ না হয়!'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।'

কাষ্ঠ হাসি হাসল জন, 'শুধু চেষ্টা করলে চলবে না, ডাচেস—পারতেই হবে, নইলে অক্কা পাবে রানা।'

আগেও ব্যবহার করেছে রানা এই ডুবুরীর পোশাক। খুব একটা সুখকর নয় ব্যাপারটা। স্যুট পরে নিল সে—কমপ্রেশার চালু করে লাইন চেক করে দেখল জন। বিরাট কাঁসার তৈরি হেলমেটটা নিয়ে সাবধানে রানার মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক করে দিল।

'ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল জন।

'তোমার কি মনে হয়?'

হাসল জন। বলল, 'আমি শিগ্গিরই আসছি পানির তলায় কেমন কাজ হচ্ছে দেখতে—কিন্তু তার আগে আমি নিশ্চিত হতে চাই ডাচেস একা ঠিক মত কাজ চালাতে পারবে কিনা।' স্ক্রু এঁটে রানার মুখের সামনের প্লেটটা আটকে দিল জন—এখন হাজার চিৎকার করলেও কেউ কারও কথা শুনতে পাবে না।

রেল পেরিয়ে ঝুপ করে পানিতে পড়ল রানা। ধীর গতিতে নিচের দিকে নামতে লাগল। ছোটখাট একটা বালির ধোঁয়া তুলে তলায় পৌঁছল ও। ভ্যালভগুলো পরীক্ষা করে দেখে নিল রানা—কাটারটা এসে পড়ল ওর পাশেই।

অক্সি হাইড্রোজেন কাটারে টিউবের ভিতরের গ্যাস একটা সরল পদ্ধতির ভিতর দিয়ে এমন ভাবে বের করা হয় যাতে বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়—এই কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে শিখাটা জ্বলে।

ধীর গতিতে এগিয়ে গেল রানা প্লেনটার দিকে। একটু পরেই জনের দেখা পাওয়া গেল—হাতে শাবল। ওটা রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল সে। একটু পরেই কাটারটা জ্বলে উঠল—ওপর থেকে ট্রিগার করে জ্বালিয়ে দিয়েছে জন।

খুব কঠিন কাজ নয়—সহজেই শিখাটা ফিউজিলাজ কাটতে আরম্ভ করল। আবার জনকে দেখা গেল. আশপাশেই ঘুরছে। রানার পাশ থেকে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ প্লেনটাকে ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করল—তারপর রানার মাথার ওপরে প্লেনের ডানায় গিয়ে বসল। কি যেন মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

রানার মনে হলো পানিতে যেন একটা আলোড়ন হলো। কিন্তু জনকে সন্তুষ্ট মনে ওপর দিকে উঠে যেতে দেখে ভাবল, ওটা বোধহয় দৃষ্টি বিভ্রম।

আবার কাজ আরম্ভ করল রানা। প্রায় অর্ধেক কেটে ফেলেছে সে। আরও পাঁচ মিনিট কাজ করার পর শাবল তুলে নিল হাতে। শাবলের চাঁড় দিয়ে একটু ফাঁক করে নিয়ে ভিতরটা উঁকি দিয়ে দেখাই রানার উদ্দেশ্য। আবার সেই কম্পন অনুভব করল রানা পানিতে। হেলমেটের সঙ্গে বাড়ি খেলো কি যেন। কিছু একটা ছিটকে পড়ল। হঠাৎ ওপর দিকে চেয়ে দেখল, ধীরে ধীরে ডানাটা নেমে আসছে নিচে, এক্ষুণি চাপা দেবে ওকে।

এক একটা জুতোর ওজন সাড়ে সতেরো পাউন্ড। কোমরে বাঁধা রয়েছে ওর আশি পাউন্ড ওজনের সীসা। কাঁসার হেলমেটের ওজনও পঞ্চাশ পাউন্ডের কম হবে না। চেষ্টা করল বটে, কিন্তু এত সব ওজন নিয়ে ছুটে পালানো গেল না।

বিশৃঙ্খল অবস্থা—পানি ঘোলা হয়ে গেছে বালির মেঘে। কিসের যেন বাড়ি পড়ল কাঁধে। টাল সামলাতে না পেরে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল ও।

পাঁচ সেকেন্ড ওই ভাবে শুয়ে থাকার পর ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝল সে, তার হেলমেট নাড়াতে পারছে না। রানার বুঝে নিতে দেরি হলো না যে ডানার প্রান্তটা বালির ভিতর গেঁথে যাওয়ার সময় তার লাইফ লাইন আর এয়ার হোস সহ গেছে।

দিশাহারা না হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা। এখনও বাতাস পাচ্ছে সে—সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। জন এসে হাঁটু গেড়ে বসল পাশে। রানার হেলমেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর অবস্থা বোঝার চেষ্টা করল। বেঁচে আছে দেখে আশ্বস্ত হয়ে ওকে মুক্ত করার চেষ্টায় মন দিল। এই সময়ে রানা টের পেল তার স্যুটের ভেতর পানি ঢুকছে। পায়ের কাছে হাতড়ে দেখল ডান উরুর কাছে এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে তার স্যুট।

ঠাণ্ডা পানি আস্তে আস্তে এগুচ্ছে হেলমেটের দিকে—ওই পর্যন্ত পৌঁছলেই সব শেষ, দম বন্ধ হয়ে মরবে রানা।

পাশেই কি যেন করছে জন। একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করল রানা—দেখল আবার নড়তে পারছে সে কিছুটা। ঘুরে দেখল দুটো লাইনের কোনটাই উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

ছুরি বের করে লাইফ লাইনের দড়িটা কেটে কাটা প্রান্তটা রানার পোশাকের সঙ্গে বেঁধে দিল জন। এরপর সে যা করল তাতে একেবারে আঁতকে উঠল রানা। ছুরি দিয়ে তার বাতাসের হোসটা কেটে দিল হেলমেটের কাছ থেকে। কাটা হোস থেকে বাতাসের রূপালী বুদ্বুদগুলো একে একে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। বুদ্বুদের সাথে পাল্লা দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে ওপরে উঠে গেল জন।

জোর করে উঠে হাঁটু গেড়ে বসল রানা—প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছে শ্বাসের সাথে পানি ঢুকবে ওর ফুসফুসে—কিন্তু এখনও বাতাসই পাচ্ছে সে। জোর টান অনুভব করল রানা—দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে সে।

হেলমেট খুলে দিল জন। প্রথমেই রানার চোখ পড়ল মোনার দিকে। মানুষ যে মানুষের জন্যে সত্যিই এতটা উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত আর কাতর হতে পারে, এবং তার প্রকাশ যে এত পরিষ্কার ভাবে কারও মুখে ফুটে উঠতে পারে—কল্পনাও করেনি রানা।

'যীশুকে ধন্যবাদ, বাঁচিয়েছেন তোমাকে! খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি!' বলেই হাঁটু গেড়ে ডেকের ওপর বসে গেল মোনা প্রার্থনায়।

জন একটা জ্বলন্ত সিগারেট রানার ঠোঁটে গুঁজে দিল। 'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দয়াময় যীশু যে তোমাকে বাঁচায়নি, এটুকু বলতে পারি।' ধর্মে বিশ্বাস করে না জন। 'ডানার ওপর বসে খুব সম্ভব ভারসাম্য পাল্টে দিয়েছিলাম আমি।'

'আমার বাতাস সরবরাহের হোস কেটে দিলে তুমি—তারপরেও বাতাস বন্ধ হলো না—ব্যাপারটা কি?'

'আধুনিক হেলমেটে হোস কেটে গেলেই চেক ভ্যালভ স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হয়ে যায় বাতাসের সাপ্লাই বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই। একজস্ট ভ্যালভও একই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়—যেটুকু বাতাস ভিতরে আটকা পড়ে তাতে ডুবুরির বেশ কিছুক্ষণ বাঁচার সুযোগ হয়।'

'কতক্ষণ?' জানতে চাইল রানা।

'যত নিচে তুমি ছিলে—আট মিনিট। অবশ্য স্যুট ছিঁড়ে যাওয়ায় তোমার আয়ু আরও অনেক কমে গেছিল—কিন্তু তাতে কি? বেঁচে আছ তুমি—সেটাই বড় কথা।'

সিগারেটটা খুব ভাল লাগছে টানতে। মোনার দেয়া রটগাট ব্যান্ডির স্বাদটাও অপূর্ব লাগছে। রানাকে অবাক করে দিয়ে নিজের অ্যাকোয়ালাঙটা পিঠে তুলে স্ট্র্যাপ ঠিকঠাক করে নিল জন।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখন আবার কোথায় চললে?'

'নিচে ওখানে কি অবস্থা দেখে আসা দরকার।'

পানির তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল জন। আরও কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে স্যুট খুলতে শুরু করল রানা। যথাসাধ্য সাহায্য করল মোনা।

স্যুট খোলা শেষ হতেই জনকে দেখা গেল সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

'কেমন দেখলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চমৎকার। মেইন ডোরটা এখন খোলা যাচ্ছে। আমি ঢুকেছিলাম ভেতরে।'

হঠাৎ পেটের ভিতরটা খালি হয়ে গেল রানার। 'যেজন্যে এসেছি আমরা···দেখলে ভেতরে?'

'সবই আছে। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে বাক্স। কয়েকটা আবার ভেঙে খুলে গেছে। জগাখিচুড়ি অবস্থা।' একটু ইতস্তত করে নিচু গলায় বলল, 'আরেকটা কঙ্কাল দেখলাম ভেতরে।' মুঠি খুলে ডান হাত বাড়িয়ে দিল সে—হাতে বিবর্ণ একটা রূপার চেন, সাথে একটা ধর্মীয় লকেট ঝুলছে। 'এসব ব্যাপারে আমি একটা কাপুরুষ—তুমি সামলে নিয়ো।' রানার হাতে ওটা ধরিয়ে দিয়ে আবার পানিতে ঝাঁপ দিল সে।

ওরা যে মোনার বিষয়েই কথা বলছে তা সে আন্দাজ করতে পেরেছে, বুঝল রানা। ধৈর্যের সঙ্গে ডাইভিং স্যুট ভাঁজ করতে করতে রানাকে লক্ষ করছে সে আড়চোখে।

এই পরিস্থিতিতে সহজ পথই ভাল মনে করল রানা। সোজা মোনার কাছে গিয়ে মেডালটা বাড়িয়ে ধরল। 'জন পেয়েছে এটা প্লেনের ভেতর। ওর ধারণা তোমার কাছে মহা মূল্যবান হতে পারে এ জিনিস।'

স্তব্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ওটার দিকে চেয়ে রইল মোনা। তারপর গালে চেপে ধরল। 'ধন্যবাদ, রানা—এটা আমার বাবার। ওঁর গুরু সিদ্ধপুরুষ, সেন্ট মারটিন পোরেস।' শেষ দিকে গলাটা ভেঙে গেল মোনার।

উঠে নিচে চলে গেল সে।

কিছুক্ষণ পর আবার দেখা দিল জন। সিঁড়ির মাথায়। ওর হাতে চট দিয়ে মোড়া একটা প্যাকেট। হাতে নিয়ে প্যাকেটটার ওজন দেখে বেশ অবাক হলো রানা।

ডেকে উঠে এল জন। টপটপ পানি ঝরছে ওর গা থেকে। মুখোশটা কপালের ওপর ঠেলে দিয়ে বলল, 'মনে হলো দারুণ কোন জিনিস হবে—তাই নিয়ে এলাম। মোনা কোথায়?'

'নিচে। সম্ভবত মনের ভার হালকা করছে কেঁদে।' প্যাকেটটা জনের দিকে বাড়িয়ে দিল রানা।

ছুরি বের করে সাবধানে কাটতে আরম্ভ করল জন। চটের নিচে কয়েক পরত ওয়াটারপ্রুফ কাগজ। একে একে সব কয়টা-কাগজ সরাতেই বেরিয়ে এল মূর্তিটা। অবাক বিস্ময়ে নিঃশব্দে চেয়ে রইল দু'জন। জনই প্রথমে

নীরবতা ভঙ্গ করল। নিচু সুরে একটা শিস দিয়ে বলল, 'একটা জিনিস বটে! চলো, নিচ থেকে ঘুরে আসা যাক।'

নিচে নেমে দেখা গেল, টেবিলের ওপাশে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে মোনা। হাতের আঙুলের ফাঁকে ঝুলছে মেডালটা। মেডাল বেয়ে টপটপ পানি পড়ছে টেবিলের ওপর।

মৃদু গলায় রানা বলল, 'দেখো, মোনা—কি পেয়েছে জন!'

চমকে মুখ তুলল মোনা। তারপরেই অবাক বিস্ময়ে মুখ দিয়ে দ্রুত শ্বাস টানল। টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই ফুট উঁচু লেডী অভ তিজি বেনু। পানি লেগে কালচে হয়ে এলেও ওটা যে অপূর্ব সুন্দর এক শ্বাসরুদ্ধকর শিল্পকর্ম তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

পেট পুরে খেল না ওরা কেউ। একটু বিশ্রাম নিয়েই কাজে নেমে পড়ল আবার।

ডিজেল ইঞ্জিন, মাল টেনে তোলার যন্ত্র, তার—সব ঠিক জায়গামত বসিয়ে ফেলল ওরা। মোনাকে শিখিয়ে দিল জন ওটার ব্যবহার পদ্ধতি। রানা একটা সিগন্যাল লাইন তৈরি করে ফেলল তারের মাথায় ভারী সীসা বেঁধে। বেশি কিছু জানার দরকার নেই মোনার—একটান মানে থামো, দুই টান মানে টানো, আর তিন টান মানে ঢিল দাও, ব্যস।

একটা শক্ত ম্যানিলা দড়ির জাল মাল তোলা তারের এক মাথায় শক্ত করে বেঁধে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা দু'জন হিরনের উদ্দেশে। একগাছি দড়ি বেঁধে নিয়েছে রানা কোমরের সঙ্গে।

কেবিনের দরজা দিয়ে ঢুকেই রানা বুঝল 'জগা-খিচুড়ি' অবস্থা বলতে জন কি বুঝিয়েছিল। চারদিকেই বাক্স পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিছু কিছু আবার ভাঙা—ভিতরের বারগুলো বেরিয়ে এসেছে।

মোনার বাবার যা অবশিষ্ট রয়েছে তা হচ্ছে ধবধবে সাদা একটা কঙ্কাল। জামাকাপড় জীর্ণ হতে হতে ছিন্ন মলিন ন্যাকড়ার মত হয়ে গেছে। এক কোণে ভাঁজ করা একটা ত্রিপল রাখা রয়েছে। ওটা দিয়ে দেহটাকে ঢেকে দিল রানা।

এরপর আসল কাজে নামল ওরা। ম্যানিলা জালের ভিতর দুটো তিনটে করে বাক্স ভরে কোমর থেকে দড়িটা খুলে নিয়ে জালের একদিকে বেঁধে দিল রানা। সিগন্যালের দড়িতে দু'বার টান দিতেই বাক্স সহ ম্যানিলা জাল চলতে আরম্ভ করল। রানাও হাতের দড়িতে ধীরে ধীরে ঢিল দিল। বাক্স উঠে গেল জাহাজে। বাক্স নামাবার জন্যে যথেষ্ট সময় দিয়ে রানা তিনবার টান দিল দড়িতে। মোনা ঢিল দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রানা দড়ি টেনে টেনে আবার প্লেনের কাছে নিয়ে এল জাল। এই ভাবে চলল লোডিং আর আনলোডিং। ক্লান্ত শরীরে ওরা যখন ফিরল জাহাজে—জানতে পারল, ওরা এক টন সোনা, আধ টন রূপা আর দু'একটা পাঁচ মিশালী মালের বাক্স উদ্ধার করেছে সারা দিনে।

বাক্সগুলো এক এক করে নিচে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রাখল দু'জনে।

'জেনারেল,' ডাকল জন, 'শরীরে আর কুলাচ্ছে না—শেষ দু'বাক্স তুলেই আজকের মত ক্ষান্ত দিলে কেমন হয়?'

'চমৎকার হয়,' বলল রানা। 'আলো কমে এসেছে। বেঁচে থাকলে আবার দেখা যাবে কাল।' জনের মত অতটা না হলেও নিজেও রানা বেশ ক্লান্তি বোধ করছে। ঘুমের অভাবটাই কাহিল করেছে বেশি। তাছাড়া শরীরের ওপর দিয়ে কম ধকল যায়নি গত কয়েকটা দিন।

শেষ বারের মত পানিতে নামল ওরা। জালে দুটো বাক্স ভরে দু'বার টান দিল রানা সিগন্যাল কর্ডে। উঠে গেল বাক্স দুটো। চারপাশে চেয়ে আন্দাজ করল রানা, বাকি মাল তুলতে আগামীকাল দুপুর হয়ে যাবে। কালকের কাজের সুবিধের জন্যে কয়েকটা বাক্স দরজার কাছে টেনে এনে রাখল ওরা। তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে জনকে ইঙ্গিত করেই উঠতে শুরু করল রানা।

ভুশ করে ভেসে উঠল রানা। দেখল ঠিক দশ হাত দূরেই একটা ডোঙার দুমাথায় বসে আছে দু'জন কিম্ভূতকিমাকার মানুষ। দোয়াতের কালির মত গায়ের রঙ, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট, চোখ জোড়া অস্বাভাবিক চকচকে, সাদা। পরনে সামান্য এক চিলতে নেংটী ছাড়া আর কিছুই নেই। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে দু'জন রানার দিকে, যেন ভূত দেখছে।

রানা একটু নড়তেই আঁতকে উঠল দু'জন এক সঙ্গে, তারপর ডোঙার মুখটা সামান্য ডাইনে ঘুরিয়ে নিয়ে পাগলের মত বৈঠা চালাতে শুরু করল। ওদের থামাবার জন্যে হাঁক ছাড়ল রানা, সাঁতার কেটে সামনে এগোবার চেষ্টা করল—কিন্তু তাতে দ্রুততর হলো ডোঙার গতি, আর কোন লাভ হলো না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ডোঙাটা। রানা বুঝল, তাড়া করে কোন লাভ নেই—ওদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রানার পর পরই ভেসে উঠেছিল জন, সে-ও লক্ষ করেছে ঘটনাটা। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওরা একে অপরের চোখের দিকে। চোখ সরিয়ে নিল দু'জনেই। চিন্তা ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এল জাহাজে। একটা কিছু সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে রানা।

'এইবার?' প্রশ্ন করল জন। 'কি করবে, জেনারেল? মনে হচ্ছে কেটে পড়ার সময় এসেছে, তাই না?'

'কিসের কথা বলছ তোমরা?' এগিয়ে এল মোনা। 'ওই ডোঙাটা?'

'হুঁ,' বলল জন। 'এখন বাকি মালের জন্যে লোভ করতে গেলে যা তুলেছি তা-ও যাবে। ভাগা দরকার আমাদের। যত শীঘ্রি সম্ভব।'

'পাগল! ওদের ভয় পাচ্ছ?' হাসল মোনা। 'ওরা তো ওমর আর তার মেজো ছেলে বশির। জারজা গ্রামের জেলে। আমাকে না চিনলেও আমি ঠিকই চিনেছি ওদের। খুবই ভাল মানুষ। ওদের মত নির্বিরোধী পরিবার ওই গ্রামে আর দুটি নেই। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, ওদের দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জন, কোন কথা বলল না।

সন্ধের পরপরই খেতে বসে গেল ওরা। টিনের খাবার হলেও অমৃতের মত লাগছে খিদের সময়। কিছুক্ষণ নীরবে খাওয়ার পর মুখ খুলল রানা, 'বাকি মাল তুলতে কাল আমাদের কতক্ষণ লাগবে বলে মনে করো, জন?'

'তার মানে, তুমি আজকের রাতটাও এখানে থেকে যাওয়ার পক্ষে?' জানতে চাইল জন।

'না। আমি ভাবছি, এখান থেকে আধ মাইলটাক দূরে সরে গিয়ে কোথাও নোঙর ফেলে কাটাব রাতটা। কাল যদি অবস্থা ভাল বুঝি, ফিরে এসে বাকি কাজ সারব, আর অসুবিধে দেখলে ওখান থেকেই কেটে পড়ব।'

'মন্দের ভাল,' বলল জন। 'তবু আমি বলব ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। কাল দুপুরের আগে সব মাল তোলা সম্ভব নয়। অর্ধেকটা দিন···লম্বা সময়।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও চার ভাগের এক ভাগ রেখেই ফিরে যাব আমরা?' বলল মোনা। 'অকারণ ভয়কে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে এত টাকার জিনিস খোয়াব? ওদের দ্বারা কোন ভয় নেই—আমার এই কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমাদের?'

'হচ্ছে, ডাচেস। কিন্তু তোমার মত তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের রঙিন চোখ দিয়ে দেখছি না আমরা ওদের। তোমার সঙ্গে ওরা যা ব্যবহার করেছিল, আমাদের সঙ্গে তা না-ও করতে পারে। তোমাকে যদি ওরা চিনতে পারত, তাও নাহয় এক কথা হত, কিন্তু···যাকগে, আজকের রাতটুকু জেনারেলের কথা মত একটু সরে থাকাই ভাল বলে মনে করি। কালকের ব্যাপার দেখা যাবে কাল।'

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মোনা। 'তুমি বড় বেশি দুশ্চিন্তা করো, জন। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলে আর অত উদ্বেগে ভুগতে হয় না।'

'কিন্তু ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করে—ধর্মেরই কথা না এটা?'

হাসল মোনা, তর্ক করল না।

খাবার সময় লক্ষ করল রানা, ঘুরেফিরে বারবার মোনার দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে টেবিলের এক ধারে রাখা দুই ফুট উঁচু মূর্তিটার দিকে। সত্যিই ওটার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না। কালচে হয়ে গেছে লবণ পানি লেগে—তবু। খাওয়া শেষ হতেই জন গেল হুইল হাউসে, বোটটা কিছুদূর সরিয়ে রাখবে বলে; আর রানা কাবার্ড খুলে একটা বোতল আর কিছু তুলো নিয়ে এল। 'দাও, ওটাকে নতুন করে দিচ্ছি।'

সন্দিগ্ধ মনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়িয়ে দিল মোনা মূর্তিটা।

প্রথমে অল্প একটু জায়গায় তুলো ঘষল রানা—কালো মলিন আর নিষ্প্রভ রূপা ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠল। যাদুমন্ত্রের মত কাজ করছে অ্যাসিড।

কাজ যখন শেষ হলো রানার—অচিন্তনীয় এক আশ্চর্য অপার্থিব বস্তুতে পরিণত হয়েছে ওটা। চকচক করছে মোনার চোখ দুটোও। রানা বলল, 'আমার মনে হয় লেডী তিজি বেনুতে ফিরে যেতে পারলে দারুণ খুশি হত।'

'আশ্চর্য রানা, তুমি এমন ভাবে বলছ, যেন জীবন্ত কারও সম্বন্ধে কথা হচ্ছে!'

'জীবন্ত লাগছে যে!'

এ কথার জবাব দিল না মোনা। কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রানার দিকে চেয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল সে লেডীর দিকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মূর্তিটার দিকে। চলতে শুরু করেছে বোট। উঠে গিয়ে তার বাঙ্কে শুয়ে পড়ল রানা। ঘুমের পূর্ব মুহূর্তে ওর মনে হলো—পরম করুণাময়ী একটা মুখ সস্নেহ স্নিগ্ধ হাসি হাসছে ওর দিকে চেয়ে।

পরদিন সকাল আটটায় আবার কাজ আরম্ভ হলো। জায়গাটা রেকি করতে, আর জাহাজটা আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেছে। তাছাড়া গতকাল কঠিন পরিশ্রমের ফলে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারেনি দু'জনের একজনও। মোনাও মায়া করে জাগায়নি আর ওদের।

দেরিতে শুরু করায় খুবই তাড়াহুড়ো করল জন। যেন ভূতে তাড়া করেছে। খুবই দ্রুত তালে কাজ চালাল সে। বাকি মালামাল যা ছিল দ্রুত কমে আসতে থাকল। বারোটার দিকে দেখা গেল সব শেষ, মাত্র একটা বড়সড় বাক্স বাকি রয়েছে।

সিগন্যালের সঙ্গে সঙ্গেই ওপরে উঠতে আরম্ভ করল বাক্স। জন ওপরে উঠে গেল প্রথম। রানার একটু দেরি হলো—শেষবারের মত ঘুরে ফিরে প্লেনটা ভাল করে একবার দেখে নিল সে। ওপরে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রানা মাঝপথে। আশ্চর্য এক দৃশ্য! তার মাথার ওপর দিয়ে ধীর গতিতে সাঁতার কেটে চলে গেল এক দল ঘোড়া।

দ্রুত ওপরে উঠতে শুরু করল রানা। দেখল সাদা আলখেল্লা পরা একটা লোক জনের গলা টিপে ধরেছে—লোকটার পিঠে একটা রাইফেল ঝুলছে। রানার পাশ দিয়েই ওরা ডিগবাজি খেতে খেতে চলে গেল। তাড়াহুড়োর মধ্যেও রানা লক্ষ করল জন তার ছুরি বের করে ফেলেছে।

পানির ওপর মাথা তুলল রানা ক্ষণিকের জন্যে অবস্থা বুঝে দেখার জন্যে। মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে সব। অবস্থা সত্যিই খারাপ। জনা আষ্টেক লোক। এরাই যে সেই হুসা ঘোড়সওয়ার, বুঝতে বাকি রইল না। একই রকম পোশাক ওদের—সবার পিঠেই একটা করে রাইফেল। বোটের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে মোনা এদিকে পিছন ফিরে, কি ঘটছে কিছুই জানে না এখনও। ওদের একজন রেলিং টপকে ডেকে উঠল। এরপরে কি ঘটল দেখার সুযোগ পেল না রানা। পেছন থেকে আর একজন ঘোড়সওয়ার আসছে—বেকায়দা মত পেলে খুরের ঘায়ে থেঁতলে ভর্তা করে দেবে ওকে।

ডুব দিল রানা। লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর, জাপটে ধরল ওকে। বোকার মত কাজ করছে লোকটা—পানির তলায় রানার সঙ্গে পেরে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না ওর। প্রাণপণে পা চালিয়ে নিচের দিকে রওনা হলো

রানা। পায়ে ফ্লিপার থাকায় দ্রুত গভীর পানিতে চলে গেল ওরা। জাপটে ধরা হাত আলগা হয়ে এল লোকটার। ঘাবড়ে গেছে। রানাকে ছেড়ে দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল সে। কিন্তু রানা ওর আলখেল্লা টেনে ধরল শক্ত করে। আরও নিচে নিয়ে গেল ওকে।

ওর মাথার কাপড়টা ধস্তাধস্তিতে খুলে গেছে—কামানো মাথা দেখা যাচ্ছে—হয়তো কোন ধর্মীয় ব্যাপারে মাথা কামিয়েছে। মুখটা লম্বাটে—চোয়াল আর চিবুকের হাড় বেরিয়ে রয়েছে। বড় বড় চোখ করে চেয়ে রয়েছে সে রানার দিকে। পাগলের মত পা ছুঁড়ছে সে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না কিছুই। কিছুক্ষণ পরেই হাত পা ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল। ছেড়ে দিল ওকে রানা—মৃদু তল স্রোতে ভেসে গেল সে, হাত ছড়ানো—দেহটা পাক খাচ্ছে ধীরে ধীরে।

প্লেনটার আড়াল থেকে হাতের ইশারায় ডাকল জন। রানা কাছে আসতেই সাঁতার কাটতে শুরু করল। বেশ অনেকটা দূরে গিয়ে ওরা নলখাগড়ার আড়ালে ভেসে উঠল।

মুখোশ কপালে তুলে বোঝার চেষ্টা করছে হুসাদের মতলব। দুইজন ডেকের ওপর রয়েছে—অন্যেরা নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘোড়া চালিয়ে খুঁজে দেখছে আরও কেউ আছে কি না। ভাল করে লক্ষ করে দেখা গেল পানির নিচ থেকে প্রথম দৃষ্টিতে যেমন মনে হয়েছিল আসলে এরা তার ধারে কাছেও না। পরনে নোংরা তালি দেয়া পোশাক। রাইফেলগুলোও অতি সাধারণ। দু'জনের কাছে রয়েছে দুটো এম আই, বাকি সবার কাঁধেই পুরানো লী এনফিল্ড।

'ওরা কতজন হবে বলে তোমার ধারণা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জন।

'নলখাগড়ার ভেতর যারা রয়েছে, অনেক শব্দ করছে বটে, কিন্তু আমার আন্দাজ ওখানে ওরা চার জনের বেশি হবে না।'

'অর্থাৎ সর্বমোট ছয়জন—এখন কি করা যায়?'

'আমাদের দু'জনের পক্ষে খালি হাতে ওদের বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না। সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না এখন। ওরা কি করে তার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'ওরা হঠাৎ এসে পড়েছে, নাকি খবর পেয়ে এসেছে, সেটা জানতে চাই আমি প্রথম।'

'মানে, ওই লোক দু'জন ফিরে গিয়ে খবর দিয়েছে এদের?'

'যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তার। আবার এরা আবু তালেবের লোকও হতে পারে।'

ডেকের ওপর মনে হচ্ছে পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলাপ চলছে। বাকি কয়জন জাহাজের চারপাশে ঘোড়া নিয়ে অনবরত সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত একটা দৃশ্য।

কিছুক্ষণ পরে নোঙর তুলে ফেলা হলো। কিন্তু ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার কোন চেষ্টা করা হলো না। সান্তা মারিয়াকে টেনে নিয়ে চলল ওরা পাড়ের দিকে। সামনের দিকটা নরম মাটিতে আটকে যেতেই আবার নোঙর ফেলা হলো। যারা জাহাজের চারপাশে ঘুরছিল তারা ডাঙায় উঠে ঘোড়া থেকে নামল।

'ওরা যে এখনও কেন ডাচেসকে ধর্ষণের চেষ্টা করল না বুঝতে পারছি না!'

জনের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল মোনাকে ওরা জাহাজ থেকে নামতে সাহায্য করছে। 'খুব যত্ন আর সম্মানের সঙ্গে নামাচ্ছে!' বলল জন, 'হয়তো এই অঞ্চলে মেয়ের খুব অভাব···' হঠাৎ কণ্ঠস্বর এক পর্দা চড়ে গেল জনের, 'হায়, হায়! জেনারেল, ব্যাপার কি?'

অবাক বিস্ময়ে রানা দেখল মোনাকে ঘোড়ার পিঠে চড়ানো হয়েছে। দুইজন হুসা তাদের ঘোড়ায় চড়ল—অন্যজন মোনার ঘোড়ায় চড়ে জিন ধরল। তারপর তিনজনই নল খাগড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যাদুমন্ত্রের মত কোত্থেকে যেন আরও দু'জন এসে হাজির হলো ঘোড়ার পিঠে চড়ে। মোট এখন পাঁচজন হলো।

রানা আশঙ্কা করেছিল এবার ওরা জাহাজটাকে তছনছ করতে শুরু করবে। কিন্তু সেসব কিছুই করল না ওরা। ডেকের ওপর গোল হয়ে বসে সিগারেট ধরাল সবাই।

'মনে হচ্ছে কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে,' বলল রানা।

'সব শেষ করে দিল!' হতাশ গলায় বলল জন। 'কাল রাতেই আমাদের সরে পড়া উচিত ছিল। এখন কিছুই করার নেই আমাদের।'

'একটা উপায় হয়তো আছে—চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? পরাজয় বরণ করে নেয়ার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে না?' রানা তার প্ল্যান জানাল জনকে।

জাহাজের ঠিক পেছন দিকটায় ভেসে উঠল রানা। অ্যাকোয়ালাঙের স্ট্র্যাপ খুলে ছেড়ে দিল সে পানিতে। জন নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল এদিকে, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে সে খাগড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাইরে—ঝপাস্ করে শব্দ হলো পানিতে। সবার চোখ ওর দিকে পড়তেই আনাড়ীর মত সাঁতার কেটে পালাবার ভঙ্গি করল জন। তারও পিঠে অ্যাকোয়ালাঙ নেই—লুকিয়ে রেখেছে ওটাকে।

হট্টগোল আর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল হুসাদের মধ্যে। সবাই ছুটে গেল রেলিঙের ধারে—এই ফাঁকে উল্টো দিক থেকে সবার অলক্ষ্যে ডেকে উঠে নিচে কেবিনে ঢুকে পড়ল রানা।

কেউ একজন গুলি করল। পোর্ট-হোল দিয়ে রানা দেখতে পেল না জনকে। অথচ তুমুল আলোড়ন হচ্ছে নলখাগড়ায়। অর্থাৎ এতক্ষণে পানির নিচে অদৃশ্য হয়েছে জন প্ল্যান অনুযায়ী।

সাবমেশিনগান দুটো বের করে দুটোই লোড করে নিল রানা। একটা হাতে আর অন্যটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সাবধানে ডেকে উঠে এল সে।

তিনজন হুসা তখন লেগুনের প্রায় মাঝামাঝি চলে গেছে জনের খোঁজে। ওরা তিনজন খাগড়ার আড়ালে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা—ওরা অদৃশ্য হতেই আরও একটু এগিয়ে এসে ক্লিক শব্দ তুলে কক করল সে তার স্টার্লিং সাবমেশিনগান।

রেলিঙের ধারের হুসা দু'জন ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল রানা, 'খবরদার! মরতে না চাইলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।'

কথাগুলো যে বৃথা গেল বুঝল রানা। একবর্ণ ইংরেজীও বোঝে না ওরা—কিন্তু সাবমেশিনগান যে ভাল করেই চেনে, সেটা বোঝা গেল। এত কাছে থেকে রানা যে ওদের কচু কাটা করে ফেলতে পারে তা জানে বলেই বিন্দুমাত্র নড়ল না কেউ।

ইশারায় রাইফেল পানিতে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিল রানা—বুঝতে ভুল করল না ওরা। ঝপাঝপ রাইফেল দুটো পানিতে পড়ল।

ঠিক এই সময়ে হাজির হলো জন। মাস্কটা ঠেলে ওপরে উঠিয়ে এক গাল হাসল সে। কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে বাকি তিনজন বেরিয়ে এল নলখাগড়ার ঝোপ থেকে। পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা—বেদখল হয়ে গেছে জাহাজ। কাঁধে ঝুলানো স্টার্লিংটা ছুঁড়ে দিল রানা জনের দিকে। প্রস্তুত ছিল না জন—কোনমতে, বেকায়দায় হলেও, ধরে ফেলল সে স্টার্লিংটা।

পরবর্তী তিরিশ সেকেন্ড খুব দ্রুত কাটল। রেলের ধারের একজন আরবীতে চিৎকার করে সাবধান করল ওদের। কিন্তু তার আগেই গুলি করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে তিন ঘোড়সওয়ার। স্টার্লিংটা ওদের দিকে তাক করে রানা টিপে দিল ট্রিগার। প্রথম জন ছিটকে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে··· দ্বিতীয় জনও পড়ল গুলি খেয়ে।

তৃতীয়জন কেমন করে যেন ঘোড়ার পিঠেই রয়ে গেছে। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে ঘোড়াটা প্রচণ্ড লাফ দিয়েছিল বলেই মিস হয়ে গেছে রানার গুলি। এরই ফাঁকে ঘুরে একহাতে রাইফেল ধরে একটা গুলি করল লোকটা। পরমুহূর্তে জনের ব্রাশ ফায়ারে ঘোড়া থেকে ছিটকে খাগড়ার ওপর গিয়ে পড়ল সে।

নীরবতা নেমে আসা উচিত ছিল, কিন্তু মহা কলরব উঠল চারপাশে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাখি পড়েছে জলাভূমিতে। হঠাৎ গুলির বিকট শব্দে শান্তি ভঙ্গ হওয়ায় একযোগে প্রতিবাদ জানাচ্ছে সবাই।

মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে রেলিঙের ধারে দাঁড়ানো দু'জন হুসা। সঙ্গীদের অবস্থা দেখে নিজেদের পরিণতি আন্দাজ করে নিয়েছে ওরা। কিন্তু তাদের চোখে মুখে ভয়ের লেশ মাত্র নেই।

ওদের মধ্যে একজন ধীরে ধীরে কোমরে ঝুলানো খাপে পোরা ছুরির দিকে হাত বাড়াচ্ছিল—এক লাফে সামনে গিয়ে স্টার্লিংটা ঠেসে ধরল জন ওর বুকের ওপর। 'খবরদার!' ইশারায় হাত মাথার ওপর তুলতে বলল সে। হাত

ওঠাল ওরা।

'এখন কি করা যায়?' প্রশ্ন করল জন।

'ওদের কাছ থেকে জানতে হবে কোথায় নিয়ে গেছে ওরা মোনাকে।'

'আরবী ভাষা জানা আছে তোমার?'

'কাজ চালাবার মত জানি। কিন্তু প্রশ্ন আরম্ভ করার আগে আমি কাভার দিচ্ছি, তুমি সার্চ করে দেখো অন্য কোন অস্ত্র আছে কিনা ওদের কাছে।'

একজনের কাছে একটা ছুরি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

আরবীতে রানা বলল, 'যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। নইলে খুন হয়ে যাবে নির্ঘাত।' ইংরেজীতে জনকে নির্দেশ দিতেই ছুরি হাতে গুটি গুটি এগোতে শুরু করল সে ওদের দিকে।

এবার ভয় পেয়েছে ওরা—বিশেষ করে লম্বা লোকটা। প্রশ্ন করার আগেই মুখ খুলল সে—বলছে তো বলছেই, থামতেই চায় না। মিনিট তিনেক পর হুঙ্কার ছাড়ল রানা, 'চোপ রাও! যা জিজ্ঞেস করব তার উত্তর দেবে শুধু। একটা বেশি কথা বললে খুন করে ফেলব।'

কয়েকটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তরের মাধ্যমে পরিস্থিতিটা বুঝে নিল রানা, তারপর জনকে বলল, 'এরা আবু তালেবের নির্দেশে কাজ করছে। মোনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জারজায়। ওখানেই ঘাঁটি গেড়েছে ঘোড়সওয়ার দস্যুদল।'

'নিশ্চয়ই মোনার চেনা সেই দুই ব্যাটাই খবর দিয়ে এনেছে ওদের?' মাটিতে পা ঠুকল জন।

'গ্রামের সবাইকে পাঠানো হয়েছে চারপাশে। খবর না আনতে পারলে প্রত্যেককে বেত মারা হচ্ছে পাঁচটা করে।'

'তালেব কি এখনও...'

'জারজায় পৌঁছে গেছে কাল বিকেলেই।'

যা জানার জেনে নিয়ে আরবীতে ওদের দু'জনকে প্রাণ নিয়ে পালাবার নির্দেশ দিল রানা।

মুহূর্ত কাল দেরি না করে পানিতে ঝাঁপ দিল ওরা।

'পরশু দুপুরেও কর্নেল আবু তালেব ইবিযায় ছিল—এত জলদি এখানে কিভাবে পৌঁছল সে?'

'প্লেনে। ইবিযা থেকে পঞ্চান্ন মিনিটে বার্সেলোনা, সেখান থেকে আলজিরিয়ায় পৌঁছতে লাগে দু'ঘণ্টা। কাজেই...'

চারদিকটা আবার নিঝুম হয়ে এসেছে। পাখির কোলাহল থেমে গেছে। যারা আকাশে উঠে পড়েছিল, নেমে গেছে আবার—যার যার খাদ্য আহরণে ব্যস্ত এখন সবাই। জনের মন্তব্যের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। বেশ ভেবে চিন্তেই মুখ খুলল জন।

'আমার মনে হয় তৃতীয় বার ডাচেসকে উদ্ধার করা আর সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। এবারে আবু তালেব আরও অনেক সতর্ক থাকবে। আমার

তো মনে হয় এখন কেটে পড়াই ভাল। তোমার কি মনে হয়?'

'তোমার কথাই ঠিক—চেষ্টা হয়তো করে দেখতে পারি, কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা এবার খুবই কম। ওর সাথে খুব সম্ভব পুলিস বা মিলিটারি থাকবে।'

আর বেশি কথা না বাড়িয়ে জন বলল, 'আবার আক্রমণ আসার আগে এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার।' হুইল হাউসে গিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সে।

ভয়ানক শীত লাগছে রানার। কেবিনে গিয়ে শুকনো জামা-কাপড় পরে আধ গ্লাস ব্র্যান্ডি খেয়ে বোতল সহ আবার ডেকে এসে দাঁড়াল। আরও আধ গ্লাস গলায় ঢেলে জনকে ব্র্যান্ডি সাধল রানা। রানাকে অবাক করে দিয়ে প্রত্যাখ্যান করল জন, বলল, 'এখন না, অনেক কাজ আছে আমার এখনও।'

এরপর আর একটা কথাও বলল না সে। এক খাল থেকে অন্য খালে দক্ষ হাতে চালিয়ে নিয়ে চলল সে বোট। গভীর চিন্তায় মগ্ন মনে হচ্ছে ওকে। হুইল হাউসের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, সামনে কোন বাধা থাকলে সাবধান করে দিচ্ছে জনকে।

আধঘণ্টা পরে হঠাৎ ওরা একটা ছোট্ট লেগুনে প্রবেশ করল। খুব তাড়াতাড়ি হুইল ঘুরিয়ে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ফেলল জন—ইঞ্জিনের স্পীডও বেড়ে গেল সেই সঙ্গে। কাশ, নল আর উলুখাগড়ার ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল জাহাজ। সান্তা মারিয়াকে এখন চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ওইসব ঝোপঝাড়।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতেই পরিবেশটা একেবারে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ছাত থেকে ডেকে নেমে রানা দেখল জন সেক্সট্যান্ট নিয়ে ব্যস্ত।

'কি করছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'জাহাজের সঠিক অবস্থানটা জেনে নিচ্ছি। একবার হারালে সারা জীবন খুঁজলেও আর এটাকে পাব না আমরা।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। পরিষ্কার বোঝা গেল, মোনাকে উদ্ধারের প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঘুরছে এখন জনের মাথায়। প্রাণের ঝুঁকি নিতে রাজি হয়ে গেছে সে। রানার হাসি দেখে বলে উঠল জন, 'এত হাসির কি আছে? আড়াই মিলিয়ন ডলার এখন হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলেই কেটে পড়া যায়। তবু আমরা চলেছি নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে মোলাকাত করতে—কিসের জন্যে?'

'পরোপকারী, কোমল অথচ অদ্ভুত জেদি আর কঠিন একটা মেয়ের জন্যে। যে নিজ গুণে আমাদের দু'জনেরই সহানুভূতি জয় করে নিয়েছে।'

'ঠিক বলেছ—আমরা দু'জনের কেউই ডাচেসকে না নিয়ে ফিরে যেতে পারব না।'

একটা রবারের ডিঙিতে বাতাস ভরে রওনা হয়ে গেল ওরা।

ডিঙিগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে প্রায় যে-কোন জায়গা দিয়েই স্বচ্ছন্দে চলতে পারে এগুলো। আউটবোর্ড মোটরের সাহায্যে দ্রুত সামনে এগিয়ে চলল ওরা। অস্ত্রের মধ্যে দু'জনের কাছে দুটো ব্রাউনিং আর দুটো স্টার্লিং। অবশ্য

স্টার্লিঙের চেয়ে এ কে অটোমেটিক বা এম সিক্সটিন সঙ্গে থাকলেই আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত রানা। যাই হোক, ওসব থাকলেও এটা একটা বোকার মত দুঃসাহসিক আত্মঘাতী অভিযানই হত।

কোন্ বিপদের দিকে যে ওরা পা বাড়িয়েছে—কোন ধারণাই নেই ওদের। জারজ্যার দিকে চলেছে ওরা, কিন্তু ওখানে পৌঁছে যে ঠিক কি করবে—কোনরকম পরিকল্পনা নেই ওদের। আগে থেকে পরিকল্পনা তৈরি করার উপায়ও নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে—এছাড়া আর কিছু জানা নেই ওদের।

আবু তালেব যে কেন হুসাদের ব্যবহার করছে এই ধাঁধার সমাধান খুঁজে পায়নি রানা। হতে পারে মার্শ ওদের কাছে খুব পরিচিত—সেইজন্যেই ওদের সাহায্য নিয়েছে কর্নেল। কিন্তু সরকারী হেলিকপ্টার ব্যবহার করাই কি বেশি সহজ আর যুক্তিসঙ্গত ছিল না?

এতক্ষণ সামনের দিকে বসে চার্ট আর কম্পাস নিয়ে ব্যস্ত ছিল জন। হঠাৎ এবারে পিছন ফিরে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে বলল রানাকে।

'আমার হিসেবে আধ মাইল দূরে আছি আমরা এখন।' বলল জন, 'চুপচাপ বৈঠা বেয়ে এগোতে হবে এখন আমাদের। নইলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে।'

চড়া দুপুর এখন। গরমে টেকা দায়। চারদিকে অসহ্য নীরবতা—একটা পাখিও আর ডাকছে না এখন। বৈঠার মৃদু শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই।

এক ঝাঁক বালি হাঁস হঠাৎ ভয় পেয়ে ঝটপটিয়ে উড়ে গেল ওদের কিছুটা ডান দিক থেকে। রানার অন্তত চট করে বুঝে নেয়া উচিত ছিল কেন হাঁসগুলো হঠাৎ এমন ভয় পেল। কিন্তু গরমে একটা ঘুম ঘুম ভাব চেপে ধরায় ওর মাথা ঠিক সময় মত কাজ করল না। বুঝতে দেরি করে ফেলল সে। যখন বুঝল, তখন আর করার কিছুই নেই।

জন কিছু একটা বলার জন্যে পিছন ফিরতেই খুব কাছ থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। দু'হাতে মুখ চেপে ধরল সে। আঙুল বেয়ে ঝর ঝর নেমে আসছে তাজা রক্ত। বাঁকা হয়ে উল্টে পানিতে পড়ে গেল সে। চট করে ওর বেল্টটা ধরে ফেলল রানা। কিন্তু আর একটা গুলি ডিঙি ফুটো করে দিল। পরমুহূর্তেই হুসা হুঙ্কার শোনা গেল। উলুখাগড়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ওরা ছয়-সাতজন। ডিঙি ডুবতে আরম্ভ করেছে, কাত হয়ে গেল একদিকে। জনের বেল্ট ছুটে গেল রানার হাত থেকে! দু'জন দু'দিকে ভেসে গেল। মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল জনকে—রক্তে লাল হয়ে গেছে ওর মুখ। তলিয়ে গেল।

একটু পরেই রানারও প্রায় একই অবস্থা হলো ঘোড়ার খুরের আঘাতে।

রানা যখন জারজায় পৌঁছল তখন তার আধমরা অবস্থা। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। গলায়ও পরানো হয়েছে একটা দড়ি। যখন হাঁটতে পারছে

না—ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে ঘোড়াগুলো। যতদূর সম্ভব নিজের পায়ে খাড়া থাকার চেষ্টা করছে রানা—নিজের তাগিদেই।

আহামরি কোন জায়গা নয় জারজা। রানা যেমন আশা করেছিল অনেকটা তেমনই। একটা লেগুনের ধারে একটা দ্বীপের ওপর ডজন দুই খড়ে ছাওয়া ঘর। বাড়িগুলো খুব ঘন ঘন সারিতে তৈরি। কয়েকটা বাড়ি জায়গার অভাবে লেগুনের পানির ওপর খুঁটি দিয়ে তৈরি হয়েছে।

একটা জেটি মত রয়েছে—কয়েকটা ডোঙা বাঁধ রয়েছে জেটিতে।

একটা খুঁটির সঙ্গে ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখল ওরা। এরপর রানার গলায় বাঁধা দড়িটা অন্য এক খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ওর পাঁজরে একটা লাথি মেরে ওকে মুখ থুবড়ে মাটিতে ফেলে রেখে চলে গেল সবাই।

ওরা যে ঘরটাতে ঢুকল সেটা অন্যান্য ঘরগুলোর চেয়ে বড়। সম্ভবত মাতবরের বাড়ি। একটু পরেই হৈ-চৈ শোনা গেল ওই ঘর থেকে।

একটা মেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে—সতেরো আঠারো হবে বয়স। বোঝা গেল, এই গ্রামেরই মেয়ে। শরীরের ওপরের অংশে কাপড় নেই, কোমরে সামান্য এক ফালি কাপড় জড়ানো। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে মেয়েটা, সুপুষ্ট বুক লাফাচ্ছে দ্বিগুণ তালে। পিছনে তেড়ে আসছে এক মাতাল হুসা। দশ কদম যাওয়ার আগেই মেয়েটাকে ধরে ল্যাঙ মেরে পেড়ে ফেলল মাটিতে। পাগলের মত হাসছে লোকটা। আরও দু'তিন জনকে দেখা গেল দরজায়। চিৎকার করে সঙ্গীকে উৎসাহ জোগাচ্ছে ওরা। ছটফট করছে মেয়েটা, হাত পা ছুঁড়ে ছুটবার চেষ্টা করছে লোকটার কঠিন নিষ্পেষণ থেকে, চিৎকার করছে। কিন্তু কোন লাভ হলো না। কেউ এগিয়ে এল না তার সাহায্যে। দিন দুপুরে খোলা উঠানে ধর্ষিতা হলো সে সবার চোখের সামনে।

মিনিট দুয়েক হুটোপুটির পর মেয়েটাকে আচ্ছামত কয়েকটা কিলঘুসি মেরে চুল ধরে টেনে দাঁড় করাল লোকটা, তারপর ঘাড় ধরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ঘরে। অন্যেরাও পথ ছেড়ে দিল ওকে। প্রাণ খোলা হাসি হাসতে হাসতে ওরাও ভিতরে ঢুকে গেল।

খানিক বাদেই ওদের একজন বেরিয়ে এল বাইরে। ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে আরবীতে কি যেন বলল সে একটা ঘোড়ার কানে কানে। তারপর রানার দিকে ফিরে বোতল উঁচিয়ে কি যেন টোস্ট করল। দূরে ছিল বলে ঠিক বুঝতে পারল না রানা কি বক্তব্য ওর টোস্টের।

রানার দিকে এগিয়ে এল সে। হাঁটু গেড়ে বসে সে রানার মুখ হাঁ করিয়ে বোতল থেকে মদ ঢালতে শুরু করল। ঝাঁঝাল কড়া মদ, দুই ঢোক খেয়েই বিষম খেল রানা, কিন্তু লোকটা ঢালতেই থাকল—রানার যখন খিচুনি শুরু হয়েছে, তখন শেষ হলো বোতল।

এরপর রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা গায়ে প্রস্রাব করল সে খুব সাবধানে, যেন এক ফোঁটাও বিফলে না যায়। হাসতে হাসতে বড় ঘরটায় ফিরে গেল সে।

আবু তালেব কোথায়? ভাবছে রানা।

প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা ওখানে বাঁধা থাকার পরও যখন কোন জারজাবাসীকে দেখল না তখন রানা বুঝে নিল তাদেরকে নিজ নিজ বাড়ি থেকে বাইরে বের হতে বারণ করা হয়েছে। নিরীহ জেলেদের পক্ষে অস্ত্রধারীর এ নির্দেশ অমান্য করার উপায় নেই।

লেগুনের দিক থেকে ইঞ্জিনের শব্দ পেল রানা। একটা বোট দেখা গেল। লেগুন পার হয়ে এদিকেই আসছে।

রানা চিনতে পারল ফিশিং ট্রলারটাকে। জেরোনিমো এটাতেই নিয়ে গিয়ে উঠিয়েছিল ওকে। তিরিশ ফুট লম্বা। একটা আলজিরিয়ান পতাকা উড়ছে। রাতে এতসব লক্ষ করেনি রানা। একটা ভারী ব্রাউনিং মেশিনগান বসানো রয়েছে ডেকে। দু'তিনজন খাকি পোশাক পরা লোক রয়েছে ব্রাউনিংটার আশপাশে। কিন্তু ওটাকে কিছুতেই সরকারী জাহাজ বলে মেনে নিতে পারল না রানা। এতটা রঙচটা জীর্ণ দশা হতে পারে না কোন সরকারী ট্রলারের।

যে হুসা দু'জনকে জাহাজ থেকে ছেড়ে দিয়েছিল, ওদের দেখা যাচ্ছে ট্রলারের ডান পাশে রেলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

নড়বড়ে পুরানো জেটিতে জাহাজটা ভিড়তেই প্রথমে নামল কর্নেল আবু তালেব। ইউনিফর্ম পরেছে সে—খাকি স্ল্যাক্সের ওপর বুশ শার্ট। বাম পকেটের একটু ওপরে দুই সারি মেডেল ঝুলছে। কোমরের বেল্টের সাথে হোলস্টারে ঝুলছে ব্রাউনিং।

রানাকে যারা ধরে এনেছে তাদের মধ্যে দু'জন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কি যেন আলাপ করল কর্নেলের সঙ্গে। তাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনে রানার দিকে ফিরল আবু তালেব। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল তার, এগিয়ে আসছে। তার পেছনে একজন সামরিক অফিসার। ক্যাপ্টেন। ছোটখাট মানুষ—মুখে বসন্তের দাগ। অগোছাল বহু-ভাঁজপড়া একটা ইউনিফর্ম ওর গায়ে। ওদের পিছন পিছন হুসা দু'জন আসছে প্রভুভক্ত কুকুরের মত। কাছাকাছি আসতেই আর নিজেদের সামলাতে পারল না ওরা—রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ছুটে এল। ধমকে উঠল আবু তালেব, সেই সঙ্গে হাতের ছড়িটা দিয়ে পটাপট কয়েক ঘা বসিয়ে দিল ওদের মাথায়।

রানার পাশে বসে একটা সিগারেট ধরাল তালেব। 'ওদের ঠিক দোষ দিতে পারো না তুমি—ওদের কয়েকজন বন্ধু মারা পড়েছে তোমার হাতে।' সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে আবার বলল, 'তোমার সেই বেয়াড়া বন্ধুটা তাহলে মারা পড়েছে?'

ওর মুখে থুথু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছা করল রানার—কিন্তু মুখের ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে বলে মনের ইচ্ছা পূরণ করা গেল না।

মৃদু হাসির সঙ্গে হাতের ছড়িটা দিয়ে রানার গালে টোকা দিয়ে তালেব

বলল, 'দুঃখ কোরো না, ক্যাপ্টেন হাশমিকে বলে দিচ্ছি আমি, স্নান করে এক গ্লাস মদ খেলেই দেখবে অনেক চাঙ্গা বোধ করছ। তখন কথা বলব আমরা আবার।'

হাশমিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বড় ঘরটায় ঢুকল আবু তালেব। ক্যাপ্টেন হাশমির নির্দেশে দু'জন সৈনিক নেমে এল জাহাজ থেকে। ওদের একজন লেগুন থেকে এক বালতি পানি এনে রানার ওপর ঢেলে দিল। এটাই তালেবের ভাষায় স্নান।

রানার গলার আর হাতের দড়ি খুলে দিল ওরা। ক্যাপ্টেন হাশমি ঠেলা দিয়ে বুঝিয়ে দিল বড়ঘরের দিকে এগুতে হবে ওকে এখন। কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখা গেল কয়েকটা মাতাল হুসাকে ঘর থেকে খেদিয়ে বের করছে তালেব।

দরজার গোড়া থেকে নিচে রানার দিকে চাইল সে। কালো চশমা পরে থাকায় মুখের ভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হাসল তালেব, 'বোকা আর বর্বর—কিন্তু কাজ আদায় করে নিতে জানলে এদের ব্যবহার করে সুখ আছে। বিশেষ করে নির্যাতনে এদের জুড়ি নেই।'

'কিছুটা নমুনা টের পেয়েছি। আমাকে এখানে নিয়ে আসার পথে,' জবাব দিল রানা।

'এবার তোমার জন্যে একটা ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করতে হয়।' পথ ছেড়ে রানাকে ঘরে ঢোকার জায়গা দিল সে।

ভিতরটা একেবারে ফাঁকা। টেবিল চেয়ারের বালাই নেই। একটা খাটিয়াও নেই কোথাও। বোঝা গেল ঘরের এক কোণে কম্বল মুড়ি দিয়ে কোনমতে রাত কাটায় এরা। সারা ঘরে আসবাব বলতে কয়েকটা জীর্ণ ছেঁড়া ফাটা কম্বল। দেয়ালের কাছে রাখা একটা বাক্সের ওপর বসল তালেব। তার পাশেই পেছনের ঘরে যাবার দরজা। মাছি ঠেকাবার জন্যে দুটো দরজাতেই নলখাগড়ার পর্দা ঝুলছে।

তালেব হাঁক দিতেই একটা বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকল ক্যাপ্টেন হাশমি। বুদ্ধি করে দুটো গ্লাসও এনেছে সঙ্গে।

বোতল দেখিয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল তালেব, 'চলবে তো?'

রানার যা অবস্থা তাতে না বলার উপায় নেই—গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে। তবু বেশি উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, 'ক্ষতি কি—চলুক।'

নির্জলা জিন। রানার মোটেও প্রিয় জিনিস নয় এটা—তবু ড্রিঙ্ক তো! একটা গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিল সে। আশপাশেই ঘুরঘুর করছে ক্যাপ্টেন, স্যারের কখন কি লাগে। আবু তালেব তাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলায় বেশ একটু মনঃক্ষুণ্ণই হলো। বাইরে দরজার পাশে হাজির থাকল সে।

'খানসামার কাজে উন্নতি করতে পারত হাশমি—সব সময়েই সব কিছু যুগিয়ে দিতে উৎসুক। সৈনিক হিসেবে একেবারে ফেইলিওর।'

'এভাবে ওকে শুনিয়ে সমালোচনা করছ—মনে কষ্ট পাবে না ও?' প্রশ্ন করল রানা।

'এক বর্ণ ইংরেজীও বোঝে না ব্যাটা। অর্থাৎ, তুমি আর আমি এখন গোপনীয়তা বজায় রেখেই আলাপ করতে পারব।'

'সিস্টার মোনা কোথায়?'

'ওর কথা পরে হবে—বর্তমানে বহাল তবিয়তেই আছে সে। এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে। হুসা সহচররা যখন আমাকে তোমাদের জাহাজ দেখাতে নিয়ে গেল, দেখলাম ওখানে মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'দুঃখিত আমি, কিন্তু গোলমালটা তো ওরাই বাধিয়েছিল, এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।'

'অবশ্যই।' ঝুঁকে এগিয়ে রানার গ্লাসটা আবার ভরে দিল তালেব। 'তোমরা জাহাজটা সরিয়ে অন্যখানে নিয়ে গেছ—অর্থাৎ বেশির ভাগ সম্পদই তোমরা উদ্ধার করেছ। সিস্টার মুখ খোলেনি বটে, কিন্তু যারা ওকে নিয়ে এসেছে তারা বলল, জাহাজে নাকি প্রচুর বাক্স দেখেছে ওরা।'

'এত জলদি তুমি এখানে পৌছলে কেমন করে?' জানতে চাইল রানা।

'যাদু মন্ত্রে নয়—খুব সোজা ব্যাপার। গত পরশু দুপুরের মধ্যেই আমি আলজিরিয়ায় পৌচেছি। কুফরা নদীর মুখে আমি অপেক্ষা করেছি তোমাদের জন্যে পরশু সারাটা রাত।'

'আমাদের আসতে না দেখে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলে?'

'পেছন দিক দিয়ে ঢুকেছিলে তোমরা—খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। ওটার কথা আমি জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও জানি যে খুবই বিপদ সঙ্কুল পথ ওটা।'

একটা রূপোর সিগারেট কেস বের করে আবু তালেব একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে লাগাবার আগেই হাশমি ছুটে এসে একটা বিদঘুটে কাঁসার তৈরি পেট্রোল লাইটার জ্বেলে তার সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে গেল।

তালেব বলল, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক—মালকড়ির কথা। বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ তোমরা জাহাজটা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে। ওটার অবস্থানও নিশ্চয়ই ভাল করে বুঝে নিয়েছ ওটা ছেড়ে আসার সময়, নইলে সারা জীবন খুঁজলেও আর পাবে না তোমরা জাহাজটাকে এই মার্শে।'

জিনের রি-অ্যাকশনটা ভাল হচ্ছে না বুঝতে পেরে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল রানা। সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার প্রস্তাবটা কি?'

মুখ বাঁকাল আবু তালেব। 'তোমাকে কিছুই দেয়ার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না।'

রানা উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'আলজিরিয়া দেশটা কি এতই গরীব?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক বুঝলাম না—হঠাৎ একথা কেন?'

'বোঝোনি? ঠিক আছে—বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেই বলছি। প্রথম থেকেই তোমার ইন্টারেস্ট দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। কোথাও কিছু একটা

গোলমাল আছে। একটাও নেভী জাহাজ নেই আলজিরিয়ার উপকূলে, একটা হেলিকপ্টারও মার্শে আমাদের খোঁজে আসেনি। কেন?'

রানার কথায় সোজা হয়ে বলল আবু তালেব। গাঢ় নীল চোখ দুটো একদৃষ্টে চেয়ে আছে রানার দিকে। রানা বলে চলল, 'কিন্তু অন্য সব-কিছুর একটা অর্থ আছে। জীর্ণ, ভাঙাচোরা ট্রলার, থার্ড ক্লাস একজন অফিসার, আরদালীর মত সৈনিক—যারা বর্তে যায় ক্ষমতাশালী কর্নেল আবু তালেবের একটু সেবা করতে পারলে, সেই সঙ্গে হুসাদের সাহায্য নেয়া—সব মিলে পরিষ্কার একটা অর্থ দাঁড়ায় বটে।'

'কি বোঝাতে চাইছ তুমি?' শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল আবু তালেব।

'বলতে চাই, সব দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে, দেশের দোহাই যা দিয়েছিলে সবটাই ভুয়ো। এ টাকার পুরোটাই তুমি নিজে একা মেরে দেয়ার তালে আছ।'

উঠে দাঁড়াল আবু তালেব। জানালার ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে বাইরে চেয়ে রইল। যখন ঘুরে দাঁড়াল, তার মুখের চেহারায় সামান্য পরিবর্তন দেখা গেল। মুখটা এখনও শান্ত, কিন্তু তার মাঝেও একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

'এইমাত্র তুমি আমাকে ক্ষমতাশালী কর্নেল আখ্যা দিয়েছ। মন্তব্যটা একেবারে মিথ্যে নয়। আমার অধীনস্থ সবাই আমাকে বিশ্বাস করে। সব দেশের নিরাপত্তা বিভাগের পদস্থ অফিসারই এই সুবিধেটা ভোগ করে।'

এইটুকু বলেই অসমাপ্ত ভঙ্গিতে চুপ করে গেল আবু তালেব। কথা চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল রানা।

'তাহলে তোমার জ্বালাটা কোথায়?'

আঙুল দিয়ে কপালে টোকা দিল সে, 'নীল চোখ—বন্ধু, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া নীল চোখ।' মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ।

মুহূর্তের জন্যে একটা সন্দেহ উঁকি দিল রানার মনে—মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো ব্যাটার? 'নীল চোখের কি দোষ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সে।

'দেশের জন্যে আমি নিজের জীবন বিপন্ন করেছি বহুবার। এফ এল এন এ-র হয়ে আমি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। একজন মানুষের পক্ষে নিজের দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে যা কিছু করা সম্ভব সব করেছি আমি। নিজের রক্তে সিক্ত করেছি এদেশের মাটি।'

নাটকীয় ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল আবু তালেব। ভাবালুতা পেয়ে বসেছে ওকে। 'এত বছরের এই অক্লান্ত পরিশ্রম—এত কষ্ট, এত ঘাম, এত রক্ত দিয়েও আমি এদেশের একজন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি। ফ্রেঞ্চ মায়ের থেকে পাওয়া এই নীল চোখ আমাকে আলাদা করে দিয়েছে আর সবার থেকে। এদের কাছে এখনও আমি না আলজিরিয়ান, না ফ্রেঞ্চ—এক খচ্চর। এতদিনে আমার মেজর জেনারেল হয়ে যাওয়ার কথা, আটকে আছি কর্নেল পদেই; আমার প্রাপ্য বীরত্বের মেডেল পেয়েছে আমার সঙ্গের খাঁটি

আলজিরিয়ানরা—আমি পেয়েছি দ্বিতীয় গ্রেডের সম্মান।'

আবার ঘুরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। নিজের ভাবাবেগ সামলাতে চেষ্টা করছে যেন। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার রানার দিকে ফিরল ও। 'একটু আগে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে তোমরা প্লেন থেকে যা উদ্ধার করেছ তা আমি নিজের ভোগের জন্যে চাই কিনা। অবশ্যই চাই। নিশ্চয়ই আমি নিজের পরিশ্রম আর সেবার প্রতিদান চাই। আমার কাছে অন্তত এইটুকু ঋণ আলজিরিয়ার আছে।' কথা কটা বলে তীব্র দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। রানা যখন কোন মন্তব্য করল না তখন মোনাকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল সে আরবীতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেল কাঁধে এক সৈনিক তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কাছে এসে শান্ত দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চাইল মোনা। তার চেহারাটা এত মলিন আর কখনও দেখেনি রানা। 'ওরা বলছে জন নাকি মারা গেছে? সত্যিই?'

'সত্যিই,' জবাব দিল রানা।

'ওহ্, ঈশ্বর।' চোখ বুজে বুকের কাছে ক্রস আঁকল মোনা ডান হাত দিয়ে।

'হ্যাঁ সিস্টার, জীবন দিয়ে বিচার করলে এই অভিযানে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক।' মন্তব্য করল তালেব। রানার দিকে ফিরে আবার বলল, 'অনেক ধৈর্য আর সহনশীলতা দেখিয়েছি আমি—তোমার মধ্যে অনেকগুলো গুণ আছে যেগুলো সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। আমি তোমাকে ন্যায্য প্রস্তাবই দিচ্ছি—বিশ পারসেন্ট।'

'সাহস আছে বটে তোমার,' বলল রানা।

ছুটে এসে মোনা রানার দুই কনুই খামচে ধরল, 'রানা, দোহাই তোমার, ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ো না।'

'কেন হবে না? ওর তো মাত্র পাঁচ পারসেন্ট ক্ষতি হচ্ছে এতে। তুমি কি মনে করেছ নিঃস্বার্থভাবে ও তোমাকে বিনা ভাড়ায় জাহাজ জোগাড় করে দিয়েছে? এমনি এমনিই নিজের জীবন বিপন্ন করে তোমাকে সাহায্য করতে কুকরা মার্শে আসতে রাজি হয়েছে? দুনিয়াটাকে অত সহজ মনে কোরো না, সিস্টার—সবটা না হলেও অন্তত পঞ্চাশ ভাগ নেয়ার মতলব ছিল ওদের—এ আমি হলপ করে বলতে পারি। পঁচিশ পারসেন্ট জন আর পঁচিশ পারসেন্ট ও নিত ভাগ করে।'

'এ কি কথা শুনছি, রানা—ওর কথা কি ঠিক?' উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল মোনা।

'হ্যাঁ,' একটু ঝাঁঝের সাথেই বলল রানা, 'কিন্তু এখন জন নেই, সুতরাং পুরো পঞ্চাশ পারসেন্টই আমার প্রাপ্য—তাই না, কর্নেল?'

'কিন্তু আমার শেষ অফার বিশ পারসেন্ট। আমার হাতে বেশি সময় নেই বলেই এই অফার দিচ্ছি আমি। একটা কথা মনে রেখো, একবার খুঁজে বের

করেছিল, দ্বিতীয়বারও এই হুসারাই খুঁজে বের করবে সান্তা মারিয়াকে—আজ, কাল বা পরশুর মধ্যেই।'

লেগুনের পানি আর জিন রানার পেটের মধ্যে মিশে যে মিশ্রণ তৈরি করেছে তা বিশ্রী একটা অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। তালেবের দিকে ফিরল রানা। যদিও ঘটনা যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে বিশ পারসেন্ট যথেষ্ট লোভনীয় প্রস্তাব, তবু রানা বলল, 'তোমার প্রস্তাব তোমার কাছেই রাখো, কর্নেল—ওতে চিঁড়ে ভিজবে না।'

রানার মন্তব্য বেশ সহজ ভাবেই গ্রহণ করল সে। হয়তো এই জবাবের জন্যেই সে মনে মনে তৈরি ছিল। 'ঠিক আছে, তোমাদের মনস্থির করার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি আমি। মাথা ঠাণ্ডা করে দু'জনে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যেই এই সময়টা দিচ্ছি আমি। আমার প্রস্তাবে রাজি হলে আধঘণ্টা পরেই মুক্তি পাবে তুমি, কারণ আমি দুঃসাহসী মানুষদের পছন্দ করি। আলজিয়ার্স থেকে তোমায় ইবিযায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

তালেবের কথা বিশ্বাস করার কোন অর্থ হয় না। কি ঘটবে জানা আছে রানার, তবু জিজ্ঞেস করল, 'আর সিস্টার মোনা? তার কি হবে?'

'তুমি ইচ্ছে করলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারো।' একটু হাসল তালেব। 'আর আমার প্রস্তাবে রাজি না হলে হুসাদের হাতে তুলে দেয়া হবে তাকে—আর তোমার দু'চোখের মাঝখান দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হবে একটা বুলেট। যেটা পছন্দ, সেই পথই বেছে নিতে পারো তুমি।'

রানা কোন বিতর্কের অবতারণা করার আগেই ক্যাপ্টেন হাশমিকে নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল কর্নেল আবু তালেব।

হাশমি একজন গার্ডকে ডাকল। ছোট্ট শুকনো-পাতলা মানুষ। পরনের ইউনিফর্ম অন্তত দুই সাইজ বড় হবে। রানা ভাবছিল ওদের এখানেই রাখা হবে—কিন্তু গার্ডের ইশারায় বুঝল বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের অন্য কোথাও।

একটা ছোট ঝুপড়ি—পুরোটাই লেগুনের পানি থেকে ফুট দুই ওপরে খুঁটির ওপর বসানো। সরু কাঠের একটা পুল দিয়ে পৌঁছতে হয় ওখানে। হাশমি নিশ্চয়ই নিরাপত্তার কারণেই এই ঘরটা বেছে নিয়েছে।

লাথি দিয়ে দরজা খুলে ফেলল সে—সবাই প্রবেশ করল। চেহারা দেখে মনে হয় গুদাম হিসেবেই ব্যবহার করা হয় এটাকে। মাথার ওপর মাছ ধরার জাল ঝুলছে। একটা পুরানো ভাঙা ডোঙা রাখা হয়েছে এক দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে। নিচের তক্তাগুলো জায়গায় জায়গায় ভাঙা—ফাঁক দিয়ে লেগুনের পানি দেখা যাচ্ছে।

এক প্যাকেট সিগারেট বের করে একটা রানার ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিল হাশমি। মুখটা গম্ভীর। তার কাঁসার পেট্রোল লাইটার দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গেল সে। বাইরে সেন্ট্রিকে কিছু নির্দেশ দিয়ে

পুল বেয়ে চলে গেল ডাঙায়।

'একেই বলে রগা-চিপি,' বলল রানা।

'রানা, সময় মোটেই নেই, অথচ আমার অনেক কথা জানার রয়ে গেছে।'

'যেমন?'

'আমাকে ওরা নিয়ে আসার পর কি কি ঘটল?'

সংক্ষেপে বর্ণনা দিল রানা।

চুপচাপ শুনল মোনা। তারপর হঠাৎ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল রানার দুই গালে।

'আরে!' বিস্ময়ে ছানা বড়া হয়ে গেল রানার চোখ। 'ব্যাপার কি?'

লজ্জা পেল মোনা। তারপর হাসল। 'কেন করলাম জানি না, কিন্তু ভাল লাগছে এখন। খুব বেশি সময় নেই তো, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই মারা পড়ছি দু'জন—কেন জানি ইচ্ছে হলো। আমার…' হঠাৎ থেমে গেল মোনা। রানার গভীর কালো চোখের দিকে চেয়ে গলা শুকিয়ে এল ওর। নিচের ঠোঁটটা কাঁপল একটু। বলতে চেয়েছিল: তোমার হাতের ছোঁয়া লাগলে কেন জানি সারা শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে—কিন্তু বলতে পারল না।

ধীরে ধীরে আশ্চর্য সুন্দর এক হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে। পরিষ্কার বুঝতে পারল মোনা, তার মনের একটি কথাও জানতে বাকি নেই এই অদ্ভুত মানুষটার। অথচ কী আশ্চর্য ভদ্র—প্রসঙ্গ পাল্টে নিল কি সহজ সুন্দর ভাবে!

'তার মানে, আবু তালেবকে বখরার কথা যা বলেছি, তার এক বিন্দুও বিশ্বাস করোনি তুমি?'

'কি করে করি, বলো? আমি কি জানি না, ইচ্ছে করলেই জাহাজ নিয়ে নিরাপদে চলে যেতে পারতে তোমরা? যে মানুষ আমার জন্যে এসে হাজির হয়েছে জারজায়, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এত বড় বিপদের মধ্যে—তার মিথ্যে কথা কি করে বিশ্বাস করি?'

'ধন্যবাদ।' বলেই হঠাৎ ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে কান খাড়া করল রানা।

খুব আস্তে—কিন্তু স্পষ্ট শোনা গেল, মেঝের তক্তায় কে যেন মৃদু টোকা দিচ্ছে। সেই সঙ্গে ফিসফিসিয়ে একটা গলা শোনা গেল, 'জেনারেল, গার্ডটাকে আমি কাবু করছি—বাকিটুকু তোমাকেই সামলাতে হবে। চেক?'

তক্তার ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাল রানা—নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। জনই! মাথায় কপালের কাছে বেশ খানিকটা চামড়া ছিঁড়ে উল্টে সেঁটে রয়েছে জমাট বাঁধা রক্ত আর চুলের সঙ্গে।

'চেক,' বলল রানা, 'কিন্তু আমি তো মনে করেছিলাম পটল তুলেছ তুমি এতক্ষণে!'

'আরে দূর! শালারা সোজা গুলি করতে শিখল না আজও! আমি প্রায়

একঘণ্টা ধরে খাগড়ার আড়াল থেকে নজর রাখছি দ্বীপের ওপর। এদিককার খবর কি?'

সংক্ষেপে বলল রানা।

'আমি দেখছি কি করতে পারি—গার্ডকে কাবু করার সঙ্গে সঙ্গেই পানিতে ঝাঁপ দিতে হবে তোমাদের—পারবে তো, ডাচেস? আর যাই করো, পানিতে নেমে বস্তা হয়ে যেয়ো না, হাত পা নাড়াচাড়া করলেই দেখবে এগিয়ে যাচ্ছ। বুঝেছ?'

'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার!' বলল মোনা।

'বেশ, অ্যাকশনের জন্যে তৈরি থাকো,' ডুব দিয়ে মিলিয়ে গেল জন।

দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ করল রানা, পুলের ঠিক নিচেই ভেসে উঠেছে জনের মাথাটা। একটা হাত এগিয়ে যাচ্ছে গার্ডের পায়ের দিকে। চিৎকার করে পানিতে পড়ল গার্ড।

চিৎকারে কেউ সচকিত হয়েছে কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না রানা। ঝট্ করে দরজা খুলেই মোনার হাত ধরে দৌড়ে বেরিয়ে এল। ধাক্কা দিয়ে মোনাকে পানিতে ফেলে নিজেও ঝাঁপ দিল সে। পুলের নিচে জন এখনও গার্ডকে নিয়েই ব্যস্ত। নলখাগড়ার দিকে এগুলো রানা আর মোনা—জনের নির্দেশ মত হাত-পা চালাচ্ছে এবার মোনা, ফলে রানার সামান্য সাহায্যেই বেশ দ্রুত এগিয়ে চলল ওরা।

ওরা পঁচিশ-ত্রিশ গজ যেতে না যেতেই ওদের ধরে ফেলল জন। গার্ডকে সামলাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ওর।

একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে পিছন ফিরে দেখল রানা। দৌড়ে গিয়ে আউটবোর্ড ইঞ্জিন লাগানো একটা ডোঙায় উঠছে হাশমি।

অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। প্রাণপণে হাত-পা চালাচ্ছে রানা। কয়েক সেকেন্ড পরেই বালিতে হাঁটু ঠেকল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখল আবু তালেব ইতোমধ্যেই জাহাজের ডেকে পৌছে গেছে—কয়েকজন হুসা ছুটে যাচ্ছে তার সঙ্গে যোগ দিতে।

হাশমি তার ডোঙার আউটবোর্ড মোটর নিয়ে বিব্রত রয়েছে—কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করার পর গর্জন করে জীবন্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিনটা। লেগুনের মাঝের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে ওটা।

পিস্তল বের করে একটা গুলি করল হাশমি। লক্ষ্য থেকে কমপক্ষে বিশ গজ দূরে পড়ল গুলি—কিন্তু শব্দটা রানাদের আরও দ্রুত চলার জন্যে চমৎকার উৎসাহ জোগাল। দ্বিতীয় গুলির সঙ্গে সঙ্গেই মোনাকে দু'জনে মিলে খাগড়ার আড়ালে টেনে নিয়ে গেল।

কয়েক গজ পরেই আবার পানির গভীরতা বাড়তে আরম্ভ করল। থামলে চলবে না, এগিয়ে যেতে থাকল ওরা। হাশমির মোটরের শব্দ এখন বিপজ্জনক ভাবে কাছে এসে পড়েছে। আর কিছুদূর এগিয়েই ওরা একটা চওড়া লেগুনের ধারে হাজির হলো।

সবাই খাগড়ার আড়ালে আশ্রয় নিল। 'আমরা এই লেগুন পার হবার আগেই হাশমি ধরে ফেলবে আমাদের,' বলল রানা।

আসলেও তাই—কয়েক সেকেন্ড পরেই দেখা গেল ডোঙাটা বিশ তিরিশ গজ ডান দিকের একটা নালা বেয়ে লেগুনের দিকে এগুচ্ছে।

'ওকে ডাকো, মোনা—চিৎকার করো বা কিছু একটা করো যেন ও এদিকে আসে।'

সঙ্গে সঙ্গেই মরণ চিৎকার দিয়ে উঠল মোনা। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে দেখেই প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিল হাশমি ডোঙাটা। দ্রুত এগিয়ে আসছে মোনার দিকে। কাছে এসে মোটর অফ করে দিল হাশমি। ধীরে ধীরে ভেসে আসছে ওটা মোনার দিকে। পানির তলায় তলিয়ে গেল রানা। প্রায় এক মিনিট পর ভেসে উঠল রানা ডোঙার পিছনে। সিস্টারের দিকে পিস্তল তাক করে নিশ্চিন্তে বসে ছিল হাশমি, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝপাৎ করে পানিতে উল্টে পড়ল। জন চট করে ধরে ফেলল ডোঙাটাকে যেন ওটা ডুবে না যায়।

হাশমি ভেসে উঠল রানার ঠিক পাশেই। প্রচণ্ড এক রদ্দা মারার জন্যে হাত তুলল রানা। হঠাৎ সিগারেটের কথাটা মনে পড়ে যেতেই হাত নামিয়ে নিল। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল সে। পরিষ্কার আরবীতে বলল, 'যাও, মরতে না চাইলে প্রাণ নিয়ে পালাও।'

বিন্দুমাত্র দেরি না করে খাগড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল হাশমি।

ডোঙায় চড়ে বসল তিনজন। রানা আউটবোর্ড মোটরটা স্টার্ট দিতেই গলার সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা কম্পাস আর বুক পকেট থেকে কুফরার চার্টটা বের করল জন। চার্টটা ভিজে জায়গায় জায়গায় খুলে আসছে—কিন্তু এখনও কোনমতে পড়া যায়। 'এখনও হেরে যাইনি আমরা—কি বলো?' হাসিমুখে বলল জন।

দূরে হুসাদের চিৎকার আর ছুটোছুটির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা গেল। একটু পরেই গর্জন করে উঠল ট্রলারের ইঞ্জিন। কিন্তু ততক্ষণে রানারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ভারী ট্রলার নিয়ে ওদের পানির গভীরতার দিকে লক্ষ্য রেখে ঘুর-পথে এগুতে হচ্ছে—আর রানারা চলেছে প্রায় উড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের অনেক পিছনে ফেলে এল রানারা। পিছন থেকে কোন সাড়াশব্দই আর পাওয়া যাচ্ছে না এখন।

প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় ওরা ওদের লুকিয়ে রাখা জাহাজটা খুঁজে পেল। ডেকে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। বিপদ এখনও পুরো কেটে যায়নি বটে, তবে এখন ওরা অনেকটা নিরাপদ।

সবাই ক্লান্ত, কিন্তু জনকে রীতিমত অসুস্থ দেখাচ্ছে। মুখটা খুবই ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। মাথার ক্ষত থেকে এখনও একটু একটু রক্ত চুইয়ে পড়ছে।

'কেমন বোধ করছ এখন, জন?' জিজ্ঞেস করল রানা ওকে হুইল হাউসে ঢুকে হুইল ধরতে দেখে।

'কয়েক চুমুক মদ গিললেই ঠিক হয়ে যাবে,' জবাব দিল জন।

নিচে কেবিনের দিকে রওনা হলো জন। সিস্টার তার পিছন পিছন গেল। হুইল হাউসের ছাতে উঠল রানা—ক্লান্ত অবস্থায় কাজটা খুব সোজা হলো না। চারদিক ভাল করে নজর করেও উল্লেখযোগ্য কিছুই চোখে পড়ল না তার। আবার নিচে নেমে এল সে।

জনের হাতে একটা ব্র্যান্ডির গ্লাস দেখা যাচ্ছে। তার ক্ষতটা পরিষ্কার করে ড্রেসিং করে দিচ্ছে মোনা। এক নজর দেখেই বোঝা যায় সিস্টার তার কাজ নিষ্ঠার সাথেই শিখেছে।

জাহাজের রান্নাঘরে গিয়ে কফি বানাল রানা। ফ্রিজ থেকে গোটা কয়েক স্যান্ডউইচ বের করে প্লেটে সাজাল। কফি আর স্যান্ডউইচ নিয়ে ফিরে এসে দেখল, জনের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে চেয়ারে বসছে মোনা।

'ধন্যবাদ!' আন্তরিক কণ্ঠে বলল জন।

হাসল মোনা, সরল শুভ্র সুন্দর হাসি—কিন্তু সে যখন চেয়ারে গা এলিয়ে দিল, তাকে খুবই ক্লান্ত দেখাল। সব শক্তিই যেন তার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে—একবার রানার ভয় হলো ও অজ্ঞান হয়ে পড়বে না তো? না! তিন সেকেন্ড চোখ বুজে থেকে আবার চোখ খুলল সে। 'ধন্যবাদ দিয়ে কোন দরকার নেই, জন। আমারই বরং তোমাকে জানানো উচিত—তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ!'

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করল সে কফির কাপটা রানার হাত থেকে। দু'হাতে কাপটা জড়িয়ে ধরেছে মোনা, কফির উষ্ণতা উপভোগ করছে পরিপূর্ণভাবে। 'তোমরা খুব ভাল—তোমরা দু'জনেই!' একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিল সে প্লেট থেকে।

ব্যস্ত হয়ে পড়ল তিনজনই খাবার নিয়ে।

কফি শেষ করে মোনা উঠে নিজের কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

জন ক্যাবিনেট থেকে আর এক বোতল ব্র্যান্ডি বের করে রানার গ্লাস ভরে দিল। নিজেও কিছুটা নিল। দুই ঢোকে গ্লাসটা শেষ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

'জীবনে এমন মেয়ে দেখিনি আমি,' সাদামাঠা মন্তব্য করল জন। তারপর হাতটা ভাঁজ করে মাথার নিচে বালিশের মত করে দিয়ে চোখ বুজে বলল, 'একটু বিশ্রাম না নিলে আর নড়তে চড়তে পারব না আমি।'

বসে বসেই কিছুক্ষণ আপন মনে ভাবল রানা। চোখ বুজে একটু বিশ্রামের চেষ্টাও করল, কিন্তু চোখ-এমন জ্বলছে যে পাপড়ি বুজে রাখা যাচ্ছে না। আবার ডেকে উঠে এল সে।

আকাশটা ধূসর—একটু যেন মেঘলা ভাব। বিকেলের তাপে চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দু'একটা পাখির ডানা ঝটপটানি শোনা যাচ্ছে খাগড়ার ভিতর থেকে। এই সময়ে অস্পষ্টভাবে রানার কানে এল বহু দূরে

একজন হুসা আর একজনকে চিৎকার করে কি যেন বলছে।

হুইল হাউস থেকে বিনকিউলার নিয়ে আবার ছাদের ওপর উঠল সে। জাহাজ লুকানোর জালের ভিতর থেকে চোখে বিনকিউলার লাগাল রানা। ওদের গলা এখন আরও স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে—কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কাউকে। হঠাৎ মনে হলো, জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল ওর। নিস্তব্ধতার মাঝে শব্দটা যে কত দূর থেকে আসছে ঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। মৌসুমী বৃষ্টি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অঝোর ধারায় নামল বৃষ্টি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে জনকে জাগাল রানা। কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি?'

'বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। কাছাকাছিই হুসাদের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে।'

'আর কিছু?'

'মনে হলো যেন জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দও পেলাম—কিন্তু কতদূর থেকে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।'

মোনা বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। 'আবার কোন ঝামেলা বাধল নাকি?'

'দুশ্চিন্তার কিছুই নেই—আমরা ঠিকই সামলে নিতে পারব,' জবাব দিল জন। 'জেনারেল, চার্টটা দাও তো?'

'আমরা যে পথে ঢুকেছি সেই পথে বেরুতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। আর এই মৌসুমী বৃষ্টি আমাদের পথ আরও দুর্গম করে তুলবে।' মন্তব্য করল জন চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

'বিকল্প কোন উপায় আছে?'

'এখান থেকে কুফরা নদীর মোহনা মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। তারপরই সেখান থেকে সরু খাড়ি ধরে সোজা সমুদ্রে। আমরা যদি তাড়াতাড়ি করি তবে এই কুফরা মার্শে আবু তালেব আমাদের খোঁজে যতক্ষণ ঘুরবে ততক্ষণে আমরা নিরাপদে সমুদ্রে পৌঁছে যাব।'

বুদ্ধিটা বেশ ভালই মনে হচ্ছে। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই যদি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় তাহলে সেটাই সবচেয়ে ভাল।

'বৃষ্টিটাও আমাদের সমুদ্রে গিয়ে পড়তে বাধা দেয়ার চেয়ে সাহায্যই করবে বেশি।'

'তাহলে আর বসে আছি কেন? চলো, রওনা হয়ে যাই।'

থ্রটল কমিয়ে দিল জন—ইঞ্জিন থেকে খুব সামান্য শব্দই হচ্ছে এখন। তবু মোটামুটি ভাল গতিতেই এগুচ্ছে ওরা। বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে এখন—কয়েক গজের বেশি দূরের জিনিস দেখা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

রানা চার্টটা পরীক্ষা করে দেখল। মুখে তুলতেই জন জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বুঝছ, জেনারেল?'

'সোজা গিয়ে ডান দিকে এগোলেই আমরা সমুদ্র পেয়ে যাব। অবশ্য মোহনা সম্বন্ধে যদি তোমার ধারণা ঠিক হয়ে থাকে, তবেই।'

'হুঁ। আমি চার্ট ঠিকমত পড়ে না থাকলে মহা বিপদ ঘটবে, জেনারেল। ওদের সঙ্গে যুঝবার মত কোন অস্ত্রই আমাদের আর নেই।'

'ভুল, বন্ধু, ভুল। চার্ট টেবিলের নিচে হাত দিয়ে দেখো।'

জন চার্ট টেবিলের নিচে হাত দিয়ে মেটাল ক্লিপের সঙ্গে আটকানো একটা রিভলভার আর একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন থারটি এইট বের করে আনল। 'ব্যস, এই?'

'একটু আগে তো বলছিলে কিছুই নেই। দুটোই লোডেড। ম্যাগনাম বুলেট। আর এক বাক্স আছে চার্টের তলার ড্রয়ারে। একটা গাড়ির ইঞ্জিন থামানোর জন্যে একটা বুলেটই যথেষ্ট।'

'কোন্ ভুয়ো প্রচার পত্রে পড়েছ তুমি ওটা?' ঠাট্টা করল জন।

হাসল রানা। বলল, 'যা রটে, তার কিছুটা তো বটে!'

'ঠিক আছে—হুইলটা একটু ধরো, আমি একটু নিচে যাব। দরকার আছে।'

মনোবল উঁচু রয়েছে বটে, তবে জনকে ক্লান্ত আর বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। দরজা খুলে গেল—কাপড়ে ঢাকা একটা ট্রে নিয়ে ঢুকল মোনা ভিতরে। একটা হলুদ বর্ষাতি পরেছে সে সাউ'ওয়েস্টারের ওপরে। আবার কফি আর স্যান্ডউইচ। একবারে বেশি খাওয়া যাচ্ছে না, তাই বার বার কিছু কিছু করে খাবে বলে ঠিক করেছে ওরা।

নীরবে খেয়ে নিল ওরা। কফিতে চুমুক দিতেই মোনা জিজ্ঞেস করল, 'মোহনা আর কতদূর?'

'মিনিট পনেরো লাগবে আমাদের ওখানে পৌছতে।'

'এখানে একটু বসি?'

'নিশ্চয়ই।'

মনে হলো কিছু বলতে চায় মোনা। বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করল, কি বলতে চায় আল্লাই মালুম, মুখ ফুটে বলতে পারল না। জন উঠে এল ওপরে।

স্পষ্টই বোঝা যায় হেরোইন শট নিয়ে এসেছে জন। তার মুখ থেকে ফ্যাকাসে ভাবটা দূর হয়ে গেছে। একটা স্যান্ডউইচের দিকে হাত বাড়াল, 'কি আছে এর মধ্যে?'

'চিকেন।'

চার্ট নিয়ে পড়ল জন। হঠাৎ করেই সরু নালা ছেড়ে কুফরার প্রধান নদীতে প্রবেশ করল বোট। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে স্রোতের টান বেড়ে গেছে। 'এখান থেকে আধ মাইল দূরে মোহনা—সুতরাং এখন একটু সাবধানে দেখেশুনে এগোতে হবে।'

এখনও অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। মাঝ নদীর ঢেউগুলো জাহাজের গায়ে শব্দ তুলে চাপড় মারছে।

বার বার অস্থির ভাবে ওপর নিচ করছে সিস্টার মোনা। হুইল হাউসে পৌছেই সে জিজ্ঞেস করল, 'কি, আমরা এখনও পৌছাইনি?'

'এই পৌছে গেলাম বলে, ডাচেস,' বলল জন, 'আর দেরি নেই।'

হঠাৎ যেন একটা অদৃশ্য হাত বৃষ্টিটাকে সরিয়ে নিল অন্য দিকে। মোহনাটা এখন বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চারদিক নির্জন। দুই পাশের পাড়ে খাগড়ার ঝোপগুলো বেশ দেখা যাচ্ছে। নদীর বেশির ভাগ জায়গাতেই বালির চর। সমুদ্রে পৌছনোর মাত্র একটাই পথ—চর বাঁচিয়ে এঁকেবেঁকে এগুতে হবে সেই পথে।

চারপাশে কেউ কোথাও নেই। খুশি হয়ে উঠল জন, 'কি বলেছিলাম, জেনারেল? একেবারে নিরাপদ প্রস্থান! হুইলটা দাও দেখি আমার কাছে।'

গতি বাড়িয়ে দিল জন। ছোট জাহাজের সামনের অংশ কিছুটা ওপরে উঠে গেল পানি থেকে। পূর্ণ গতিতে এগুচ্ছে ওরা এখন। পাগলের মত হাসছে জন খুশিতে।

ব্রাউনিং তিরিশ মেশিনগানের রেঞ্জ প্রায় দু'মাইল, সেকেন্ডে আটটা গুলি ছোঁড়ে। একক গুলি ছোঁড়ার ক্ষমতা নেই ব্রাউনিং তিরিশের।

গুলির প্রথম ঝাঁকটা 'সান্তা মারিয়ার' সামনের দিকে লাগল। টালমাটাল অবস্থা হলো জাহাজের। মোনা পড়ে গেল মেঝেতে—নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জন পড়ল তার ওপর।

রানা পড়েছে এক হাঁটুর ওপর। দ্বিতীয় ঝাঁক গুলি হুইল হাউসের প্রত্যেকটা জানালা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে গেল। ভাঙা কাঁচ আর কাঠের টুকরোর বৃষ্টি হলো ওদের ওপর। কপাল ভাল ওদের—প্রথম ধাক্কায় সবাই পড়ে যাওয়ায় সবারই একটু কেটে ছড়ে গেল মাত্র, গুরুতর ভাবে জখম হয়নি কেউ।

নদীর ধারের খাগড়া ঝোপ থেকে বেরিয়ে সমুদ্র আর ওদের মাঝে অবস্থান নিল তালেবের ট্রলার। ব্রাউনিংটার পিছনে দু'জন সৈনিক নিচু হয়ে বসে আছে। পরের ঝাঁক লাগল জাহাজের গায়ে। বাম দিকের ডেকেরও কিছু ক্ষতি হলো। রানা ঝট করে উঠে হুইলটা দ্রুত ঘুরিয়ে জাহাজের মুখ ডান দিকে নিয়ে ফেলল।

আবার ব্রাউনিঙের বিশ্রী কটকট শব্দ উঠল—হুইল হাউস থেকে কিছু কাঠের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক। রানার কাঁধের ওপর থেকে সামান্য কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল একটা গুলি।

ডান দিকের খাগড়া ঝোপের ভিতর প্রচণ্ড বেগে ঢুকে গেল 'সান্তা মারিয়া'। নলখাগড়া এখন জাহাজটাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেলেছে।

মোনা ঝটপট মেডিক্যাল কিট বের করে রানার ক্ষত ব্যান্ডেজ করে দিল। গুলির আঘাতে প্রথমে মোটেও ব্যথা পাওয়া যায় না, কারণ স্নায়ুর উপর ধাক্কাটা এতই প্রবল হয় যে সেটা অনুভব করতে পারে না মানুষ। ব্যথা টের পাওয়া যাবে পরে—এখন কেবল একটা অবশ অনুভূতি। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা

নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে জন। ভাঙা জানালা দিয়ে উঁকি দিল সে।

'বাইরের খবর কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। মোনার হাতে এক ডোজ প্যাথিড্রিন ভর্তি সিরিঞ্জ দেখেই চোখ মুখ বিকৃত করল ব্যথার ভয়ে। দক্ষ হাতে রানার বাম বাহুতে ইনজেকশন পুশ করল মোনা।

'শালারা এদিক ওদিক ঘোরা-ফেরা করছে সুযোগের অপেক্ষায়।' জবাব দিল জন।

নিজের পায়ে খাড়া হলো রানা।

'ব্যথা বাড়লে আমাকে জানিয়ো, আর একটা ইনজেকশন দিয়ে দেব,' বলল মোনা। গুলিটা যেন রানাকে না লেগে ওকেই লেগেছে এমনি একটা ভাব তার চোখে মুখে।

'সরাসরি আক্রমণ করছে না কেন ওরা?' বেশ অবাক হয়েই প্রশ্ন করল জন।

'উত্তরটা খুবই সোজা। আমাদের গোলাগুলির সরবরাহ সম্বন্ধে ওরা নিশ্চিত হতে পারছে না। আমরা খাগড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেই ওরা আবার আক্রমণ করবে।'

হঠাৎ করেই কর্নেল তালেবের জাহাজটাকে দেখা গেল, মোহনার দিক থেকে পূর্ণ গতিতে এগিয়ে আসছে এইদিকে। ব্রাউনিংটা গর্জে উঠল আবার। নলখাগড়াগুলোকে কাস্তে-কাটা করে বেরিয়ে গেল এক ঝাঁক গুলি। দু'একটা জাহাজের গায়েও লাগল।

শেষ মুহূর্তে দ্রুত বাঁক নিয়ে অন্য দিকে ঘুরে গেল ট্রলারটা। বাম দিকে হেলে গেল সেটা, মাত্র তিরিশ গজ দূরে। হাতছাড়া করল না জন সুযোগটা—মেশিনগানটা গুলিবর্ষণ শুরু করার আগেই গর্জে উঠল তার হাতের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। ব্রাউনিঙের পিছনে বসা সিপাই দুটোকে লক্ষ্য করে পর পর তিনটে গুলি ছুঁড়ল জন। গুলি খেয়ে চিৎকার করে রেলিং টপকে পানিতে পড়ল ওদের একজন। আরও তিনটে গুলি ছুঁড়ল সে হুইল হাউস লক্ষ্য করে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল একটা—সেই সঙ্গে জাহাজটা দিক পরিবর্তন করে রেঞ্জের বাইরে চলে গেল। আড়ালে চলে এল জন। আগেই পকেট ঠেসে গুলি ভরে নিয়েছে সে। নতুন গুলি ভরে নিল।

'মনে হচ্ছে বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে আর ওরা এদিকে ভিড়বে না।' রীতিমত আত্মপ্রসাদের সুরে বলল জন।

কিন্তু পরিষ্কার জানে ওরা, সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। ব্রাউনিং মেশিনগানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন কোনদিনই পারেনি, আজও পারবে না। সংখ্যায়ও ওরা বেশি। এবং বের হবার একটাই পথ। ওরা ওটা আগলে বসে থাকলে করার কিছুই নেই রানাদের। তালেবের জাহাজ আবার ছুটে আসছে—এবার আরও বেগে। অনেকগুলো গুলি ছুঁড়ল ওরা—এবার ডান দিকের খাগড়াগুলো কচুকাটা করে দিল ব্রাউনিঙের গুলি। এবার আর আগের ভুল করল না ওরা—প্রায় ষাট সত্তর গজ দূরে থেকেই জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে

নিয়ে গেল। তবু চেষ্টার ত্রুটি করল না জন—কিন্তু জাহাজের গায়ে দু'টো গুলি লাগাতে পারল মাত্র।

বৃষ্টির মধ্যে দ্রুত গতিতে মিলিয়ে গেল ট্রলার। রিভলভার হাতে রানাও জনের পাশে চলে এল। যদিও এত দূর পাল্লায় রিভলভার কোন কাজেই আসবে না, ভাল করেই জানে সে।

'এইভাবে আর কতক্ষণ যুঝতে পারব আমরা?' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল রানা। 'পেট্রোল ইঞ্জিন আমাদের। জায়গামত একটা গুলি লাগলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে গোটা জাহাজ। আসলে পেট্রোল ইঞ্জিন নিয়ে এই ধরনের কাজে আসাই ভুল হয়েছে।' এতে রানা কি ভাবছে বা কি করতে চায় বোঝা না গেলেও পরিষ্কার বোঝা গেল নিজেদের শোচনীয় অবস্থার কথা।

মোনার গালে একটু রক্ত দেখা যাচ্ছে। হয়তো কোন কাঠের টুকরোর আঘাতেই কেটেছে—কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ নেই ওর। বলল, 'এখন আত্মসমর্পণের কোন প্রশ্নই ওঠে না—এত কষ্ট করার পর...'

একটা গলা শোনা গেল, 'রানা, তুমি কোথায়? শুনতে পাচ্ছ?' লাউড স্পীকারের মাধ্যমে ভেসে আসছে তালেবের গলা।

'মনে হচ্ছে ওরা আমাদের সঙ্গে কথা বলে আবার কোন শর্তে আসতে চাইছে।' জন তার মতামত প্রকাশ করল।

হুইল হাউসের ওপরে উঠে উঁকি দিল রানা খাগড়ার ফাঁক দিয়ে। তার মনে হলো না এটা কোন ফাঁদ।

লাউড স্পীকার নেই, তাই লাইটের সাহায্যে মোর্স-কোড্ ব্যবহার করল রানা। ট্রলারটা নদীর মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বিনকিউলার দিয়ে লক্ষ্য করেও রানা তালেবকে দেখতে পেল না—অর্থাৎ, সে হুইল হাউসের মধ্যেই রয়েছে।

'এর মানে হচ্ছে প্রথম সুযোগেই ওরা পিছন থেকে ফুটো করে দেবে আমাদের মাথা।' নিচু গলায় বলল রানা।

হুইল হাউসের কাছে জনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মোনা। জনকে অস্বাভাবিক উত্তেজিত মনে হচ্ছে। মাথার জখমের কারণে জ্বরে—নাকি শট বেশি নিয়েছে বলে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ মুখ খুলল সে।

'ওকে বলো, তুমি যাচ্ছ ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। একটা বাড়তি রবারের ডিঙি এখনও আছে আমাদের।' মনে মনে কি যেন দুরভিসন্ধি এঁটেছে জন।

'কি বলতে চাও তুমি?'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে—তবে পানির ওপর দিয়ে নয়, তলা দিয়ে। তুমি এই হারামজাদার সঙ্গে লেনদেনের আলাপ করার ফাঁকেই আমি একদলা এ-আর সেভেনটিন প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সেঁটে দিতে পারব ওই জাহাজে।'

'আর কর্নেল যদি আমাকে না ছাড়ে, তখন?'

'তাহলে তুমিও যাবে জাহাজের সঙ্গে—বলতে হবে তোমার কপাল।'

খারাপ। কিন্তু সবার মঙ্গলের জন্যে এমন একটা সুযোগ ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না।'

রানাও জানে ব্রাউনিং এর পাল্লা পেরিয়ে কোনদিনই জীবন্ত বের হতে পারবে না ওরা এই মোহনা থেকে। দ্বিরুক্তি না করে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল সে।

মোনা একেবারে চুপ হয়ে গেছে। এসব ব্যাপার তার ধ্যান-ধারণা বোধ-বুদ্ধির বাইরে, ঘটনার গুরুত্ব বোঝার বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করেছে সে।

ডিঙি বের করতে বলল রানা জনকে।

ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে মোনা, 'না, রানা! যেয়ো না তুমি। ওরা মেরে ফেলবে তোমাকে।'

'আমাদের বাঁচার অন্য কোন উপায় তোমার জানা থাকে তো বলো, সেই ভাবেই চলব আমরা।' জবাবের প্রত্যাশায় মোনার মুখের দিকে চাইল রানা। দেখল, ওর চোখ দুটো ছলছল করছে। নিজের ওপর রাগ হলো রানার, এই কথা বলায়। চট করে বলল, 'তুমি বরং প্রার্থনা করো। তাতে উপকার হতে পারে।'

জন এগিয়ে এল রানার সাহায্যে। 'আচ্ছা, ডাচেস, বলো দেখি, কেন বাধা দিচ্ছ?'

'আর মৃত্যু চাই না আমি!' সহজ সরল উত্তর মোনার।

'কিন্তু কর্নেল তালেব আমাদের ছাড়বে কেন? আমাদের উদ্ধার করা মাল সহ বের হতে দেবে না মোহনা থেকে। আর কোন পথ নেই, হয় ওদেরকে মারতে হবে, নয়তো নিজেদের মরতে হবে।'

'না! অনেক প্রাণ গেছে—আর নয়। দরকার হলে যা আছে সব দিয়ে দাও।'

'তুমিই না বলেছিলে, হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাবে তুমি এই টাকায়? হাজার হাজার জীবনের তুলনায় কয়েকটা জীবন কি?' তৈরি হলো রানা যাবার জন্যে। ওদিকে অ্যাকোয়ালাং নিয়ে জনও রেডি। ডেটোনেটর, প্লাস্টিক বোমা সবই নিয়েছে একটা ব্যাগে পুরে সে। রানার ডিঙির ঠিক নিচেই থাকবে সে বুদ্বুদ গোপন করবার জন্যে। এর ফলে পানির তলায় স্রোতের তোড়ে দিক হারিয়ে ফেলার ভয়ও থাকছে না আর।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে রানার ডিঙিটা কর্নেল তালেবের ট্রলারের দিকে। জনের সুবিধার জন্যেই ধীর গতিতে এগুচ্ছে সে। যে কাজে যাচ্ছে জন, সে কাজে ওর জুড়ি নেই।

ট্রলারের কাছাকাছি আসতেই দেখল রানা, জনের একটা গুলিও ব্যর্থ যায়নি—চারটে ফুটো দেখা যাচ্ছে জাহাজের গায়ে। হুইল হাউসের জানালাও চুরমার হয়ে গেছে গুলি লেগে।

দু'জন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙের ধারে। একজনের হাতে রাইফেল,

অন্যজনের হাতে দড়ি। তাদের পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হাশমি।

মোটর বন্ধ করে দিল রানা। ডিঙিটা ভেসে চলেছে ট্রলারের দিকে। সৈনিকটা দড়ি ফেলল ওপর থেকে। চট করে ডিঙিটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল রানা। জাহাজের ধার দিয়ে ফেলা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল সে।

ওপরে উঠেই মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াতে হলো রানাকে হাশমির নির্দেশে। রানার কাছে লুকানো অস্ত্রের খোঁজে সার্চ করে কিছু না পেয়ে আশ্বস্ত হলো হাশমি। পথ দেখিয়ে ভিতরে একটা কেবিনে নিয়ে গেল সে রানাকে। একটা টেবিলের পিছনে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে তালেব, সামনেই রাখা এক কাপ কফি।

রানাকে বসতেই বলল না তালেব। ম্যাগাজিনটা টেবিলের ওপর রেখে সরাসরি ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না, রানা। তুমি আর তোমার বন্ধু ভাগাভাগি করে একশো হাজার ডলার নিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যেই নিরাপদে চলে যেতে পারো। এটাই আমার শেষ প্রস্তাব।'

'আর সিস্টার মোনা?'

এই কথায় সত্যিই রেগে গেল তালেব। এর আগে কখনও রাগতে দেখেনি ওকে রানা। 'তুমি যদি তার চাঁদার বাক্সে কিছু সিকি আধুলি দিতে চাও সেটা তোমার ইচ্ছা। আমার কাছ থেকে তার কোন প্রাপ্য নেই। রাজি আছ তুমি আমার প্রস্তাবে?'

'জনের সঙ্গে আলাপ না করে কিছু বলতে পারছি না আমি।'

'অবশ্যই তুমি আলাপ করে দেখতে পারো তোমার বন্ধুর সঙ্গে।' নিজের ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে পনেরো মিনিট সময় দিচ্ছি—এর মধ্যেই তোমাকে মনস্থির করতে হবে।'

'আমার ফিরতেই তো পনেরো মিনিট লেগে যাবে।'

'তাহলে যত শিগ্‌গির রওনা হওয়া যায় ততই ভাল, নয় কি? ঠিক সোয়া পাঁচটায় আমি আবার আক্রমণ করব।'

'আমাদের জাহাজে রয়েছে পেট্রোল ইঞ্জিন। গুলি করে বিস্ফোরণ ঘটালে সবই হারাবে তুমি।'

'সে ঝুঁকি আমি নেব।'

আর একটু কফি ঢেলে নিল সে কাপে। রানার পিছু পিছু হাশমিও এল ডেকের ওপর। আর এখানে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। সোজা রবারের ডিঙি করে 'সান্তা মারিয়ার' দিকে ফিরে চলল সে।

স্রোতের বিপক্ষে বেশ সময় লেগে গেল ফিরতে। অধীর আগ্রহে ডেকে অপেক্ষা করছে মোনা। ডিঙির পাশে জনকে ভেসে উঠতে না দেখে একটু অবাক হলো রানা। কাজ সেরে আগেই চলে এসেছে নাকি?

'জন কি ফিরে এসেছে?'

মাথা নাড়ল মোনা। 'আমি বিনকিউলার দিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছি—বিশেষ কিছুই নজরে পড়েনি আমার। কি কথা হলো?'

'জন আর আমাকে একশো হাজার ডলার দেবে তালেব, আর নিরাপদে যাওয়ার সুযোগ।'

'আর আমি?'

'তোমার কথা একেবারেই ভুলে গেছে কর্নেল। তোমাকে কোন ভাগ দেয়ার কথা বলেনি।'

রানার জবাবে মোটেও খুশি হলো না মোনা। ব্যাটা তালেব মেয়েদেরকে মানুষ মনে করে না বলে গজ গজ করল কিছুক্ষণ।

ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে রানা। পনেরো মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে। এত দেরি করছে জন! কতক্ষণের টাইম ফিউজ লাগিয়েছে সে বোমায়? ওর কি মোর্স কোডের মাধ্যমে আরও কিছুটা সময় নেয়া উচিত?

লাইট সুইচের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। তালেবের ঘড়ি যে এক মিনিট ফার্স্ট, সেটা জানা ছিল না রানার। আচমকা শুরু হলো ব্রাউনিঙের গুলি। ছিটকে মেঝেতে পড়ল মোনা। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল রানা—বুকের ডান দিক ফুটো করে বেরিয়ে গেছে একটা গুলি।

স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গুলি শুরু করল রানা।

হঠাৎ, কি ব্যাপার, বুঝল না রানা—দেখা গেল, ট্রলারের সামনেই ভেসে উঠেছে জন। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে সে। হয়তো বাতাস ফুরিয়ে গেছে, কিংবা বেশি হেরোইন ইনজেকশন নিয়েছে—কিংবা তার মাথার জখম তাকে দুর্বল করে দিয়েছে। কি হয়েছে এতদূর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। যাই ঘটে থাকুক, ট্রলারে কেন উঠছে সে? ফিট করতে পারেনি বোমাটা?

দু'জন সৈনিক টেনে তুলল জনকে ডেকের ওপর। অ্যাকোয়ালাং নেই ওর সঙ্গে। তালেব এসে হাজির হলো ডেকে। বিনকিউলার চোখে লাগাল রানা। জনের মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে—হাসছে জন! হাসির দমকে পিছন দিকে হেলে গেছে ওর মাথাটা। তালেব তার অটোমেটিকটা বের করে তিন হাত তফাত থেকে গুলি করল জনের বুকে। ঠিক সেই মুহূর্তে বজ্রপাতের মত আওয়াজ তুলে জাহাজটা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। টুকরোগুলো একশো দেড়শো গজ দূরে গিয়ে পড়ল এক একটা। কালো ধোঁয়া পানির ওপর পাক খাচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় ধোঁয়া সরে যেতেই দেখল রানা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে তালেবের ট্রলার। এই ছিল, এখন নেই!

মোনাকে কোলে করে কেবিনে নিয়ে বুকের গর্তে তুলো গুঁজে ব্যান্ডেজ করে দিল রানা। অনেক রক্ত গেছে—এখনও চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। চোখ বুজে শুয়ে আছে মোনা...মুখটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে দেখে রানা ভয় পেয়েছিল, ভেবেছিল মারাই গেছে বুঝি, এমন সময়ে চোখের পাতা নড়ে উঠল মোনার, অনেক কষ্টে একটু হাসল সে। বলল, 'কেমন বুঝছ, রানা?'

মোনার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে রানা বলল, 'কিচ্ছু না, সেরে যাবে—একবার হাসপাতালে পৌঁছতে পারলেই আর কোন ভয় নেই। তুমি একটু বিশ্রাম নাও—আমি জাহাজটাকে সমুদ্রে বের করে অটোমেটিক পাইলটে দিয়ে এক্ষুণি

ফিরে আসছি।'

আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে মোনার মাথার কাছে বসল রানা। কপালে হাত দিয়ে দেখল সামান্য জ্বর উঠেছে। রানার স্পর্শে চোখ মেলল মোনা। একটু হাসার চেষ্টা করল। 'রানা. কথা দাও, আমার স্বপ্ন তুমি সফল করবে।'

'কি আবোলতাবোল বকছ! তুমি বাঁচবে—অন্তত এ-যাত্রা মরছ না তুমি।'

'ভুলে যেয়ো না. আমি একজন পাস করা নার্স। যত রক্ত গিয়েছে. আর এখন যে-ভাবে রক্ত যাচ্ছে তাতে ইবিযা পর্যন্ত পৌছতে পারব না তা আমি ভাল করেই জানি।'

'তোমার ব্লাড গ্রুপ কি?'

'কেন?'

'বলোই না।'

'বি। কেন?'

জনের হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা বের করে আনল রানা। বলল, 'আমারটা "ও"—আমি ইউনিভারসাল ডোনার।' নিজের শরীর থেকে এক পাইন্ট রক্ত বের করে খুব ধীরে ধীরে মোনার শিরায় ইনজেক্ট করল রানা।

'বৃথা চেষ্টা করছ তুমি, রানা—আমি তো মরবই, এভাবে রক্ত দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করলে তুমিও মরবে।'

'মরতে তো একদিন হবেই—দু'জনে না হয় এক সঙ্গেই মরলাম, ক্ষতি কি? শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেই দেখি না কি হয়। হয়তো বেঁচে যাব দু'জনেই।'

চোখ দুটো ছলছল করে উঠল মোনার। রানার হাতটা নিজের মুঠোয় নিল সে। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না।

হুইল হাউসে উঠে এসেছে রানা। রেইন কোট পরা থাকলেও ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে সে। ব্রাউনিঙের গুলিতে জানালার কাঁচ একটাও আস্ত নেই। বৃষ্টির বেগের সাথে বাতাসের বেগও বেড়েছে এখন—জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে সব ভিজে যাচ্ছে। রেডিওতে আবহাওয়ার খবর নেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল গুলি খেয়ে অকেজো হয়ে গেছে ওটাও।

কাবার্ড থেকে জনের শস্তা স্প্যানিশ ব্র্যান্ডি বের করে একটু খেল রানা। ঠাণ্ডার ভাবটা একটু দূর হলো। কিন্তু বুকের ভেতরের অদ্ভুত জ্বলুনিটা গেল না। অক্ষম ক্রোধে জ্বলছে ওর ভেতরটা।

সার্চ লাইট আর ডেকের লাইটগুলো সব ঠিক ঠিক কাজ করছে। সন্ধ্যা নেমে আসতেই সেগুলো সব জ্বেলে দিল সে।

একাকীত্বটা বড় বেশি করে বাজছে রানার। নিচের কেবিনে মেয়েটা মরতে বসেছে। আবু তালেব পড়ে আছে কুফরার তলায় কাদার মধ্যে···আর জন···এসব চিন্তা মন থেকে জোর করে সরিয়ে চার্টের দিকে মন দিল সে।

মোনার কেবিনে ওকে দেখতে নিচে গেল রানা। মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে

সে। ফার্স্ট এইড কিট থেকে একটা মরফিন বের করে নিজেকে ইনজেক্ট করল সে। চোখ তুলতেই দেখল মোনা চেয়ে আছে।

'খুব ব্যথা করছে, রানা?' সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল সে।

'না, ও কিছু না। তোমার অবস্থা কি?'

'একই রকম—বাইরে এত শব্দ হচ্ছে কেন?'

'একটু ঝড়ো হাওয়া বইছে—চিন্তার কিছু নেই।'

'বেচারী, রানা!' কষ্ট করে একটু হাসল মোনা। 'সেই রাতে দেখা হওয়ার পর থেকে তোমার কেবল ঝামেলাই বাড়ালাম আমি।'

'জীবনটাই ঝামেলা। তুমি মিছেমিছি নিজেকে এর জন্যে দায়ী কোরো না। আমি তো স্বেচ্ছায়ই এসেছি।'

তিজি বেনুর মূর্তিটা কোণের টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে মোনার দিকে। যেন কোমল দৃষ্টি বুলিয়ে মোনার কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করছেন মেরী মাতা।

নিজের জন্যে কিছু কফি বানিয়ে পাশের কেবিনে একটা টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসল রানা। দু'হাতে টিনের মগটা ধরে হাত দুটোকে একটু গরম করে নিল।

বসে বসে নানান কথা ভাবতে ভাবতে রাজ্যের ক্লান্তি চেপে ধরল ওকে। হাতের ওপর মাথা রেখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেই জানে না।

মোনার ঘন ঘন ডাকে ঘুম ভেঙে গেল রানার। কেবিনের মেঝেতে তিন চার ইঞ্চি পানি দেখে চমকে উঠল সে। তাড়াতাড়ি মোনার কেবিনে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ হয় এই অবস্থা হয়েছে?'

'জানি না—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি।'

ছুটল রানা পা দিয়ে পানি ছিটাতে ছিটাতে। ভোর পাঁচটা বাজে—অর্থাৎ প্রায় চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে। বৃষ্টি থেমে গেছে—কিন্তু খুব ঘন কুয়াশার জন্যে কয়েক গজ দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। হুইল হাউস থেকে টর্চ বের করে নিয়ে ইঞ্জিন রূমে ঢুকল রানা। সবখানে একই অবস্থা—পানি।

ইলেকট্রিক পাম্পটা চালু করে দিল রানা। মেশিনগানের গুলিতে জাহাজ ফুটো হয়েই এই অবস্থা। কয়েক জায়গা দিয়ে পানি ঢুকছে।

কেবিনে ফিরে রানা দেখল সেখানকার পানি একটুও কমেনি। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল মোনা। আবার রক্ত পড়ছে ক্ষত থেকে। বিছানা একেবারে লাল হয়ে গেছে। আবার হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ নিয়ে বসল রানা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে একটু একটু করে প্রায় দেড় পাইন্ট রক্ত দিল মোনাকে। মাথাটা একটু যেন ঘুরছে—কিন্তু কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিল না সে।

'এত পানি কোত্থেকে আসছে?'

'তালেবের গুলিতে দু'একটা ফুটো হয়েছে জাহাজের গায়ে—পাম্প চালু

করে দিয়েছি, বেরিয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

ডেকে উঠে এল রানা। কুয়াশা বেশ কিছুটা পাতলা হয়েছে এখন। হেলেদুলে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে সান্তা মারিয়া। সামান্য দিক পরিবর্তন করল সে। তারপর মোনার ক্ষীণ ডাক শুনতে পেয়ে নিচে নেমে এল।

'আমার ভাল লাগছে না, রানা—তুমি আমার কাছে একটু বসবে?' মিনতির সুরে বলল মোনা। কপাল ঘেমে উঠেছে ওর—বেশ টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যায় খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। ফার্স্ট এইড কিট থেকে মরফিন বের করে আনল রানা। বাধা দিল মোনা, বলল, 'ওর আর দরকার হবে না। আমি চলে যাচ্ছি, রানা। শেষ কয়টা মুহূর্ত কেবল তোমার সঙ্গে একসাথে কাটাতে চাই আমি।'

বিছানার ওপর বসে মোনার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল রানা। হাতের উষ্ণতা অনেক কমে গেছে। মনটা দমে গেল রানার। একটা রুমাল দিয়ে মোনার কপালের ঘাম মুছে দিল। বলল, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা ইবিযায়।'

'একটা কথা কি জানো রানা, তুমি সত্যিই এক আশ্চর্য মানুষ!' নিজের গলা থেকে ওর বাবার সেইন্ট মার্টিন ডি পোরেসের মেডালটা খুলে রানার হাতে দিল মোনা। 'এটা তোমাকে দিলাম।' কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর।

'তুমি চুপ করে একটু বিশ্রাম নেবে?' শাসনের সুরে বলল রানা।

'তুমি বুঝবে না, রানা—এখন না বললে আর কোনদিনই বলা হবে না কথাটা। আমি···আমি···' একটা হিক্কা তুলে এলিয়ে পড়ল মোনা। কি যেন বলতে চেয়েছিল, বলা হলো না।

চাদর দিয়ে মোনার দেহটা ঢেকে দিল রানা। ডেকে এসে দেখল কুয়াশা কেটে গেছে, দূরে ইবিযার লাইট হাউসটা দেখা যাচ্ছে। মোনার দেয়া মেডালটা রয়েছে হাতের মুঠোয়।

হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে এসে দাঁড়াল ওরা।

সেই বাচ্চা মাঝিটা এগিয়ে এল হাসিমুখে।

রানাকে আড়াল করে চোখ মুছল সোহানা। রানার বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে উঠে পড়ল নৌকায়। পাশাপাশি বসল দু'জন। পশ্চিমের আকাশটা লাল হয়ে গেছে গোধূলির রঙে।

'সেই মেডালটা···ওটা আছে তোমার কাছে?'

'আছে।' পকেট থেকে বের করল রানা ওটা। বাড়িয়ে ধরল সোহানার দিকে। 'এই যে।'

মেডালটা মন দিয়ে দেখল সোহানা, আঁচল দিয়ে মুছে ফেরত দিল রানার হাতে।

চোখের সামনে তুলল ওটা রানা। হঠাৎ কেমন যেন ঘুরে উঠল ওর

মাথাটা। কি করে যেন সিস্টার মোনার মুখে রূপান্তরিত হয়ে গেল মেডালটা। জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, হাসছে মোনা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ, রানা! আমি খুশি হয়েছি।'